নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

২৮ এপ্রিল ২০১৯

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

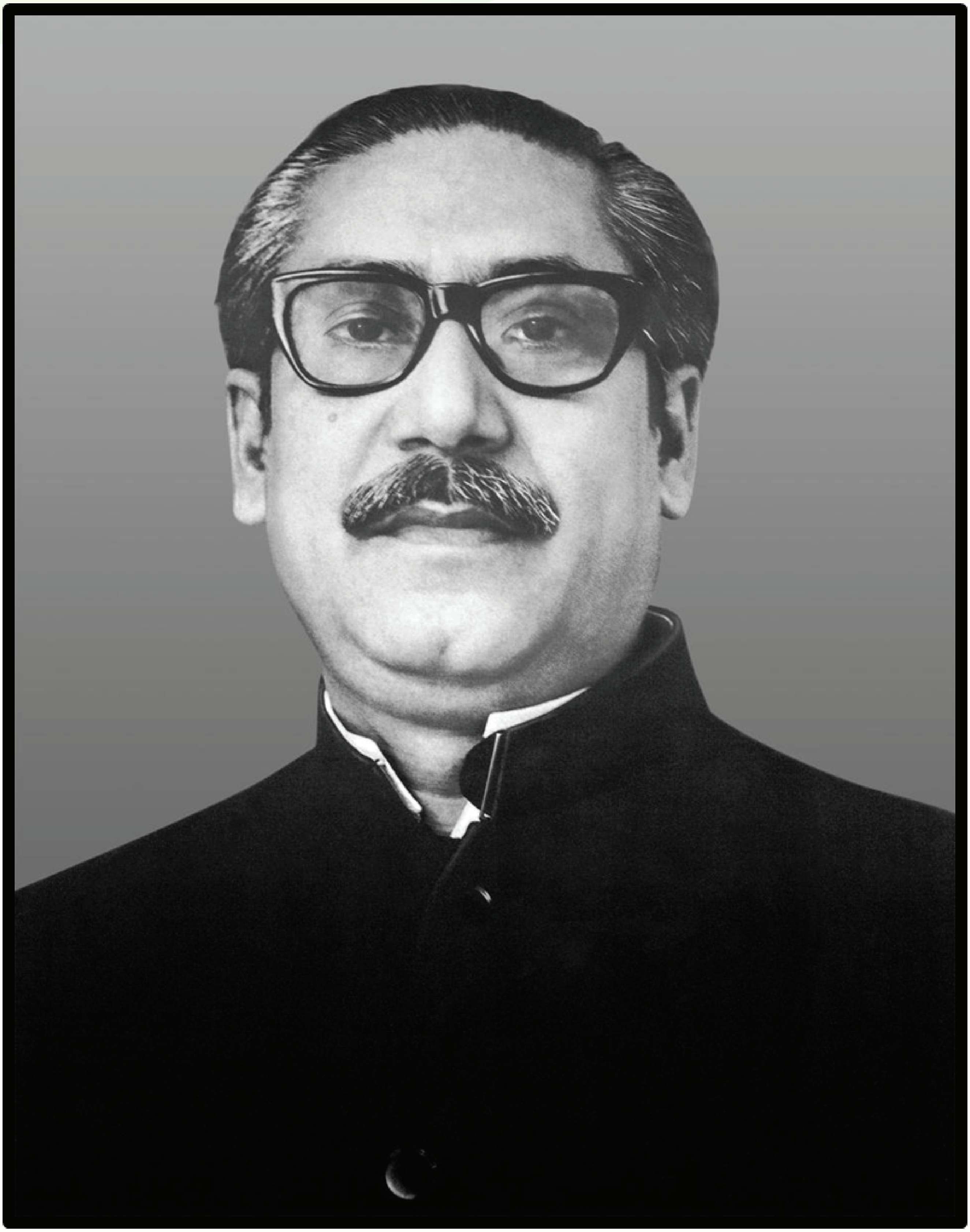

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৫ বৈশাখ ১৪২৬
২৮ এপ্রিল ২০১৯

বাণী

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চতুর্থবারের মতো ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য “নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ” সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। বঙ্গবন্ধুর এ সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কলকারখানাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। শিল্প-কারখানা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরও সম্প্রসারণে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতসহ উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমি শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাখ ১৪২৬
২৮ এপ্রিল ২০১৯

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই তাদের জীবনমান ও কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন আবশ্যক। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ"- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে দিবসটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটিয়ে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শ্রমজীবী, বঞ্চিত ও মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত যত্নের সাথে সে সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় গড়ে তোলেন এবং অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে প্রদান করেন।

জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে শোভন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২০১৩ ও ২০১৮ সালে দু'বার বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধনসহ 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করেছে। শ্রমিকদের চিকিৎসায় ও তাঁদের সন্তানের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ কে সামনে রেখে বর্তমান সরকার মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে আমি শিল্প-কারখানার মালিক, বিনিয়োগকারী, ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই। আমরা রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলব-ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশে ৪র্থ বারের মত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও সুস্থ কাজের পরিবেশ তৈরি করতে উৎসাহিত করাই দিবসটি পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজের পরিবেশ এবং কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা রক্ষণাবেক্ষণ; এবং কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখেই প্রতিবছর "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদযাপিত হয়ে আসছে। কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন এমন একটি দিক যা একদিকে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার নিশ্চিতকল্পে কাজ করে, অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে।

বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো শ্রমিক-মালিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে। মধ্য আয়ের দেশে স্বীয় অবস্থান সুসংহত করেছে। এ অগ্রযাত্রা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতায় আরও বেগবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর।

পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আবাসিক/বাণিজ্যিক/কারখানা ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপত্তা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অর্জন করেছে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা। এখন সময় এসেছে সকলের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগত কাজে নিয়োজিতদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার। এটি শুধু সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন দূরুহ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ যেভাবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে সারাবিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে, তেমনি সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে জাতিসংঘের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার। জাতিসংঘের নতুন এ লক্ষ্যমাত্রায় শোভন কর্মপরিবেশ, টেকসই উৎপাদন, টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ায় লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে ২০৩০ সালে মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার রুপকল্প বাস্তবায়নে পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত অনস্বীকার্য।

পরিশেষে, আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এমপি

প্রতিমন্ত্রী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়নে-এর ইতিবাচক প্রভাব বিশেষ গুরুত্ববহ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) -এর সদস্যপদ লাভ করে। এ সময়ে তিনি বিদ্যমান সকল কল-কারখানা জাতীয়করণ করেন এবং বাংলার সকল শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। ফলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯ সালে আইএলও-এর শত বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি আইএলও-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবহেলিত, নিষ্পেষিত ও শ্রমজীবী মানুষের সকল ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বর্তমান সরকার উন্নয়নের অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করেছে। এছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সর্বমহলে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তার প্রায়োগিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯'-এর সাফল্য কামনা করছি।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। মূলত অটোমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এই যুগে সভ্যতার যে পরিবর্তন সাধিত হবে তার প্রভাব পড়বে আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনাসহ সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের উপর। স্বয়ংক্রিয় এই শিল্পধারার সাথে মানিয়ে নিতে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এখনই। সভ্যতা কালের বিবর্তনে আপন গতিতে পরিবর্তিত হবেই। পরিবর্তনের সাথে স্বকিয়তা বজায় রেখে মানিয়ে নেয়াই আধুনিক প্রগতিশীলতা। ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে যেমন নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হবে আবার একই সাথে অদক্ষ, শ্রমবিমূখ, নতুন উদ্ভাবনে অনুপোযোগী শ্রমিক বাজার হারাবে। একমাত্র দক্ষ, পরিশ্রমী, এবং নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম কর্মীরাই পারবে অনাগত প্রযুক্তিযুগের নিয়ন্ত্রক হতে।

স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরে বর্তমানে বিশ্ব, যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রযুক্তিতে অগ্রসর আধুনিক বাংলাদেশকে দেখছে, তার অন্যতম অনুঘটক বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান শিল্পখাত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি পোশাক শিল্পখাত। আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজার পরিসংখ্যানে আমরা এখন বিশ্বের ২য় বৃহত্তম নীট পোশাক রপ্তানীকারক দেশ। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের নীটপণ্য রপ্তানীর পরিমাণ জাতীয় রপ্তানীর ৪১.৪২ শতাংশ যা মূল জিডিপি'র ৫.৫৭ শতাংশ। নিঃসন্দেহে এই অর্জনের মূল দাবীদার আমাদের পোশাক শিল্পখাতের শ্রমিকেরা।

বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মূল শক্তিই হলো তার জনসম্পদ। এই বহুল জনসম্পদকে দক্ষ, কার্যকর মানবসম্পদে পরিণত করাই এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের প্রধান নির্ধারক গার্মেন্টস শিল্প, এবং গার্মেন্টস এর মূল প্রাণ শ্রমিক। তাই বিকেএমইএ সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নীটওয়্যার খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমপ্লায়েন্স সুনিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রেতাগোষ্ঠী কেবল পোশাক ক্রয় করার সময় শুধু পণ্যের মান নয়, একইসাথে পণ্য তৈরীর সাথে জড়িত শ্রম নৈতিকতা, কমপ্লায়েন্স এর মানদণ্ডও বিবেচনায় রাখে।

বিকেএমইএ প্রতিনিয়তই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নীট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে কারখানাগুলোতে অনেক সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনার পরিমাণও অনেকহ্রাস পেয়েছে। ক্রেতা সংগঠন অ্যাকর্ড এর তথ্যানুসারে অধিকাংশ কারখানাতে প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি রেমিডিয়েশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে। কারখানা মালিকপক্ষের পূর্ণ সহযোগীতা এবং সদিচ্ছা ব্যতীত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। সংস্কারকার্যে মালিকপক্ষকে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে, তথাপি তাদের শ্রমবান্ধব নীতি ও দায়িত্বশীল মানবিক দৃষ্টিকোণ এখানে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

বাংলাদেশের অন্যতম সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন অগ্নি নিরাপত্তা, নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস। বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য অনুযায়ী সকলের জন্য সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে হবে এবং অষ্টম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করার পাশাপাশি সকলের জন্য নিরাপদ এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই পরিবেশ ও সমতা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

বিকেএমইএ শ্রমিকদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা উন্নয়ন করলে বহির্বিশ্বে আমাদের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ক্রেতাগোষ্ঠী আমাদের থেকে পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী হবে। কারখানাগুলোতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করলে শ্রমিকরা তাদের সম্পূর্ণ দক্ষতা দিয়ে কাজ করতে পারবে এবং কারখানাগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাড়বে। যার ফলে উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে এবং বিশ্ববাজারে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনালগ্নে দক্ষ, পরিশ্রমী, উদ্ভাবনীক্ষমতা সম্পন্ন শ্রমসম্পদই হতে পারে বাংলাদেশের নীট শিল্পের বিশ্ব প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার একমাত্র হাতিয়ার।

এ কে এম সেলিম ওসমান, এমপি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা- ২০১৩' অনুসারে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করা হচ্ছে। উক্ত দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য হলো "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ"। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মুক্তবাজারভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক বলে আমি বিশ্বাস করি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকার। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিককালে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া রিমিডিয়েশন কোরডিনেশন সেল (আরসিসি) প্রকল্পের আওতায় দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানাসমূহের প্রাথমিক যাচাই (অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবনের নিরাপত্তা) এবং রিমিডিয়েশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম ও শ্রমিকদের পেশা অনুযায়ী যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) দিবসে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক বিধিসমূহ পালনকারী সেরা কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

আমি "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" ২০১৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

উম্মুল হাছনা

মহাপরিদর্শক

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ"- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয়ভাবে ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিবসের প্রাক্কালে আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শ্রমিক কল্যাণ ও সুস্থ শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসিত। সুস্থ শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, মালিক-শ্রমিক সমন্বয় এবং শ্রম অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন হয়ে আসছে যা শ্রম কল্যাণে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণেই মূল তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই দিবসটির লক্ষ্য।

স্বাধীনতার পরপরই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রম কল্যাণে সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন এবং বাংলার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেন। শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা প্রদানে জাতির পিতার দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। শ্রমিকদেরকে একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ প্রদান করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের অনুশীলন করতে হবে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে উৎপানশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নত কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন এখন অন্যতম মাইল ফলক।

বাংলাদেশ সম্প্রতি এলডিসি (LDC) ভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্মক্ষম শ্রমিক, নিরাপদ কর্মস্থল ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে-এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

আমি "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" ২০১৯ এর গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

শিবনাথ রায়

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় সংগত অধিকার। শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা তাদের সার্বিক কল্যাণের সাথে জড়িত। আবার শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহান দিবসে আমি শিল্পের সাথে জড়িত প্রধান দুই স্টেকহোল্ডার মালিক এবং শ্রমিকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ ও শ্রমিক সমাজের আর্থ-সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে আজীবন ব্রতী ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। সে সময় শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন গুলোকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কনভেনশন তথ্য আন্তর্জাতিক শ্রম মানের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে আমাদের জাতীয় সংবিধানে ও শ্রম আইনে। ১৯৭২ সালে শ্রমিকদের মর্যাদা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কলকারখানাকে জাতীয়করণ করে শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

জাতির পিতার আদর্শকে লালন করছে বর্তমান শ্রমিক-বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরী সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে আধুনিক জাতীয় শ্রমনীতি। বাংলাদেশ শ্রম আইনকে ২০১৩ ও ২০১৮ সালে সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরীতে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা অর্জন করেছে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও পরিবার কল্যাণে শ্রম অধিদপ্তরের ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কাজ করছে। এ দপ্তরের নিজস্ব জায়গায় নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় শ্রম অধিদপ্তরের আওতায় পেশাগত ব্যাধি ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিকদের জন্য অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। রাজশাহীতে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের জায়গায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মিত হচ্ছে। সরকারের এসব কার্যক্রম নিশ্চিতভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান সরকার উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উন্নয়নের এ অভিযাত্রায় সকলের সম্মিলিত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

শ্রমিক-মালিক-সরকার এ তিন পক্ষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও প্রচেষ্টায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়ে তুলবো-এ হোক "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" এর অঙ্গীকার।

এ. কে. এম. মিজানুর রহমান

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি। এ স্বপ্ন পূরণ করতে হলে সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ কর্মজীবী সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা একটি অন্যতম শর্ত। দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল মহলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপদ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। শুধু সরকারি উদ্যোগে সকলের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগত কাজে নিয়োজিতদের জন্য শতভাগ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাটা দুরূহ। সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পোশাক শিল্প খাতসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগে বছরব্যাপী পরিদর্শন, গণসংযোগ, মহড়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০১৯ উদযাপনের সকল কার্যক্রম একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক

সভাপতি

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও ২৮ এপ্রিল তারিখে “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস” পালিত হতে যাচ্ছে। এই দিবসটি কেবল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিল্পের অগ্রগতি। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সুস্থ শ্রমিকই শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে পারে।

বর্তমান বিশ্ববাজারে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের গুণগত মানও নিশ্চিত করতে হবে। আর এই জন্য শ্রমিক, মালিকসহ সংশিষ্ট সকলের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অতীব প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রাপ্যতা সকল শ্রমিকের আইনসঙ্গত অধিকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালের ২২ জুন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ সংস্থাটির শ্রম বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানসমূহ মেনে চলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য।

বর্তমান সরকার দেশের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন এবং নীতিমালার আলোকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। কারখানাসমূহকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোসহ লোকবল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের গ্রীন ফ্যাক্টরিগুলোর (লীড সার্টিফাইড) সিংহভাগই বাংলাদেশে অবস্থিত। নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের পাশাপাশি সরকার, শ্রমিক সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। আমি মনে করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের শিল্পখাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমি দিবসটি উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচীসমূহের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

কামরান টি. রহমান

সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ‘নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯’ পালিত হচ্ছে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সমগ্র পোশাক শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে তারই সুযোগ্য কন্যা, ডিজিটাল বাংলাদেশ এর রূপকার, দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন।

সরকার ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩’ ও ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করেছেন। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে গ্রহণ করেছেন। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন।

পোশাক খাতেও শ্রমিক ভাইবোনদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে অনেক কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে বিজিএমইএ এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেইফটি কমিটি গঠনের বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আগুন নেভানো, কারখানা থেকে নিরাপদে বের হওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিজিএমইএ-তে নির্দিষ্ট সেল রয়েছে। বিজিএমইএ নিজস্ব উদ্যোগে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি হাসপাতাল পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো থেকে গড়ে প্রতি মাসে ১১ হাজার শ্রমিক বিনা খরচে চিকিৎসা নিতে পারেন। ভবিষ্যতে আমাদের শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি আরও বেশি নিশ্চিত করতে হবে।

আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি অগ্রগতি সাধিত হবে। আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

রুবানা হক

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

২৮ এপ্রিল বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস। ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দিবসটি উদযাপন করে আসছে। বাংলাদেশেও আমরা ২০১৬ সালে থেকে ২৮ এপ্রিল বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস যথাযথ মর্যাদার সহিত পালন করে আসছি। শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আর এই অধিকার আদায়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আপোষহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কলকারখানার কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ও কর্মক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমিক লীগ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে সেখানকার পাঁচটি পোশাক কারখানার প্রায় ১১৩৭ জন শ্রমিক নিহত হন, যা পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি শ্রকিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের সোচ্চার করে তোলে।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে। ইতোমধ্যে কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন গতিশীল করা ও শ্রকিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা তদারকি করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রায় ৪০০ দক্ষ পরিদর্শক নিয়োগ প্রধান করা হয়েছে যা শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের জন্য উন্নয়নের মাইল ফলক।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিকতরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯" এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ

Country Director
ILO Country Office
for Bangladesh

Message

This year marks 100 years of the International Labour Organisation's unwavering commitment to improving occupational safety and health (OSH). A historic century, committed to saving and protecting millions of lives and promoting safer and healthier working environments for billions more.

In January 2019, at the beginning of our 100 years celebrations, the ILO Global Commission on the Future of Work called for the recognition of OSH as a fundamental principle and right at work. A human-centered development model and increased productivity happens only when workers feel safe, protected and valued.

When a worker suffers a preventable injury in the workplace, her entire family suffers. The cost of expensive medical treatment, the loss of earnings and the added fear of losing her job have a crippling effect on workers and their families. If such accidents are preventable and foreseeable, we must prevent them.

As the ILO looks back over the past 100 years, we also gaze into the future, to see how we can continue these efforts in the face of rapidly changing technology, climate change and seismic changes in the world of work.

The ILO has built a vast wealth of knowledge and action over the past century and fully appreciates the challenges and opportunities in the future of work.

National Occupational Safety and Health Day or OSH day was first celebrated in Bangladesh in 2016. A moment to celebrate with the Ministry of Labour and Employment, the nation's workers and a multitude of employers' organisations. A moment to commit to OSH.

In 2013, the ILO launched a programme to improve workplace safety and health in the RMG industry in Bangladesh. To date the programme – with support from the Governments of Canada, the Netherlands and the UK – has trained more than 800,000 labour inspectors, workers, trade union members and managers on OSH.

We must now advance workplace safety in all industries. In fact, the ILO is working with the Government to formulate a broader OSH profile and share the lessons learned, best practices and the tools developed for a comprehensive OSH policy in Bangladesh.

The ILO is further supporting the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) to digitise and centralise labour inspection data so that safety assessments and OSH-related complaints of employers and employees can be reported and monitored effectively.
The Labour Inspection Management App or 'LIMA' will be rolled out this year.

As we face the next century our resolve, our knowledge and our experience grows stronger. No one should lose his or her life, or livelihood when simply trying to earn a living.

Occupational health and safety must not be the exception but the norm: for every worker, in every workplace, in every country.

Thank You.

Tuomo Poutiainen

H.E. Benoit Préfontaine
High Commissioner of Canada

H.E. Mr. Harry Verweij
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

H.E. Robert Chatterton Dickson
British High Commissioner

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people

Message from the Donors

April 28, this important date first entered the international calendar as Workers' Memorial Day many years ago to honour the hundreds of thousands of working people killed and injured on the job every year. Over the years, April 28th has evolved to become the World Day for Safety and Health at Work as it is now celebrated in countries across the globe.

Coming just a few days after the sixth Rana Plaza anniversary, it is fitting that on this date we remember those who have lost their lives or been injured in workplace accidents. At the same time, we can also recognize the considerable efforts which have been made to enhance occupational safety in Bangladesh, including the efforts of the Department of Inspections for Factories and Establishments (DIFE) to organize this event, as well as the various safety-related activities taking place in Dhaka and throughout the country.

Shortly after the Rana Plaza collapse, Canada, the Netherlands and the United Kingdom, supported the launch of a major program to improve safety in the RMG sector. Carried out by the International Labour Organization, in collaboration with the government, employers and workers organizations, this initiative has made a considerable contribution to workplace safety in Bangladesh.

Why is this important to our countries which are so far away from the factories of Savar or Gazipur? Because a huge number of garments produced in factories across Bangladesh are sold in shops across Canada, the Netherlands and the UK. In wardrobes across our countries the ‘Made in Bangladesh’ label is ever present.

Our consumers pay close attention to the conditions in which the clothes they buy are made. They identify with those producing these garments, many of whom are women struggling to lift themselves and their families out of poverty. We furthermore have a strong, long-term relationship with Bangladesh and fully support its drive towards social and economic development.

For these reasons, we are happy to support the efforts of Bangladesh as it seeks to create safe workplaces. While we are working closely with the Government of Bangladesh to improve its occupational safety and health regime, we are also urging the buyers and brands from our countries to be more responsible in their sourcing and to support the improvement of working conditions in the Bangladeshi RMG sector.

Everybody has an important role to play. Whether you are a worker, a manager, an owner or a brand. Or if you are employed by the government, a company or a trade union. We encourage all Bangladeshis to work together to create a culture of safety and health.

By doing so Bangladesh can ensure that the men and women who contribute so much to the development of the nation do so in conditions of security and safety. Canada, the United Kingdom and the Netherlands remain trusted partners for Bangladesh in this important endeavor.

Happy National Occupational Safety and Health Day!

সম্পাদকীয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে চতুর্থবারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯। এবারের প্রতিপাদ্য-'নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ'। প্রতিবছর ২৮শে এপ্রিল আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয় "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" যা আমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেয়। শ্রমিক, মালিক ও সরকার সবাই কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হবে এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা।

আমাদের জাতীয় জীবনে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের দেশ গড়তে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ রাখার কোন বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যে উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে তা বেগবান করতে পেশাক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিক ও মালিকগণের মাঝে পেশাক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসের অংশ হিসেবে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে আমরা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনরত গুণীজনের বাণী, নির্দেশনা ও লেখা এ স্মরণিকায় স্থান পেয়েছে যা বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বার্ষিক স্মরণিকা প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও স্মরণিকায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি এবং মুদ্রণজনিত ভুলের জন্য পাঠকবৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হলে কর্মক্ষেত্রে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে এবং টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ড. মোঃ রেজাউল হক
অতিরিক্ত সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১	নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ	ঃ শিবনাথ রায়	০১-০৫
২	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-নিরাপদ নীট শিল্প গঠনে বিকেএমইএ'র উদ্যোগ	ঃ এ কে এম সেলিম ওসমান এম.পি	০৬-১০
৩	শ্রম আইন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	ঃ এ কে এম মিজানুর রহমান	১১-১২
৪	পোশাক শিল্পে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ গঠনে অগ্রগতি	ঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	১৩-১৪
৫	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির যথাযথ অনুশীলন এবং এ বিষয়ে পুরস্কারের গুরুত্ব	ঃ ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ	১৫-১৭
৬	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ঃ অমর চান বণিক	১৮-১৯
৭	Safety and Health at the Heart of the Future of Work	ঃ ILO	২০-২২
৮	Remediation Coordination Cell (RCC) of DIFE in support of OSH	ঃ Md. Aminur Rahman	২৩-৩০
৯	রাসায়নিক শিল্প কলকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বর্তমান বাস্তবতা এবং আমাদের করণীয়	ঃ ড. ইয়াসির আরাফাত	৩১-৩৩
১০	শ্রমিকের নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরীতে কাজ করছে রিহ্যাব	ঃ আলমগীর শামসুল আলামিন	৩৪-৩৫
১১	নিমতলী থেকে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় কেন এ মর্মান্তিক কেমিক্যাল অগ্নি দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি	ঃ ব্রিঃ জেঃ (অবঃ) আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ	৩৬-৩৮
১২	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	ঃ ডাঃ শফিউর রহমান	৩৯-৪০
১৩	নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত	ঃ ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান	৪১-৪২
১৪	শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষাঃ সকল কর্মক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম সময়ের দাবি	ঃ এ.আর. চৌধুরী রিপন	৪৩-৪৫
১৫	নারী নির্মাণ শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	ঃ সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)	৪৬-৫০
১৬	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরপত্তা বিষয়ে শ্রমজীবি মানুষের সক্ষমতা উন্নয়নে দু'দশক ধরে কাজ করছে বিল্‌স	ঃ মোঃ ইউসুফ আল-মামুন	৫১-৫৪
১৭	Thoughts of Ethical Issues in Occupational Safety and Health	ঃ A.K.M Masum Ul Alam	৫৫-৫৭
১৮	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রম আইন এবং সেইফটি কমিটির ভূমিকা	ঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া	৫৮-৬২

সূচি পত্র

	শিরোনাম		লেখক	পৃষ্ঠা নং
১৯	নারী শ্রমিকের প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের গুরুত্ব এবং করণীয়	ঃ	মোঃ মতিউর রহমান	৬৩-৬৪
২০	Towards a National employment Injury Insurance (EII) Scheme For all	ঃ	Noushin Shah	৬৫-৬৬
২১	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মক্ষেত্রে যুব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনের এখনই সময়	ঃ	নইমুল আহসান জুয়েল	৬৭-৬৮
২২	Safe workplace and Sustainability	ঃ	Sikder Mohammad Tawhidul Hasan	৬৯-৬৯
২৩	আধুনিক সভ্যতার উন্নয়নে প্রয়োজন সুস্থ্য শ্রমিক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ	ঃ	মো. আব্দুর রাজ্জাক	৭০-৭০
২৪	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত পোশাক শিল্পের (বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত) ৫টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ		৭১-৭৮
২৫	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত পোশাক শিল্পের (বিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত) ৭টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ		৭৯-৮৮
২৬	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত ৩টি ফার্মাসিউটিক্যালস্ কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ		৮৯-৯৪
২৭	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ৩টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ		৯৫-১০০
২৮	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত চা শিল্পের ৩টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ		১০১-১০৬
২৯	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর জন্য নির্বাচিত জুট শিল্পের ৩টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ		১০৭-১১১
৩০	শতভাগ স্ট্রাকচারাল সংস্কার সম্পন্নকারী পোশাক কারখানাসমূহ	ঃ		১১২-১১২
৩১	বাংলাদেশের গ্রীণ কারখানাসমূহ	ঃ		১১৩-১১৪
৩২	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র	ঃ		১১৫-১২৮

নিরাপদ কর্মপরিবেশ টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

শিবনাথ রায়
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘন্টা ও মজুরী প্রদান ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অধিদপ্তর। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

শ্রম পরিদর্শন

নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শ্রম পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪২,৬৩৯ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৩৩১৪ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২১৫৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সেইফটি কমিটি গঠন

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ সালে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ১৩৪৮ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ৯১৪ টি; মোট ২২৬২ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ' শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬৫৩ টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৫২৫ জন শ্রমিক, গুরুতর আহত ২৭ এবং নিহত ১০২ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৪৬,৪৬,০০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গণশুনানী নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৬৮ দিন গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে ১৫৮০ জন সেবা প্রত্যাশীর ১৩৪৯ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১৪৭৫৯ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ১৭৬০১ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বাবদ ৫,৫০,৯৬,১৮৪ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশত চুরাশি) টাকা রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৮,৭২৬ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ২১,৮৮,৭৬,৯১২ (একুশ কোটি আটাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার নয়শত বারো) টাকা।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৮৯১ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য হেল্পলাইন চালু

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন সেবা চালু করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। সারাদেশের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা বিনা খরচে ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে তাদের কর্মস্থল, মজুরি, শ্রম সংশ্লিষ্ট যেকোন অভিযোগ জানাতে পারবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে নতুন এই হেল্প লাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট

ঈদ উৎসবকালীন পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, ছুটি নিশ্চিত করাসহ যেকোন শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটি কাজ করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটির নির্দেশনায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও চট্টগ্রামের শ্রমঘন এলাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের আওতাধীন আটটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করে। কোর কমিটির সঙ্গে অধিনস্থ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেন। শ্রম খাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শকগণ তা নিরসন করেন। উৎসবের পূর্বে কোনো শ্রমিকের ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ রোধকরণেও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো কাজ করে।

শিশুশ্রম নিরসন

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শাখার মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ইতোমধ্যে রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক কারখানা ও চিংড়ি শিল্প থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য মালিক, শ্রমিক এবং শিশু শ্রমিকদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেক্টরগুলো হলোঃ অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, কাঁচ, ট্যানারি, স্টোন ক্রাশিং, প্লাস্টিক, স্পিনিং, শিপব্রেকিং, তাঁত, সাবান ও সিল্ক।

শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ২১৭ টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৩৯৬ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধি'র লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৭২২ টি।

সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)'র মাধ্যমে কারখানা সংস্কার

ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার গত ১৪ মে ২০১৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-গঠন করে। এরই মধ্যে আরসিসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, জনবল বাড়ানো হয়েছে। কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে শতাধিক প্রকৌশলী নিয়োগ দিয়েছে। বর্তমানে আরসিসির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

শ্রমিক-মালিক এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহী নগরীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ১ নভেম্বর, ২০১৮ আন্তর্জাতিক মানের এ ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শেষ হবে জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে। শ্রমিক দুর্ঘটনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে এটিই প্রথম ইনস্টিটিউট। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম খাতে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি ছোট-বড় অন্যান্য শিল্প খাতও একই সুবিধার আওতায় আসবে। বিশেষকরে রপ্তানীমুখী শিল্পসহ চামড়া ও জাহাজ ভাঙা শিল্পে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। কারণ, ট্যানারি শিল্পে বহু শ্রমিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন। এছাড়া শ্রমিকদের পেশাগত অনেক জটিল রোগ হয়। এসব রোগের চিকিৎসা সাধারণ হাসপাতালে দেওয়া সম্ভব হয়না। অনেক সময় রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও পাওয়া যায়না। এসব রোগ সম্পর্কে গবেষণা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে এ ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণে ২৯ কমিটি

সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সেক্টরের মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন ও দেশের শ্রম পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৯টি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ঘোষিত মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের বিষয় সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেন। কোন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই বা চাকুরী চ্যুতির ঘটনা ঘটলে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করেন। এই কমিটির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মালিকের সাথে আলোচনা করে প্রতিটি কারখানায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন। সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল এই দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, স্মরণিকা প্রকাশ, শিল্পঘন এলাকায় ট্রাক শো, সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের পোস্টারিংসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহযোগিতা করে থাকে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বীকৃতি প্রদান

দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে ১০টি পোশাক কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে পোশাক কারখানাসহ ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ "লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন" (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে।

শতভাগ ই-ফাইলিং

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৪ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচী

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি পোশাক কারখানায় বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও বিশ্বব্যাংকের বেসরকারি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত শাখা আইএফসি কর্তৃক পরিচালিত এই কর্মসূচিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

পরিশেষে বলা যায়, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে মালিক-শ্রমিক উভয়কে সচেষ্ট হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের মাধ্যমে গড়ে উঠবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-নিরাপদ নীট শিল্প গঠনে বিকেএমইএ'র উদ্যোগ

এ.কে.এম. সেলিম ওসমান এমপি
সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার
ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র পরিবর্তিত হয়ে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বর্তমান বাংলাদেশের যাত্রা পথটা মোটেও মসৃণ ছিল না। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মণ্ডলের অনেক নেতিবাচক মন্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে আজ বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে নিজেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি হারের বিচারে উন্নয়নলীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন প্রথম সারিতে। গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ৭ এর ঘরে জিডিপি'র ঊর্ধ্বমুখী অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে এবং একই সাথে আমরা ৮ শতাংশ জিডিপি অর্জনের খুব কাছাকাছি লক্ষ্যে রয়েছি। নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্যের হার কমানো, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে দেশীয় অংশিদারিত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি এ ধরনের অনেক সূচকে বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে। লক্ষ্যণীয় এসব সাফল্য অর্জনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশকে নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত করে অর্থনীতির শক্তিশালী বুনিয়াদ তৈরীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্প।

চিত্রঃ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮

সময়ের সাথে সাথে বহু প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে আজকের মজবুত অবস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা অক্ষুন্ন রেখে বৈশ্বিক পোশাক শিল্প খাতে শীর্ষস্থান অর্জনের লড়াইয়ে আমরা অনেকবার হোচট খেয়েছি। এতদসত্ত্বেও প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে অনেকগুলো বিষয়ের বিবেচনায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অবস্থান রয়েছে। যেমনঃ কারখানাতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরী পেশাগত স্বাস্থ্য নিরপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, উন্নত শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, নারী শ্রমিকের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কোন্নয়ন ইত্যাদি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সফলতার সাথে অর্জনের পরে এখন বাংলাদেশের সামনে নতুন চ্যাজেঞ্জ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি'র পরিসর অনেক বড়। এসডিজির প্রত্যেকটি লক্ষ্যমাত্রা এখানে সমানভাবে গুরুত্ব বহন করে। সরকার এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একমাত্র টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাত- নীট শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকে-এমইএ সবসময়ই সরকারের অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো বহুমাত্রিক উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট। বিকেএমইএ নীট শিল্প মালিকদের একটি অলাভজনক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারখানার শ্রমিক ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কারখানাতে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে বিকেএমইএ তার উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা নং ৩, ৬ এবং ৮ সরাসরি কারখানাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তার সাথে জড়িত।

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের কারখানাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিকেএমইএ, সরকারী প্রতিষ্ঠান ডাইফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), জার্মান সহযোগী সংস্থা জিআইজেড এবং বায়ারদের সংগঠন অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স এর সাথে একই লক্ষ্যে কাজ করছে। তথ্যানুসারে অ্যাকর্ড আওতাভূক্ত অধিকাংশ কারখানাতে প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি রেমিডিয়েশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কারখানা মালিকপক্ষের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহন ব্যতীত এ অভূতপূর্ব অর্জন সম্ভবপর ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারখানাতে সংস্কারকার্যে মালিকপক্ষকে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। কারখানাতে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালিকপক্ষের মানবিক দৃষ্টিকোন এখানে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩, ৬ এবং ৮ এর আলোকে বিকেএমইএ কার্যক্রমসমূহঃ এসেন্সিয়ালস অব অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ (ইওএসএইচ):

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে প্রায় দুই কোটি লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। এই বিপুল শ্রমশক্তির পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা ইতোমধ্যে আইএলও'র সহযোগিতায় "Improving The Working Condition In RMG Sector" প্রোগাম এর আওতায় Essentials of Occupational Safety amd Health (EOSH) প্রকল্পটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছি। বিকেএমইএ কারখানা পর্যায়ে ৩৫৩৮ জন মিড-লেভেল কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে OSH Expert হিসেবে তৈরী করেছে। যারা স্ব স্ব কারখানার শ্রমিকদের পরবর্তী পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপত্তা সচেতনতা, অগ্নি নিরাপত্তা, পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইয়েপমেন্ট ব্যবহার, আরগোনোমিক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ পর্যন্ত ৩,৫০,০০০ জনের বেশি শ্রমিক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বিকেএমইএ'র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল কারখানাতে অকুপোশনাল সেইফটি এ্যন্ড হেলথ বিষয়ক সচেতনতাকে একটি অভ্যাসে পরিণত করতে, যা বাস্তবায়নে আমরা শতভাগ সফলতা অর্জন করেছি। প্রতিদিন এই শিল্পে নতুন কর্মী নিয়োগ হচ্ছে, যাদেরকে নিয়োগের সাথে সাথেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এই সেবা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার জন্য বিকেএমইএ একটি অকুপেশনাল সেইফটি এ্যান্ড হেলথ ইউনিট (OSH Unit) গঠন করেছে। উক্ত ইউনিটটি থেকে নীট শিল্পকারখানা গুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা, যেমন-সেইফটি কমিটির সদস্যদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, ঝুঁকি নিরুপন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ফ্যামিলি প্লানিং কমোডিটিজ সাপ্লাই ইন অরএমজি সেক্টর:

চিত্রঃ ফ্যামিলি প্লানিং কমোডিটিজ সাপ্লাই ইন আরএমজি সেক্টর প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর চুক্তি অনুষ্ঠান

শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফ্যামিলি প্লানিং কমোডিটিস সাপ্লাই ইন আরএমজি সেক্টর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ নারী শ্রমিক। কর্মজীবি এসব বিবাহিত নারী শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুবিধা যেমনঃ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মেনুস্ট্রেয়েশন সম্পর্কিত সমস্যা গুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের নিত্যদিনের ব্যস্ততায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মজীবী শ্রমিকেরা উল্লিখিত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। সুবিধা বঞ্চিত এ বিশাল শ্রমগোষ্ঠী যেন তার কারখানা থেকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ প্রকল্পটি পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ফ্যামিলি প্লানিং কমোডিটিজ সাপ্লাই ইন আরএমজি সেক্টর প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং মেরী স্টোপস এর সার্বিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কারখানায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স, এবং হেল্‌থ স্টাফদেরকে বিভিন্ন ধরণের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য এবং এগুলোর ব্যবহার, মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও কারখানার বিবাহিত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শপত্র ও উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। তিনটি অঞ্চলে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

অঞ্চল	প্রশিক্ষণ সংখ্যা
ঢাকা	১৪
নারায়ণগঞ্জ	৩৮
চট্টগ্রাম	২৬

সারণিঃ ফ্যামিলি প্লানিং কমোডিটিজ সাপ্লাই ইন আরএমজি সেক্টর প্রকল্প-প্রশিক্ষণ বিবরণ

নিউট্রেশন অব ওয়ার্কিং উইমেনঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। শুধুমাত্র নীট শিল্পেই কর্মরত রয়েছে ২.১ মিলিয়ন শ্রমিক, যার মধ্যে ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক। এসব নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত এবং অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য পরিচর্চার অভাবে মধ্য-বয়সের পরেই এসব নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। দেখা যায় যে, অনেক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ নারী শ্রমিকই ৩০ বছরের পর আর নিয়মিত কাজ করতে পারছে না। এছাড়াও কিছু নারী শ্রমিক সন্তান জন্মদানের পর কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদান করতে পারে না। তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত বেশিরভাগ মহিলা শ্রমিকেরই শারীরিক গঠন কৃশকায় এবং কম উচ্চতাসম্পন্ন। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০১৪ এর তথ্যানুসারে, ৪২.৪ শতাংশ এর বেশি প্রজননক্ষম মহিলা রক্তস্বল্পতাজনিত রোগে ভুগছে। ১৫-৪৫ বছর বয়সি ২৪ শতাংশ মহিলা কম ওজন সম্পন্ন। ফলশ্রুতিতে তারা অল্প শারীরিক শ্রমেই ক্লান্ত হয়ে যায়।

নীট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিকেএমইএ সর্বদাই সচেতন। এ লক্ষ্যেই বিকেএমইএ, নিউট্রেশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় নিউট্রেশন অব ওয়ার্কিং উইমেন প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানাতে কর্মরত শ্রমিকদের পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য গ্রহণ সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণ এবং রক্তস্বল্পতা, কম ওজন, পুষ্টিহীনতা, শারিরীক দূর্বলতা নিরসনে আয়রন ফলিক সাপ্লিমেন্ট প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলভুক্ত কারখানা গুলোতে প্রকল্পটি শুরু হবে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কারখানাগুলোও এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

চিত্রঃ নিউট্রেশন অব ওয়ার্কিং উইমেন প্রকল্প মিটিং

ল্যাকটেটিং মাদার এ্যান্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট প্রকল্পঃ

প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদ থেকে উঠে আসা পোশাক কারখানা শ্রমিকেরা সাধারণতই স্বল্প শিক্ষিত। ফলস্বরূপ নিজেদের সুস্থতা সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের অপর্যাপ্ত । একজন গর্ভবতী মহিলা শ্রমিক কিভাবে তার নিজের এবং অনাগত সন্তানের যত্ন নেবে সে বিষয়ে তারা খুব বেশি সচেতন নয়। গর্ভবতী হওয়া কোন অসুস্থতা নয় বরং একটি প্রক্রিয়া। এই সময়ে একজন মহিলা শ্রমিক একটু সচেতন এবং স্বাবলম্বী হলে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারে।

একজন কর্মজীবী মা সাধারণত সন্তানকে খুব বেশি সময় দিতে পারে না। একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নিশ্চিত করতে একজন মায়ের শিশুবিকাশ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগুলো জানা খুবই প্রয়োজন। আর সন্তান সুস্থ থাকলে শ্রমিক মা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে, যা কর্মক্ষেত্রে তার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে কর্মজীবী মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার প্রকল্পটি গত সাত বছর যাবত সফলভাবে চলছে। এ পর্যন্ত বিকেএমইএ'র সদস্য ভুক্ত নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৮৫টি কারখানার ৪৫২৯৬ (পয়তাল্লিশ হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই) জন মহিলা শ্রমিক এই কর্মসূচীর আওতায় সুবিধাটি গ্রহণ করেছে। বিকেএমইএ তার সদস্য কারখানাগুলোতে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসেবে সরকারের সাথে কাজ করছে।

এছাড়াও শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সূচনা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গর্ভ হতে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বিকাশ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ক্রমিক নং	পর্ব	ব্যাপ্তি কাল	উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট টাকা
	LMP-1	২০১১-১৩	৬১৯৮	৫২০৬৩২০০
	LMP-2	২০১২-১৪	৪৫০০	৩৭৮০০০০০
	LMP-3	২০১৩-১৫	৬১৯৮	৫২০৬৩২০০
	LMP-4	২০১৪-১৪	৫৫০০	৬৬০০০০০০
	LMP-5	২০১৪-১৬	৮৫০০	১০২০০০০০০
	LMP-6	২০১৫-২০১৭	৫৯০০	৭০৮০০০০০
	LMP-7	২০১৬-১৮	৮৫০০	১০২০০০০০০
সর্বমোট				৪৮২৭২৮৪০০

সারণিঃ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল প্রকল্পের উপকারভোগীদের ভাতা প্রদানের হিসাব

বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নীট শিল্পের বাজারকে স্থিতিশীল রাখা এবং বৈশ্বিক পরিবেশের আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখার জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্য কারখানাগুলোতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়মূলক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে করে আসছে। উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন, কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক উন্নয়ন শুধু এই শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্যই নয় বরং গোটা অর্থনীতির স্বার্থেই জরুরী। বিকেএমইএ নীট শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে, তার নীতিগত দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। বিকেএমইএ নিয়মিত তার বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মালিকপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বিনিয়োগ। যার ফলে শ্রমিকদের কাজে অনুপুস্থিতির হার কমে, মাইগ্রেশন কমে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে, উৎপাদনশীলতা বাড়ে, ক্রেতার আস্থা বাড়ে। মালিক এবং শ্রমিক উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাকে আমরা জিরো টলারেন্স হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের নীট সেক্টরের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

শ্রম আইন এবং 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা'

এ. কে.এম. মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল রাষ্ট্রীয়ভাবে **'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস'** পালন করা হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে দেশের শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দেশের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল থাকলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাবে দেশ। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দুরদর্শী চিন্তা -ভাবনা ও নির্দেশনায় দেশের সার্বিক উন্নয়নের অভিযাত্রায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ"।

ঢাকা নিকটবর্তী নিশ্চিন্তপুর এলাকায় অবস্থিত তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকের মৃত্যু, ঠিক পরের বছর রানা প্লাজা ট্রাজেডি ইত্যাদি ঘটনা দেশের প্রচলিত আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন করে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে শ্রম আইনকে যুগোপযোগী করা হয়। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক তাই শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব, অংশীজনদের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে ২০১৩ সনে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্মপরিবেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু, জখম হওয়া বা রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং সে সঙ্গে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও বৈশিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা প্রতিটি কর্ম-কক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখা, ধুলা-বালি ও ধোঁয়া যা কর্মরত শ্রমিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির বা অস্বস্তিকর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে-এর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট কোন বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, কোন কর্ম-কক্ষে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি হয় এ প্রকার অতিরিক্ত ভীড় না করা, কর্মরত সকল শ্রমিকের পান করার জন্য সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা, কর্মরত শ্রমিকগণ কাজের সময় যাতে সহজে ব্যবহার করতে পারেন এরূপ সুবিধাজনক স্থানে পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা কর যেখানে যথেষ্ট আলো, বাতাস এবং সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা করা। প্রত্রেক প্রতিষ্ঠানে মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য আশু বিপজ্জনক এমন ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপদ ব্যবস্থা করা, অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্ততঃ একটি বিকল্প সিঁড়িসহ বহির্গমনের উপায় এবং প্রত্যেক তলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখা ও এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কোন শ্রমিকের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন ভারী জিনিস উত্তোলন/বহন/নাড়াচাড়া করতে না দেয়া, অতিরিক্ত আলো বা উত্তাপের কারণে চোখের ক্ষতির আশংকা রয়েছে এমন প্রত্যেক শ্রমিকের চোখের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপযুক্ত চশমা বা চোখাবরণের ব্যবস্থা করা, বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস/ধূলা ইত্যাদি বিস্ফোরণের বিস্তার বা প্রভাব রোধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করা, শ্রম আইনের আওতাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মপরিচালনায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সাংঘতিক শারীরিক জখম, বিষাক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা।

শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদানে শ্রম আইনের প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি যথাযথ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় পেশাগত রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিকদের উন্নত চিকিৎসার জন্য পিপিপি'র আওতায় ৩০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প, 'দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণে রাঙামাটির ঘাগরায় বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প, নারী শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা ও তাদের নিরাপত্তায় নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ এবং ৫ শয্যার হাসপাতাল সবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, দেশের বিভিন্ন শ্রমঘন অঞ্চলে অবস্থিত একাধিক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য রাজশাহীতে OSH Institute নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোন শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্থ ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতন করে তোলার কাজ সহজতর করবে। এক্ষেত্রে, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' নামক এ্যাপসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান একটি নতুন সংযোজন।

বর্তমান উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের যুগে দেশের শ্রমমানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার কোন বিকল্প নেই। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে তথা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের কর্মক্ষম শ্রমিক, শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল ও উন্নত পরিবেশ গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করছে। শ্রম আইনের আলোকে দেশের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোক এবারের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৯-এর মূল অঙ্গীকার।

পোশাক শিল্পে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ গঠনে অগ্রগতি

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রাক্তন সভাপতি, বিজিএমইএ

বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২৮ এপ্রিল-২০১৯ তারিখে জাতীয়ভাবে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ"। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনে যে কয়েকটি শিল্প সেক্টরের অবদান রয়েছে তারমধ্যে পোশাক শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এ শিল্প ১৯৮০'র দশকে যাত্রা শুরু করে আজ বার্ষিক ৩০.৬১ বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এ শিল্পে ৪৪ লক্ষ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। মোট রপ্তানী আয়ের ৮৩% এই খাত থেকে অর্জিত হয়। বিশ্ব বাজারে ২য় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে পরচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ৮০% ভাগই হচ্ছে সমাজের অবহেলিত দরিদ্র নারী শ্রমিক, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতা অনুল্লেখযোগ্য। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে উৎপাদনী ধারায় সংযুক্ত হয়ে তারা আজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মূল চেহারাটি বদলে দিয়েছে। পোশাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী এদেরকে দক্ষ সম্পদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

এ শিল্পকে বিগত ৩৭ বৎসরের যাত্রা পথে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শিল্পের যাত্রা পথে অনেক ঝড় ঝাপটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের পোশাক শিল্পের সাহসী উদ্যোক্তাগণ অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলছে। বিগত ৫ বৎসর কারখানা সংস্কার ও শিল্পের সামর্থ বৃদ্ধিতে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে সংস্কার কার্যক্রম প্রায় শেষের পথে এবং আশা করি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ কাজ সমাপ্ত হবে।

বর্তমান সরকার শিল্প ও শ্রমবান্ধব সরকার। সাম্প্রতিককালে সরকার মালিক শ্রমিক সমপর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো শ্রমিক, কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরী বিগত দশ বৎসর ৩৮১% মজুরী বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন ৮০০০/- টাকা করা হয়েছে। শ্রম আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে। বর্তমানে মাত্র আরএমজি সেক্টরে ৭৬৭টি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান এবং একই সাথে প্রায় ৪৫টি শ্রমিক ফেডারেশন, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রেশন পেয়েছে। 'কেন্দ্রীয় তহবিল' থেকে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা ও শিক্ষা সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।

সরকারী পর্যায়ে শ্রমিকদের বিষয়টি বিবেচনায় এনে শ্রম পরিদপ্তর ও কারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তরকে 'অধিদপ্তরে' উন্নীত করা হয়েছে। বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি ও শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বিজিএমইএ তার নিজস্ব তহবিল থেকেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রম শাখা, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেল, ফায়ার সেফটি সেল, প্রকৌশলী সেল, ইন্স্যুরেন্স সেল, চিকিৎসা সেলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ করে উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিজিএমইএ শ্রম আইন, ফায়ার সেফটি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম অবস্থিত হাসপাতালের মাধ্যমে শ্রমিক এবং তার পরিবারকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত করেছে। যক্ষাক্রান্ত রোগীকে বিশেষ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৫টি স্কুলের মাধ্যমে শ্রমিকদের সন্তানদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করে পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন 'কন্সিলেশন কাম আরবিট্রেশন, কমিটির মাধ্যমে ৪৪,৪৯০ জন শ্রমিক কর্মচারীর উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে তাদের মাঝে ২১,৭১,৮৯,৮৪৭/- টাকা এবং সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ১৫৩টি কারখানার ৫৯,৬২১ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৯৩,৫২,৩০,৩৩১/- টাকা পরিশোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন সুশৃঙ্খল শ্রমিক হিসেবে সারা বিশ্বে আমাদের শ্রমিক ভাই-বোন্দের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়ে শ্রমিকদের এ সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে শিল্পকে ক্ষতিগস্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। যা কোন ক্রমেই কাম্য নয়। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি শ্রমিক ভাই বোনেরা এ ব্যাপারে সজাগ থেকে শিল্পের বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূত যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবে।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ গড়ে তুলে টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আশাকরি এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সকলেই উন্নয়নের যাত্রা পথে শরিক হবেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির যথাযথ অনুশীলন এবং এ বিষয়ে পুরস্কারের গুরুত্ব

ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর

মুক্তবাজারভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পরিবেশ বান্ধব ও গুণগত মানের টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। কাজেই সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ে কর্মস্থলের নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক এবং তা সকল পক্ষের জন্যই কল্যাণকর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি বিষয়টি তদারকিতে সরকার বদ্ধপরিকর। নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, অনুচ্ছেদ ১৪ এবং অনুচ্ছেদ ২০ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭, ১৬১, প্রোটোকল ১৫৫ এবং সুপারিশমালা ১৬৪ ও ১৯৭ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত অভিবাসী শ্রমিক কনভেনশন ১৯০, সম্প্রতি ঘোষিত আইএলও কনভেনশন ১৯৮ এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাও অন্যতম দলিল।

বাংলাদেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য মর্মে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ইতোমধ্যে উন্নীত হয়েছে এবং শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা সূচিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় শিল্প কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কর্মস্থলে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য স্ব স্ব কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা এখনো গৃহীত হয়নি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কারখানা নয় বরং বিভিন্ন অংশীজনের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াসও প্রয়োজন। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রমের ফলে সুবিধাভোগী হবে মূলত মালিক এবং শ্রমিক উভয়ই। শ্রমিকের শ্রমের ওপর মালিকের ব্যবসা নির্ভরশীল। অন্যদিকে মালিকের ব্যবসায়ের সঙ্গে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। তাই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে মালিকের তরফ থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কিছু আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হলেও পরিশেষে মালিকপক্ষ তথা দেশ এ কার্যক্রমের ফলে লাভবান হবে। আমাদের ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের (SDG) সাথেও এটি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এ্যাওয়ার্ড এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ পুরস্কার প্রথা চলমান ও সকল খাতে বাস্তবায়িত হলে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত হবে এবং শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম ও শ্রমিকদের পেশা অনুযায়ী যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

২০১৬ সন হতে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তথা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) দিবস পালিত হয়। OSH দিবসে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার" প্রদান করার জন্য একটি গঠনমূলক উদ্যোগ ২০১৮ সন থেকে নেয়া হয়েছে। এ ধরনের পুরস্কার প্রচলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব রেখেছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান এবং বিজয়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা তথা উত্তম চর্চাগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রসারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। এ ধরনের পুরস্কার কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে এবং একই সাথে তাদের গ্রাহক, সরবরাহকারী, অংশীজন এবং সমাজের সকল স্তরে আস্থা ও স্বীকৃতি লাভ করতে সাহায্য করবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে কতিপয় সুপারিশঃ

(ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়।

(খ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ এর আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের খাত ভিত্তিক আদর্শ মান (Standard), নির্দেশিকা প্রণয়ন, কোড ও অনুশীলনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং সময়ে সময়ে তা যুগোপযোগি করা যায়।

(গ) বিশেষ ধরনের উত্তম চর্চা যেমন, নারী প্রজনন স্বাস্থ্য, ডে-কেয়ার সেন্টার, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য সেবা, কর্মস্থলে দুর্যোগ মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পানা প্রণয়ন এবং সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ দান, নিয়মিত অনুশীলন এর ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি বিশেষ কাজের জন্যও বিশেষ স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

(ঘ) FDA, LEED এবং ISO সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও কারখানা সমূহের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কাজ, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম এবং কর্পোরেট সোসাল রিপোর্টিং বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ পুরস্কারের আওতায় আনয়ন করা যায়।

(ঙ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে কারখানা/প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সরকারী আইন কানুন-বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনে সরকার, গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে কৌশলভিত্তিক নলেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করার জন্য পুরস্কৃত করা যায়।

(চ) দেশীয় সংস্কৃতি, আইন ও বিধি সমূহের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত মানদণ্ডকে বিবেচনায় রেখে পুরস্কার প্রদানের জন্য মূল্যায়ণ পদ্ধতির প্রচলন করা যায়।

(ছ) প্রত্যেক বছরের জন্য উৎপাদন ও সেবাখাতের জন্য পুরস্কারের খাতভিত্তিক ক্যাটাগরি নির্দিষ্ট করে বছরের শুরুতে তা ওয়েব সাইটে প্রচার করা। যেমন, ২০১৯ সনে ক্যানাডা খাতভিত্তিক ১০টি ক্যাটাগরিতে এবং ৪টি বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে পুরস্কার দিচ্ছে। সিংগাপুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০১৮ সনে ১৯১ টি প্রতিষ্ঠান ও কারখানা কে পুরস্কার প্রদান করেছে। ইন্দোনেশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ভারত অর্থ্যাৎ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ের পুরস্কারের প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে বিধায় তা অনুসরণ করা যায়।

(জ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রচার-প্রসার, উদ্বুদ্ধকরণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মিডিয়াকে পুরস্কার দেয়া যায়।

(ঝ) যে সকল প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির উত্তম চর্চার জন্য পুরস্কার পেয়ে থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় উত্তম চর্চা সমূহকে ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রচার করে পুরস্কারের মর্মার্থ তুলে ধরা যায় এবং পর্যায়ক্রমে খাতভিত্তিক পুরস্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

(ঞ) Accident Prevention, Fire Safety, Chemical Safety, Ergonomics ইত্যাদি বিশেষ সেইফটি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রমের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ ও প্রতিবন্ধী বান্ধব কর্মক্ষেত্র ও কর্ম পরিবেশ তৈরীর জন্যও বিশেষ পুরস্কার দেয়া যায়।

(ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আবেদনের ছক, মূল্যায়ন ছক (Check List), মূল্যায়নের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য বছরের শুরুতেই আবেদনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া।

পুরস্কার বা সম্মাননার আভিধানিক অর্থ ও গুরুত্ব পুরস্কার দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অনুধাবনের দাবী রাখে। পুরস্কার দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের নিকট পুরস্কার ও সম্মাননার যেমন ইতবাচক দিক আছে তেমনি নেতিবাচক দিকও আছে। আমরা কোন না কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কারণে বা অকারণে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করি। অকারণে পুরস্কৃত করা হলে নেতিবাচক দিকটি ধরা পড়ে। আর কারণ সংবলিত পুরস্কারের পেছনে থাকে মূল্যায়ন, যৌক্তিকতা, উৎসাহ দান, প্রণোদনা, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি আস্থার জায়গা তৈরীসহ ভাল কাজের সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার ৪(ক) অনুচ্ছেদের ক্রমিক ২৩ ও ২৪-এ উত্তম অনুশীলন/অনুসরণ ও চর্চার জন্য পুরস্কার ও আর্থিক সহযোগিতার উল্লেখ রয়েছে। নীতিমালার উক্তরূপ দায়িত্ব পালন ও বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক পুরস্কার ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত হবে এবং ভাল কাজের অনুশীলন দ্বারা আমাদের শিল্প ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে- এ প্রত্যাশাই হোক আমাদের সকলের।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অমর চান বণিক
(যুগ্ম সচিব)
পরিচালক, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল আন্তর্জাতিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার-২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং আইএলও এর অনুসরণে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করার নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। অতঃপর ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশে এ দিবসটি প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর চতুর্থবারের মতো "নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে এ দিবসটি প্রতিপালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ সম্পর্কে মালিক, শ্রমিক ও আমজনতার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। জাতির পিতার নীতি, আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনকে সামনে রেখে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নানামুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক সকল পক্ষের সমন্বয় ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সর্বমহলে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসের সাফল্যের মধ্যেই "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালনের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যার মাধ্যমে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক তথা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

শিল্পায়নের এ যুগে কর্মস্থলে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্কটি আষ্টেপিষ্টে বাঁধা রয়েছে। একারণেই শিল্প কলকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কর্মস্থল যত নিরাপদ হবে উৎপাদন তত বেশী হবে। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এক কথায় বলা যায় Satety First অর্থাৎ কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে। একটি দেশের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সার্বিকভাবে ঐ দেশের কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মস্থলে সুরক্ষার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। সে কারণে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে কর্মস্থলে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সরকার, মালিক, শ্রমিক সংগঠন, আইএলওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি ও ক্রেতা সংগঠনের সহযোগিতায় ও সমন্বয়ে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানোর প্রত্যয় নিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বেশ কিছু সেক্টরে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সেক্টরে ২০১৩ সালে উপর্যুপরি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের প্রাণহানি হয়। ঘটে যাওয়া এইসব দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সরকার শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। শ্রমিকদের সুস্থ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যুগোপযোগী করে ২০১৩ ও ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে বেশ কিছু সংশোধনী আনয়ন করেছে। ২০১৩ সালের নভেম্বরে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির গুরুত্ব, স্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে সরকার "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা" প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালায় অধিক্ষেত্র নির্বাচন করে নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ, স্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, মালিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগ কর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ নীতিমালা গ্রহণ করার পাশাপাশি সরকার শ্রম আইনের ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্টীকরণে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করে। সরকারের উদ্যোগে প্রায় চার যুগের পুরাতন শ্রম আইন তদারককারী সংস্থা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে মাত্র নয় মাসের মধ্যে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর জনবল প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করে ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে এ অধিদপ্তরে প্রশাসন ক্যাডারের সিনিয়র কর্মকর্তাগণকে পদায়ন করে ও নিয়োগকৃত পরিদর্শকগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরে উন্নীত করার পর সংস্থা প্রধানের পদমর্যাদায় পরিবর্তন আনয়নসহ, ৫৭৫ জন নতুন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রীকে প্রধান করে "জাতীয় সেইফটি কাউন্সিল" গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল (OSH Profile) চূড়ান্তকরা হয়েছে। যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে একটি সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ সরকার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অংশীজনের সহযোগিতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক কানাডা, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের অর্থসহায়তায় "ইম্প্রুভিং ওয়ার্কিং কন্ডিশন ইন দ্যা আরএমজি সেক্টর ইং বাংলাদেশ (২য় পর্যায়ে)" নামে প্রকল্প চলমান রয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষে সরকার বর্তমানে ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে যা ২০২১ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, কলকারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে আমাদেরকে অবশ্যই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি চালু করতে হবে এবং তা নিয়মিত চর্চা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন মালিকের সদিচ্ছা, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাগুলোর সার্বিক সহযোগিতা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি প্রচলনের মাধ্যমেই আমরা কলকারখানা গুলোতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

SAFETY AND HEALTH AT THE HEART OF THE FUTURE OF WORK

International Labour Organization

1919-2019

Building on 100 years of experience

INTRODUCTION

Every year 2.78 million workers die from occupational accidents and work-related diseases (of which 2.4 million are disease-related) and an additional 374 million workers suffer from non-fatal occupational accidents.

Aside from the economic cost, there is an intangible cost, not fully recognized in these figures, of the immeasurable human suffering caused by poor occupational safety and health (OSH) conditions. This is tragic and regrettable because, as research and practice over the past century has repeatedly demonstrated, this suffering is largely preventable.

Psychosocial risks, work-related stress and non-communicable diseases are of growing concern for many workers in all parts of the world. At the same time, many workers remain challenged by persistent work-related safety and health risks and it is important not to overlook these populations as the world of work continues to transform.

When we look to the future of safety and health at work, we are also called to take stock of the developments of the past century. The ILO was founded on the concept of safe and healthy work, and OSH was embedded in the rationale for its creation. While its response to OSH challenges has changed over time, the adoption and promotion of OSH-related instruments has continued to occupy a central place in the activities of the ILO. Currently, along with the major ILO Declarations, there are more than 40 instruments specifically dealing with OSH.

Another prominent feature of the ILO's work has been the development of ILO Codes of Practice, providing OSH guidance in various economic sectors and on specific hazards; as well as the production of ILO guidelines on OSH management systems, and on workers' health surveillance. The move to creating a culture of prevention has resulted in numerous technical publications as well as OSH training packages designed to further protect and promote the health and safety of workers around the world.

WHAT DOES THE PRESENT AND THE FUTURE OF WORK HOLD FOR OSH?

1. TECHNOLOGY

Rapidly advancing technologies affect almost every aspect in the world of work. Digitalization, robotics, and the use of nanotechnology, among others, have revolutionized the workplace but have simultaneously raised serious OSH concerns. For example, increased digitalization has provided the opportunity of real-time monitoring of workers to reduce hazardous exposures, but has simultaneously reduced privacy through the collection and recording of sensitive personal information.

2. DEMOGRAPHICS

The global workforce is in constant flux. In certain regions, youth populations are expanding, while in others, populations are ageing. Gender gaps in the labour market persist in both developed and developing countries, and women are more likely to work in non-standard work arrangements and in home-based platform work. While home-based work can remove female workers from hazardous workplaces, the lack of OSH oversight in non-formal settings can cause its own unique challenges. In the case of sedentary and repetitive work, women are increasingly affected by musculoskeletal disorders (MSDs), and face a higher risk of developing MSDs when compared to men performing the same tasks.

3. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Human induced climate change is a major driver transforming the world of work. Air pollution from coal mining, for example, directly impacts the health of miners, but also indirectly affects workers' health in other industries around them, as well as the general public. While the increase of green jobs and industries will promote low-carbon societies and may reduce hazardous work in traditional sectors such as mining, green jobs may also give rise to emerging and unknown risks, such as exposure to chemicals in the recycling sector.

4. CHANGES IN WORK ORGANIZATION

Human induced climate change is a major driver transforming the world of work. Air pollution from coal mining, for example, directly impacts the health of miners, but also indirectly affects workers' health in other industries around them, as well as the general public. While the increase of green jobs and industries will promote low-carbon societies and may reduce hazardous work in traditional sectors such as mining, green jobs may also give rise to emerging and unknown risks, such as exposure to chemicals in the recycling sector.

HOW IS THE FIELD OF OSH EFFECTIVELY RISING TO THESE TRANSFORMATIONAL CHALLENGES & OPPORTUNITIES?

ANTICIPATION OF NEW OSH RISKS

With new technologies, shifting demographics, climate change and different patterns of employment and work organization shaping the world of work, it has and will become more important than ever to anticipate new and emerging work-related safety and health risks. Anticipating risks is a crucial first step to effectively managing them and to building a preventative OSH culture in an ever-changing world. Practices to do this include forecasting, technology assessments and future studies, which enable the identification of potential work-related safety and health risks and the development of effective preventative actions.

MULTIDISIPLINARITY IN MANAGING OSH

An interdisciplinary approach to OSH could aim to bring together such disciplines as: law (public policy and employment law); work design (engineering, ergonomic, software, and automation); tools (technology, health tech, and sensors); the environment; physical and social impacts (public health, nutrition, physical activity, and demographics); human nature (psychology sociology and economics); medicine and neuroscience; and work organization, in addition to design and human resources.

BUILDING COMPETENCE ON OSH

There is a growing need to mainstream OSH into the core of general education for everyone before they enter the world of work, and continuing throughout their working lives. Integrating OSH into general education and into vocational training programs can help build safer and healthier future generations of workers. Promoting lifelong learning on OSH can help workers and employers learn about, and adapt to, emerging as well as persistent OSH risks, thus improving safety and health throughout the work-life continuum.

WIDENING THE HORIZON – THE LINK TO PUBLIC HEALTH

OSH does not end at work. The effects and outcomes of OSH have a clear spill over on people's health and well- being in general, and on that of society as a whole. If work is recognized as a social determinant of health, then there is a need for greater attention to the connections between OSH and public health, in health promotion, prevention and management of emerging psychosocial risks, mental health disorders and non-communicable diseases.

INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS AND OTHER INSTRUMENTS ON OSH

In an evolving world of work, the ILO's OSH instruments remain extremely valid and relevant. Not only are conventions and recommendations reviewed to ensure they are robust and responsive to changing demands, they are drafted in such a way as to be resilient to the changing OSH challenges. The latest OSH instruments emphasize the importance of developing a national preventative safety and health culture in which the right to a safe and healthy working environment is respected at all levels.

REINFORCING THE ROLE OF GOVERNMENTS AND SOCIAL PARTNERS AND EXPANDING PARTNERSHIPS

Tripartite representation of governments, workers and employers is at the heart of the ILO's labour standards and instruments on OSH and effective social dialogue will continue to be crucial to address the safety and health concerns of the future, many of which are still unknown. As the workplace continues to transform, there will be a growing need to expand partnerships and increase collaboration with additional actors such as civil society institutions, non-governmental organisations on OSH, as well as public and private OSH institutes and universities.

WHERE DO WE GO FROM HERE?

The world of work is transforming before our eyes, bringing with it unique opportunities while simultaneously providing novel challenges.

We are unable to predict exactly what type of technology will exist in the future, how it will be integrated into the world of work, and what impacts – positive or negative – this will have on OSH. Therefore our responses to this unknown transformation must evolve in an inclusive and human-centred way, emphasizing the importance of lifelong learning and continued skill development.

The human-centered approach for OSH in the future of work requires innovative investments in people's capabilities, enabling them to acquire and update skills and supporting them through the transformations they undergo in their life course. Including OSH education and training in lifelong learning can help workers and employers adapt to new, emerging, and persistent safety and health risks and improve OSH outcomes at work.

In January 2019, at the beginning of the ILO's centenary celebrations, the ILO Global Commission on the Future of Work called for a Universal Labour Guarantee, including fundamental workers' rights, an "adequate living wage", limits on hours of work and ensuring safe and healthy workplaces. The Commission also called for the recognition of safety and health at work as a fundamental principle and right at work.

While the road ahead presents many new challenges to safety and health at work, it is important for governments, employers and workers, and other stakeholders to seize the opportunities at hand to create a safe and healthy future of work for all. The time to take action is now.

The ILO has adopted more than 40 international labour standards specifically dealing with occupational safety and health. These standards can be classified as those:

- RELATED TO SPECIFIC RISKS (such as ionizing radiation, asbestos, occupational cancer and chemicals)
- RELATED TO SPECIFIC SECTORS OR BRANCHES OF WORK ACTIVITY (such as agriculture, construction and mining)
- ENCOMPASSING GENERAL PRINCIPLES AND OUTCOMES (such as those relating to management of OSH, labour inspection and welfare facilities)
- DEALING WITH THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
  - Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) and its Protocol of 2002
  - Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161); and
  - Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)

Remediation Coordination Cell (RCC) of DIFE in support of OSH

Md. Aminur Rahman
Deputy Secretary
Ministry of Labour and Employment

Like other similar countries in the world, Bangladeshi workers face occupational health and safety risks in the forms of repetitive tasks, long hours of work, exposure to harmful substances like gas and fumes, noise, insufficient lighting, damage to equipment, and psychological and physical oppression. A recent study report on Occupational Health and Safety reveals that during the last one year there was 88.28% prevalence of occupational health hazards. A significant relationship was found between noise pollution and headache.

Many of the Occupational Health and Safety issues affecting the workers evolve from the infrastructural weaknesses prevailing in the factories and the issues could be addessed by mitigating the infrastructural faults or shortcomings. Hence ensuring safety into a workplace depends on the efficient design and construction of the building following properly the structural, fire and electrical codes. The codes addresses the requirements of ventilation, noise control, equipment and machine safeguarding, materials handling and storage, use of automated processes and added reserve capacity.

From this perspective, it has been prudent to make way for the workplace environment of the workers in a factory safe from occupational risks and health hazards founded in friendly infrastructure constructed abiding by the set standard codes. Therefore, the Occupational Safety and Health issues are integral essential part of the RCC responsibilities.

On the backdrop of evolved situation to make all the Ready Made Garments (RMG) factories in Bangladesh compliant to safety issues on a priority basis the Government of Bangladesh formed National Tripartite Committee(NTC) to oversee the improvement and monitoring as well. Initially 3780 RMG factories were assessed considering the infrastructural safety (Structural, Electrical and Fire safety) issues for workers of which 1549 factories were done under National Initiative and rest of them by Accord and Alliance. Each factory management prepared Corrective Action Plan (CAP) with support of the government authorised organizations followed by the process of assessment and committed to implement the same. Responsibility of ensuring safety compliance at the factories assessed under national initiative was vested upon the government represented by the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE).

Government established Remediation Coordination Cell (RCC) at Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) in the year 2017 for implementation of Corrective Action Plan (CAP) for the RMG factories which have many corrective measures to be taken on safety issues. DIFE has deployed adequate number of Engineers under RCC and personnel from all concern organizations are supporting them in different ways on safety issues. The organizations backstopping RCC include ILO, BUET, RAJUK/CDA, PWD, Fire Service and Civil Defence and Office of the Cheif Electrical Inspector. Three (03) Task forces are working

with RCC for verification and validation of drawing/designs and for technical support to RCC in critical issues on infrastructural safety. The professors from BUET are providing technical support being in each of the Task forces. The government initiative resulted a number of factories remediated leaving the rest in the process of completion of remedial works.

The Task forces of RCC checks the designs and drawings of the structure, electrical arrangement and fire protection system of each factory and approves them following Bangladesh standard codes.

The Engineers of RCC at the field level confirm that the factories have drawing and designs approved by Task Force and supervises the remediation works at the factories and make sure that the works are done as per approved design and drawing. They support the factory owners by technical inputs pertaining to approved design and drawing and ways of implementation of the same. Apart from that they suggest if there are any new corrective measures found to be taken for safety concern. The senior level Engineers of RCC varifies the reports of field Engineers, suggests improvement of the report by clarifiation and visits the factories reported for next course of action on safety compliance issue. The building reported to be immediate threat to life of people are refered to the Review Panel for immediate remedial measure including closure of use of that building. RCC has a mandate to recommend DIFE to prohibit the use of any building of any factory if it appears to be dangerous to human life or safety.

For the management of remediation works to be completed at the RMG factories, RCC follows regulatory provisions of the government as tools. The regulatory documents include but not limited to the followings:

1	Labour Law 2006 (Updated in 2016)
2	Bangladesh National Building Code (BNBC)
3	ACI (American Concrete Institute) 562
5	NTPA Guidelines
6	CAP Manual
7	NFPA guidelines (particularly for Fire issues)
8	Standard Operating Procedures (SOP) for RCC
9	RCC Strategy document
10	DEA Guidance
11	Escalation protocol
12	NTC guidance

The role of RCC Engineers while they visit a factory will be to look into the safety issues of Buildings for structure, electrical and fire and check whether they are in line with the requirement of BLA, BNBC and other prevailing laws and regulations. The observations among others would be on the-

21 inspectors and engineers working for DIFE and Bangladesh Fire Service and Civil Defence (FSCD) department visited a factory as part of a six-day training course on Corrective ActionPlan (CAP) development and validation. The course was jointly organized by International Labour Organization (ILO) and DIFE (1 March 2018)

i) Construction of all floors, stairs, passages and gangways and proper maintainance of them to ensure safety when safe maintenance means access to every place at which any person is, at any time, required to work; and ways and stairways shall be clean, wide and clear of all obstructions.

ii) Minimum ceiling heights of every floor, the minimum width of staircases, minimum height of handrail etc.

iii) Fire walls and seperators and exterior walls of buildings for fire resistance,

iv) Arrangement of fire estingusher, water reserver and fire hydrant.

v) Single Line Diagram as well as physical existance and conditions of electrical waring and distribution boards and Lightning Protection System,

vi) able temperature, sufficient ventilation and lighting, available working space, existance of dust and fume as well as availability of pure drinking water and gender segregated toilets.

vii) escape of steam or water vapour into the atmosphere directly due to a manufacturing process in any room of a cotton spinning or weaving factory.

The operation of the RCC will impress significant step towards improving workplace safety in the RMG sector of Bangladesh. In course of its' works on assigned responsibilities, it will play remarkable role to address a good deal of Occupational Safety and Health issues which will ultimately benefit particularly the RMG sector.

The RCC will further contribute to building the capacity of concerned regulatory body DIFE. Ultimately, RCC will take responsibility for workplace safety issues of all RMG factories once the Accord and Alliance support ends.

A recent study report on Occupational Health and Safety reveals that during the last one year 64.8% of workers had no accident but minor cut, burn or injury was faced by 28.3%. Most of them (44%) did not complain about physical environmental pollution but 33.8% complained of

noise pollution. Maximum (51%) respondents suffered from headache or shoulder pain and Insomnia was common in 20%. Though majority (56.6%) did not mention any permanent illness, the study resulted 88.28% prevalence of occupational health hazards. A significant relationship was found between noise pollution and headache.

The main challenge that Bangladesh OSH system faces is the absence of OSH infrastructure and scarcity of OSH experts. Evidently, the employers especially of small and medium enterprises are not financially sound since it is a rising sector. Establishment of OSH culture and awareness particularly among the workers and employers in Bangladesh is also a great challenge. On the backdrop of these challenges, future direction of OSH system has been set up. Some initiatives can be taken to develop OSH culture in Bangladesh such as Promulgation of OSH Act, Establishment of OSH training institute, preparing towards ratification of the key international labor standards, creating awareness among OSH stakeholders, providing more training on OSH to stakeholders, improvement of coordination among the government agencies related to OSH and bringing all the workers (Both formal and informal sector) within the purview of Bangladesh regulatory frameworks. Risk assessment should be integral part for factories to get approval of license. Formulation of National Standard regarding OSH is an important issue. Participation of trade union, employers union and social organization is necessary during OSH inspection. Speedy trial system need to be established.

steps, stairs, passages and gangways shall be provided with substantial handrails and the passage and stairs shall be kept open during working hours. There shall, so far as is reasonably practicable, be provided and maintained safe means of access to every place at which any person is, at any time, required to work; and ways and stairways shall be clean, wide and clear of all obstructions.

[Section 61(2)]. Section 72 (BLA Amended 2013) includes that in every establishment during work the doors affording exit from any room shall not be locked or fastened and the exit way cannot be obstructed or blocked.

All floors, stairs, passages and gangways shall be of sound construction and properly maintained and to ensure safety steps, stairs, passages and gangways shall be provided with substantial handrails and the passage and stairs shall be kept open during working hours. There shall, so far as is reasonably practicable, be provided and maintained safe means of access to every place at which any person is, at any time, required to work; and ways and stairways shall be clean, wide and clear of all obstructions.

To ensure security of the factory and the workers, all ways, stairways, gate, store and common utility area can be brought under close circuit camera. All doors shall be made in such a way that they can easily and immediately be opened from inside. Where the door is between two rooms, the doors shall be made in such a way so that they can be opened in the direction of the nearest exit of the building and no such door shall be locked or obstructed while work is being carried on in the room.

The Fire Safety Act 2003 forbids building any multi-storied industry or commercial space without the certification of the Director-General of the Fire Service and Civil Defense (FSCD) about the fire prevention, fire extinguishing and other fire safety related issue (Section 7).

The Bangladesh National Building Code 2006 has detailed provision on the safety of buildings. Minimum ceiling heights of every floor of an industrial establishment will be 3.5m for non-air-conditioned and 3.0 m for air-conditioned buildings (Section 1.12.2).

The minimum width of staircases of an industrial establishment has to be at least 2.0 m and handrails will have a minimum height of 0.9 m (Section 1.12.5). The exterior walls of industrial buildings shall have a fire resistance of at least 2-3 hours (Section 2.4.1)

Workplace Environment

The Rules and Regulation regarding health and safety issues at the workplace environment highlights in this section in terms of cleanliness, temperature, ventilation, lighting, working space, dust and fume, pure drinking water, dustbin and spittoon, gender segregated toilets, washroom, restroom and canteen, ergonomics , workplace safety and health services and medical care. It is however noticeable that except on the issue of health service and medical care, no issue relating to workplace environment is available in any policy.

The Labour Act 2006 obligates that every establishment should be kept clean and free from effluvia arising out of any drain, privy or other nuisance (Section 51).

Bangladesh Factory Rule, 1979 states that in every factory, all inside walls and partitions, all ceilings or tops of rooms and all walls, sides and tops of passages and staircases, if painted or varnished and have smooth impervious surfaces, shall be washed with water once every fourteen months and, if necessary, by soap and brush (Rule 11) and the factory have to keep up-to-date record of the cleanliness Rule 12).

The BLA 2006 indicates that the temperature of the workroom would be such, which secure to workers the reasonable conditions of comfort and prevent injury to health [Section 52 (2)].

The Bangladesh Factory Rule 1979 obligates that there shall be no artificial humidification i.e. the introduction of moisture into the air of a room by any artificial means whatsoever, except the unavoidable escape of steam or water vapor into the atmosphere directly due to a manufacturing process in any room of a cotton spinning or weaving factory (Rule 15).

According to the BLA, every employer is required to make effective and suitable provisions for securing and maintaining adequate ventilation in every workroom by the circulation of fresh air [Section 52 (1)].

The Bangladesh National Building Code 2006 indicates that all rooms and interior spaces designed for human occupancy shall be provided with natural or mechanical ventilation. Ventilation of toilets is also necessary through ventilation shafts (Section 1.17). The quality of mechanical ventilation has to be approved by the concerned authorities (Section 2.11.4).

The BLA 2006 necessitates the arrangement of sufficient and suitable lighting, natural or artificial or both and for that glazed windows or skylights always should be kept clean (Section 57). The Factory Rule 1979 states that the lighting of, and the light fittings in, the interior parts of a factory where persons are regularly employed and in other parts shall be of such specification or, as the case may be, of such manner, as the Chief Inspector may specify in this behalf (Rule 24). The Bangladesh National Building Code 2006 indicates that all rooms and interior spaces designed for human occupancy shall be provided with natural or artificial lighting (Section 1.17).

Bangladesh Labour Act indicates that effective measures should be taken by the employers to prevent gathering of dust and fumes in the workroom and its inhalation by the workers (Section 53). The Factory Rule 1979 necessitates that every chamber, tank, vat, pipe, flue or other confined space in which persons may have to enter and which may contain dangerous fumes to such extent as to involve risk of the persons being overcome thereby, shall, unless there is other effective means of egress, be provided with a manhole which may be rectangular, oval

or circular in shape, and which shall in the case of (a) rectangular or oval shape, be not less than 16" long and 12" wide; and (b) circular shape, be not less than 16 " in diameter (Rule 50). The BLA obligates that the work room of an establishment should not be such overcrowded that is injurious to the health of workers and for that nine and half cubic meter of space should be provided for every single worker in a factory (Section 56).

Ergonomics is about designing for people, wherever they interact with products, systems or processes. It is also known as comfort design, functional design, and user-friendly systems. Essentially it is the practice of designing products, systems or processes to take proper account of the interaction between them and the people that use them.

The Bangladesh Acts 2006 mandates that factories shall arrange pure drinking water for workers at suitable places [BLA Section 58(1)] and during summer period, coldwater shall be provided for the workers of factories where more than 250 workers are working [Section 58(3)]. Labor laws of Bangladesh has made it mandatory that the Employer shall establish rest-room for the workers (in the case of more than 50 workers) with facilities of water supply so that they can eat meals brought with them and take rest [section 93(1), BLA].

Separate rest rooms for male and female workers shall be established if the number of female workers is more than 25 [section 93(3), BLA].

The BLA (Amendment 2013) also indicates to set up hygienic latrines and urinals of prescribed types and they should be conveniently situated and accessible to workers at all times while they are in the establishment (Section 59).

Workplace Safety

The National OSH Policy suggests building up Safety specialist (C. 3.a.9, and 4.a.10). It necessitates ensuring maximum safety standards during factory construction and implementing all standards and regulations on internal safety environment (Clause 4.d.1). It obligates to identify all of the risks regarding OHS and orients all persons of the workplace on possible accidents and OHS risks (Clause 4.d.2). It also suggests developing a safe work plan and ensuring its effective practice (Clause 4.d.8). Regarding the provision for the working children the Children Policy states that safe working environment in relation to physical and mental health of the adolescents has to be ensured and the adolescents will not be involved with any type of hazardous works (Clause 9.1).

In terms of legal framework, the BLA states that if any Labour Inspector finds that any building or any part of the building of an establishment, it's machineries and plants poses serious threats to the workers then he can issue written notice to the owner of the establishment for necessary remediation and the owner have to follow the notice according to its deadline (Sec. 61).

According to the Fire Safety Act 2003, in order to use a building or certain places of a building or establishment as warehouse or workshop, certain person/group have to issue a license under the Act from the Director-General of the Fire Service and Civil Defense Department (Section 3).

The National Building Code 2006 necessitates that elevator shafts, vent shafts and other vertical openings shall be enclosed with a construction of at least 4 hour fire resistance and all exit requirements have to comply with the existing national acts (2.11.5).

National Tripartite Committee for fire and Building safety in RMG Sector

The National Tripartite Committee has been formed in May 2013 to monitor implementation of the National Tripartite Plan of Action in Bangladesh Garments Industries. A sixteen-member Tripartite Committee headed by secretary, MoLE has been formed to implement the National plan of Action. A working group headed by the Joint Secretary (Labour), MoLE has been formed to assist the committee. ILO is providing overall support including technical assistance. The committee has approved a common operating manual developed by BUET.

Compliance Forum

The Forum, established in June 2005 for safety and welfare of RMG workers, is headed by the Minister of Commerce, and the State Minister for Labour acts as Co-chairman. The forum includes the participation of Board of Investment (BOI), Secretaries of Commerce, Home, Labour, Textile, Industries, Works and Women and Child Affairs, Bangladesh Export Processing Zone Area (BEPZA), Export Promotion Bureau (EPB), Prime Minister's Office (PMO), Fire Service and Civil Defense, Department of Labour, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters, Bangladesh Independent Garments Workers Union Federation, Representatives from Workers, Business Social Compliance Initiative, Nari Uddog Kendra (NUK), Karmajibi Nari, UNDP, GTZ, ILO,

International Initiatives on OSH

The international labour rights organizations, human rights organizations, brands, buyers, retailers and trade unions work to improve the OSH situation of Bangladesh. Many of these initiatives relate to the RMG Sector. Two of the prominent ones are Alliance for Bangladesh Worker Safety and Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.

A technical workshop was organised by DIFE and ILO to review business process of the Remediation Coordination Cell and the existing partnerships among its key stakeholders. Representatives from Fire Service and Civil Defence (FSCD), RAJUK, Chittagong Development Authority (CDA), Public Works Department (PWD), Office of the Chief Electrical Inspector (CEI), BGMEA, BKMEA, Accord, Allianceand BUET joined the workshop (29-30 August 2018)

International Labour Organization

The ILO is devoted to create decent working environment for the workers of Bangladesh. Underlying the principle of decent work ILO has taken wide ranges of activities to ensure a safe workplace removing the workplace hazards and accidents. The ILO Country Office for Bangladesh in cooperation with the Ministry of Labour and Employment, Bangladesh Employers' Federation (BEF), National Coordination Committee for Workers Education (NCCWE), and social partners such as the Occupational Safety and Health and Environment (OSHE) Foundation and the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) work to foster a preventative safety and health culture by strengthening national Occupational Safety and Health (OSH) systems. The ILO directly facilitates the better works program, Bangladesh that aims to improve compliance with labour standards and promote competitiveness in global supply chains, in particular in labour intensive industries. With support from the ILO, European Union and governments of Bangladesh and USA launched a Sustainability Compact to promote continuous improvements in labour rights and factory safety in the Ready Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh.

Alliance for Bangladesh Worker Safety

Alliance is a worker safety initiative founded on December 2013. A group of North American apparel companies and retailers and brands jointly launched the Bangladesh Worker Safety Initiative to help improve worker safety in Bangladeshi ready-made garment factories. The Alliance is focused on systemic and sustainable improvements in fire, structural and electrical safety within Bangladesh's garment factories.

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

The Accord is an initiative over 190 apparel corporations, two global trade unions— IndustriALL and UNI, and numerous Bangladeshi unions to create a safe and sound workplace for the RMG workers. It is an independent and legally binding agreement targeted the all garment factories in Bangladesh to make as safe workplaces.

The building standards that the Accord uses are largely based on the Bangladesh National Building Code and are the product of discussions between the Accord, the National Tripartite Plan of Action, and the Alliance for Bangladesh Worker Safety (Alliance) initiated and facilitated by the International Labour Organization. It includes independent safety inspections at factories and public reporting of the results of these inspections.

RCC will take responsibility of the Accord and Alliance covered factories for ensuring workplace safety therein after their departure from Bangladesh.

রাসায়নিক শিল্প কলকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বর্তমান বাস্তবতা এবং আমাদের করণীয়

ড. ইয়াসির আরাফাত
সহকারি অধ্যাপক, ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) তথ্য (২০০৩ সালের) অনুযায়ী, প্রতি বছর ২.৩ মিলিয়ন নারী ও পুরুষ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিক কারণে মৃত্যুবরণ করে। যে সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে ছয় হাজার। বিশ্বে প্রতি বছর কর্মক্ষেত্রে প্রায় ৩৪০ মিলিয়ন দুর্ঘটনা ঘটে যেখানে ক্ষতিগস্ত হয় প্রায় ১৬০ মিলিয়ন নারী ও পুরুষ। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১০,০০০ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০। এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ শতাংশ মারা যায় ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে। তবে আমাদের দেশে সমস্যাটি আরো বেশী প্রকট/ভয়াবহ। কেননা দুর্ঘটনা ও কর্মক্ষেত্রে অসুস্থতার সঠিক তথ্য নিরূপণ ও সংরক্ষণের আমাদের কোন উপযুক্ত প্লাটফর্ম নেই এছাড়া অনেক দুর্ঘটনার তথ্যই প্রকাশিত হয় না।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্যযাত্রা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুযোগ্র নেতৃত্ব, সময়োপযোগী ও সুসংগঠিত কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশকে একটি দ্রুত বর্ধনশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ এর উৎপাদন সক্ষমতা চার গিগাওয়াট থেকে উনিশ গিগাওয়াট উন্নীত করেছে যা দেশের শিল্প-কলকারখানায় নতুন বিনিয়োগ ও দ্রুত বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে এবং যেখানে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ। এসকল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে রয়েছে দাহ্য, বিষাক্ত এবং বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এসকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের বিকল্প নেই। তবে প্রয়োজন সঠিক নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণ এবং রাসায়নিক ব্যবহারের ও গুদামজাতকরণের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা।

বাংলাদেশে অনেক শিল্প কারখানা ও রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম গড়ে উঠেছে যথাযথ নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ছাড়া। অনেক সময় আবাসিক ভবনকে ব্যবহার করা হচ্ছে দাহ্য, ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম অথবা কারখানা হিসেবে। যা পুরান ঢাকার আবাসিক ভবনগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে এ সমস্যা শুধু পুরাতন ঢাকাতে নয়, সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যমান। ২০১০ সালে ঢাকার নিমতলীর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মারা যায় ১২৪ জন। সরকারের পক্ষ থেকে তখন আবাসিক ভবন থেকে রাসায়নিক গুদাম/ কারখানা সরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ ব্যপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির সুপারিশগুলোর বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি। গত ২ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ রাত ১০:৩০ মিনিটে পুরান ঢাকার চকবাজারের চুড়িহাট্টায় ঘটে যায় আরেকটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড এবং প্রাণ হারায় ৭১ জন যাদের অনেকে সরু রাস্তায় যানজটে আটকে ছিল। ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয় ওয়াহেদ ম্যানশন এর দোতলায় অবস্থিত রাসায়নিক এর গুদাম থেকে। তাই পুরান ঢাকার আবাসিক ভবন থেকে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরানোর বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরকারের এই সমন্বিত উদ্যোগ বেশ প্রশংসনীয়। তবে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক একই স্থানে স্থানান্তর ও সংরক্ষণের জন্য যে নিরাপদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন তা নিশ্চিতকরণ জরুরী। অন্যথায় রাসায়নিক দ্রব্যের নিঃসরণ অথবা অগ্নিকাণ্ড এখান থেকে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বাংলাদেশে রাসায়নিক শিল্প-কলকারখানা পরিচালনা ও রাসায়নিক গুদামজাতকরণ ও পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট কারখানায় এ্যামোনিয়া ট্যাংকের বিস্ফোরণ (২০১৬), গাজীপুরে রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ (২০১৬),

ট্যাম্পাকো অগ্নিকাণ্ড (২০১৭), ঢাকা শ্যামপুরের রাসায়নিক গুদামে আগুন (২০১৮), যমুনা সার কারখানায় বিস্ফোরণ (২০১৮), নারায়ণগঞ্জের লুব ওয়েল ওয়ারহাউজে আগুন (২০১৮) ও চুড়িহাট্টায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড (২০১৯) উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার চকবাজারের চুড়িহাট্টায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

এমতাবস্থায়, রাসায়নিক শিল্প-কলকারখানা গুলোতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নের প্রস্তাবনাগুলো গুরুত্বসহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

ক) জাতীয় রাসায়নিক সমন্বয় কমিটি (National Chemical Coordination Committree):

দেশে বর্তমানে একজন রাসায়নিক ব্যবসায়ীকে অথবা কারখানা মালিককে বিভিন্ন দফতর থেকে অনুমোদন নেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দেখা যায়, কারখানাটি কোন অনুমোদন ছাড়াই পরিচালনা করে আসছিল। ২০১৬ সালে গাজীপুরের একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে ছয় জন মারা যায়, যেখানে কারখানার কোন অনুমোদনই ছিল না। চুড়িহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডের পর রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যা রাসায়নিক ব্যবসার অগ্রগতি, আমদানী, রপ্তানি পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

খ) Risk Assessment and Land use Planning: রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্প কারখানা স্থাপন অথবা গুদামজাতকরণে ল্যান্ড ইউজ প্লানিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের নিঃসরণ লোকালয়ে এসে ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। ১৯৮৪ সালে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ভূপালে একটি রাসায়নিক কারখানার দুর্ঘটনায় ক্ষতিকর রাসায়নিকের নিঃসরনে মারা যায় প্রায় আট হাজার অধিবাসী। তাই ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থানান্তর করতে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ঝুঁকি মূল্যায়ন করে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায়, বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

গ) **National Chemical Safety and Investigation Board:** রাসায়নিক কারখানাতে দুর্ঘটনা ঘটার পর তদন্ত সাপেক্ষে এ সকল দুর্ঘটনা যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসায়নিক দুর্ঘটনা তদন্তের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ঘাটতি আছে। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের এমন কোন তদন্ত কমিটি নাই যারা রাসায়নিক দুর্ঘটনার অনুসন্ধানী রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে যাতে একই ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ভূমিকা রাখবে। ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। যা তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে গার্মেন্টস সেক্টরে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে দুর্ঘটনার পরে ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় যেখানে দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটনই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। কিন্তু কি করলে দুর্ঘটনাটি এড়ানো যেতো সে বিষয়ে কোন প্রস্তাবনা বা সুপারিশ পরিলক্ষিত হয় না। তাই জরুরী ভিত্তিতে একটি জাতীয় রাসায়নিক দুর্ঘটনা তদন্ত বোর্ড গঠন করা উচিত যাদের কাজ হবে দুর্ঘটনা নিয়ে গবেষণা, অনুসন্ধানি রিপোর্ট প্রস্তুত দায়িত্বশীল দপ্তর ও কারখানাগুলোকে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করা এবং দুর্ঘটনার তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করা।

ঘ) **Education and Research in Chemical Safety:** রাসায়নিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ও কারিগরী শিক্ষায় Occupational Health & Safety বিষয়কে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রফেশনালদের জন্যে "Safety Certification" কোর্স চালু করা যেতে পারে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া শুধু বিধিনিষেধ আরোপ করে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন।

ঙ) **রাসায়নিক গুদামজাতকরণ ও পরিবহনে নীতিমালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা:** ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক রাসায়নিক গুদামজাতকরণ ও সময়োপযোগী পরিবহন নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কারখানাগুলোতে ব্যবহার ও গুদামজাতকরণে যেমন নিরাপত্তা প্রয়োজন তেমনি পরিবহনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। প্রায়শই দেখা যায়, যে চালক বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন করছে তার উপর ঐ চালকের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ নেই। তাই বিপজ্জনক রাসায়নিক পরিবহনের চালকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং তাদের জন্যে আলাদা লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চ) **জাতীয় রাসায়নিক তথ্যভাণ্ডার তৈরী:** দেশে রাসায়নিকের সিংহভাগই আমদানী করা হয়। তাই কোন রাসায়নিক কতটা আমদানী হচ্ছে, কে আমদানী করছে, কোথায় গুদামজাত করা হচ্ছে এবং কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তার একটি সুনির্দিষ্ট রেকর্ড থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা রাসায়নিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে পুরাতন ঢাকায় অভিযান চালিয়ে বের করতে হচ্ছে কোথায় কোন রাসায়নিক গুদাম অথবা কারখানা আছে। অথচ একটি পরিকল্পিত তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করা গেলে দায়িত্বশীল দপ্তরগুলোর কাজ অনেক সহজতর হতো।

পরিশেষে শিল্প-কলকারখানাগুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, বিভিন্ন সরকারী ও রেগুলেটরি দপ্তরগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে। সরকারকে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। যেকোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিরাপদ কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

শ্রমিকের নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরীতে কাজ করছে রিহ্যাব

আলমগীর শামসুল আলামিন
প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর সদস্যবৃন্দ রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে সু-পরিকল্পিতভাবে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা আবাসন সমস্যার সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রিহ্যাব সদস্যদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রমিকের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ঝুঁকিমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন শোষণমুক্ত অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষ সমানভাবে ভোগ করবে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো সব মৌলিক সুযোগ-সুবিধা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের রায় নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন করছেন। জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। যার ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, ফলে শ্রম নির্ভর অর্থনীতি এখন ধাবিত হচ্ছে মেধা নির্ভর অর্থনীতিতে। ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। উন্নতমানের নাগরিক সুবিধা রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জীবন যাত্রার মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সুপরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও পরিকল্পিত বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রতিটি নাগরিক যাতে ভাড়ার টাকার বিনিময়ে অন্তত তাদের বসবাসের একটি ঠিকানা খুঁজে পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে রিহ্যাব। সরকার এবং রিহ্যাব সদস্যদের নানামুখী কার্যক্রমে স্বল্প ও মধ্যবিত্তসহ সকলের জন্য একটি স্বপ্নীল আবাসের স্বপ্ন পূরণে আমরা সবসময়ই দৃঢ় প্রত্যয়ী।

এক সময় রাজধানী ঢাকায় শুধু উচ্চবিত্তদের লক্ষ্য করে ফ্ল্যাট বা এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রিহ্যাব সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, কুমিলা, বগুড়াসহ বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলাতে স্বল্প এবং মধ্যবিত্তরাও এখন ফ্ল্যাটের মালিক। রাজধানীতে যারা ভাড়া বাসায় থেকে চাকুরী করেন তাদের বেতনের এক তৃতীয়াংশ বা ক্ষেত্র বিশেষ অর্ধেক বেতন চলে যায় বাড়ী ভাড়া দিতে। সরকার এগিয়ে এলে রিহ্যাব দেশের মানুষের আবাসন সমস্যা দূরীকরণে বড় অবদান রাখতে পারবে।

রিহ্যাব সদস্যদের বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে গত কয়েক দশক ধরে মানুষ সহজে একটি আবাসনের মালিক হতে পেরেছেন। আর এ আবাসনের মালিকানা প্রাপ্তি তাদের মনে আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সরকারের রাজস্ব আয়, কর্মসংস্থান, রড, সিমেন্ট, টাইলসসহ ২৬৯ প্রকার লিংকেজ শিল্প প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র নির্মাণ খাত জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আবাসন খাতের অবদান প্রায় ১৫%। বাংলাদেশের আবাসন শিল্প শুধু আবাসনই সরবরাহ করছে না, একই সাথে ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ২ কোটি লোকের অন্নেরও যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

আবাসন খাত নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের সৃষ্টি করছে, যা প্রকারান্তরে দেশের উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। দেশের আবাসন শিল্পে দক্ষ শ্রমিক তৈরী ও যোগান দেয়ার কথা বিবেচনা করে আমরা রিহ্যাব এর পক্ষ থেকে একটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে এ সেক্টরের শ্রমিকদের বিভিন্ন ট্রেড-এ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আর সবার আগে সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। আমাদেরকে শ্রমিকদের জন্য একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের অনুশীলন প্রতিটি মানুষেরই কাম্য। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরও সচেতন হতে হবে। শ্রমিক, মালিক এবং সংশিষ্ট সবার সঠিক মানসিকতা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্র এবং মালিক উভয়েরই দায়িত্ব।

শ্রমিক কল্যাণ ও সুস্থ শ্রমপরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের এই সকল কর্মপ্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের জন্য কার্যকর হবে। রিহ্যাব এর পক্ষ থেকে আমরা এমন প্রত্যাশা করছি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিগত সময়ের ন্যায় এবার পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস-২০১৯ সফল ও সার্থক হোক। রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

নিমতলী থেকে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় কেন এ মর্মান্তিক কেমিক্যাল অগ্নিদুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি

ব্রিঃ জেঃ (অবঃ) আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ
সদস্য-জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল
এবং প্রাক্তন মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

চকবাজারের চুড়িহাট্টায় কেমিক্যালের ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনায় আবারও অকালে ঝড়ে পড়ল ৭১ জন মানুষের প্রাণ। আবারও তদন্ত কমিটি আর দফায় দফায় সুপারিশ পাওয়া গেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ে অধীনস্থ বিষ্ফোরক পরিদপ্তরের তদন্ত কমিটির সাত দফা সুপারিশ আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি ৩১ দফা (স্বল্প মেয়াদি ৫টি ও দীর্ঘ মেয়াদি ২৬টি) সুপারিশ। সবার মুখে একই কথা, নিমতলী ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে চুড়িহাট্টায় এতগুলি প্রাণহানির ঘটনা ঘটত না। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে কমিটির ১৭ দফা সুপারিশে কি ছিল এবং তার বাস্তবায়নে সফলতা ও ব্যর্থতাই বা কি রয়েছে তা পর্যালোচনা করা হলে চকবাজারে কেমিক্যাল অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তির কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সহজ হবে। এর পাশাপাশি সুপারিশগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিলে অন্তত কেমিক্যালজনিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এই ১৭ দফা সুপারিশের প্রথমেই ছিল জরুরি ভিত্তিতে আবাসিক এলাকা থেকে কেমিক্যাল গুদাম ও কারখানা প্রথমে অস্থায়ী ও পরবর্তীতে স্থায়ী কেমিক্যাল পল্লি তৈরি করে সরিয়ে নেওয়া। এই সুপারিশের ভিত্তিতে কেমিক্যাল ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের সমন্বয়ে কেরানীগঞ্জে ৫০ একর জমি নির্বাচন ও গুদামের প্রকৃতি নির্ধারণ করে প্রাথমিক পরিকল্পনা ২০১০ সালেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জমা দেওয়া হয় যা আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। তবে সম্প্রতি প্রকল্প গৃহীত হয়ে তা বছর ২/৩ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে। বলা বাহুল্য যে কেমিক্যাল পল্লি সময়মত গড়ে উঠলে চুড়িহাট্টায় এমন ঘটনা হয়তবা এড়ান যেত। তদন্ত কমিটির তিনটি দফায় বিদ্যমান বিভিন্ন আইন প্রয়োগের সুপারিশ করা হয় যার মধ্যে জাতীয় বিল্ডিং কোড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কেননা এই কোডে অগ্নি প্রতিরোধের বিশেষ ব্যবস্থাসমূহের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই কোড ১৯৯৩ সালে প্রণীত হওয়ায় যুগোপযোগি হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে এবং এর খসড়া দফায় দফায় আলোচনা-পর্যালোচনার টেবিল পার হয়ে ২০১৫ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয় যা আজও আলোর মুখ দেখে নাই। এই হালনাগাদ কোডে বর্ণিত রয়েছে কেমিক্যাল পদার্থ যে সকল ভবনে থাকবে তার পূর্বশর্ত গুলি কি কি এবং ঐ ভবন থেকে অন্য ভবনগুলির দূরত্ব কত হবে।

পক্ষান্তরে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন ২০০৩ এর হালনাগাদ বিধি প্রয়োজনীয় কিছু জটিলতা দূর করে প্রকাশের অপেক্ষায় ৫/৬ বছর ধরে আটকে আছে। এই বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি গ্রাহক কর্তৃক ফায়ার লাইসেন্স গ্রহণ ও প্রতিটি দাহ্যবস্থ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের স্থাপনা এবং দোকানে ফায়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহজতর করা হয়েছে। এতে একদিকে নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই এর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের ফায়ার লাইসেন্সের আওতায় আনা সহজতর হবে। অপরদিকে আইনের জটিলতায় ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়েছে। তবে দেরীতে হলেও ফায়ার সার্ভিস এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিদর্শক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে তদারকি জোরদার করা সম্ভব হবে।

তাছাড়া সুপারিশে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে গঠিত আরবান কমিউনিটি সেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রথম ধাপের ৬২ হাজার সেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা ৩২ হাজার প্রশিক্ষণ শেষে স্থগিত হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের সহায়ক সংগঠন হিসাবে এই সেচ্ছাসেবকের ভূমিকা অপরিসীম। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি

ওয়ার্ডে ২০০ জন সেচ্ছাসেবক থাকলে প্রতিটি ওয়ার্ডে অগ্নি নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসচেতনতা বহুল অংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ওয়ার্ডের ভিতর অবৈধ রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা চিহ্নিত করে অপসারণ করাও সহজতর হবে।

অপরদিকে সুপারিশ অনুযায়ী সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ডেকোরেটরের উপকরণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (ফায়ার এক্সটিং গুইসার) অগ্নি নির্বাপণ সিলিন্ডার সংরক্ষণের সুবিধা প্রদানের জন্য সেচ্ছাসেবদের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিসের সেবা চালু করা হয়েছিল। অথচ জনগনের সাড়া না পাওয়ায় এই সেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ওপর সাধারণ জ্ঞান, উদ্ধার কার্যক্রম এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয় পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্তির সুপারিশ এর ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা জানা নাই। তবে এই সেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডে সচেতনামূলক কার্যক্রমসহ আগ্রহীদেরকে এ সকল প্রশিক্ষণ প্যাকেজ (কোর্স) প্রদান করা যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে সার্বিকভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ সকল সেচ্ছাসেবক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ১৩ ধারার আওতায় বিধি প্রণয়ন করে এ সকল সেচ্ছাসেবকদের সুসংগঠিত করে সুবিধা প্রদান করা এখন সময়ের দাবি।

সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন এবং রাসায়নিক ও রাসায়নিক জাতীয় দাহ্য বস্তুর আলাদা দপ্তরের পরিবর্তে সব দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় করা না হলেও ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। তবে রাস্তার মোড়ে নির্দিষ্ট দূরুত্বে বিশেষ করে পুরাতন ঢাকায় ওয়াসা কর্তৃক হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করা আজ অবধি সম্ভব হয় নি। অথচ ঢাকা শহরে ক্রমেই শেষ হয়ে যাচ্ছে পানির উৎস। বিশেষ করে পুরান ঢাকায় ফায়ারের গাড়ী প্রবেশ করা কষ্ট সাধ্য, আর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ীর পানি শেষ হয়ে গেলে ঐ গাড়ীতে পনরায় পানি ভরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই এই হাইড্রেন্ট সিস্টেম এখন জন নিরাপত্তায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

সুপারিশে তিনটি দফায় বৈদ্যুতিক সংযোগের মান নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার খোলা তারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন ও বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার নিয়মিত পরিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। এ গুরুদায়িত্ব কোন দপ্তরের ওপর বর্তায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এর পাশাপাশি বসতবাড়ীসহ কলকারখানায় বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের পরিদর্শক রয়েছেন যারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক কারণে উদ্ভুত অগ্নি দুর্ঘটনা বহুল অংশে কমিয়ে আনতে পারেন। মনে রাখতে হবে যে দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৮ হাজার অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং এর প্রায় চল্লিশ শতাংশ ঘটনার সুত্রপাত হচ্ছে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে। তাই বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার বিষয়ে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল আবাসিক এলাকায় রাসয়নিক দ্রব্য মজুত ও বিপণন কঠোরভাবে নিষেধ করা এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা বিভিন্ন স্তরের জন প্রতিনিধিদেরই নিতে হবে। কেবল এটাই নয় বরং তারা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সেচ্ছাসেবক তৈরি, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার সংরক্ষণ বাধতামূলক করা সহ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রচার-প্রচারণার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারেন। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সেবা কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটির উল্লিখিত সুপারিশগুলি এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এটা আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির ১৭টি সুপারিশ যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে চুড়িহাট্টার মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড এড়ানো সম্ভব হতো। যা হোক বর্তমানে চুড়িহাট্টার ওয়াহিদ ম্যানসনের অগ্নিকাণ্ডে পর গঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিষ্ফোরক পরিদপ্তরের তদন্ত কমিটির সুপারিশের বিশেষ দিকগুলি হচ্ছে, ফায়ার সার্ভিসের লাইসেন্স ছাড়া অন্য কোন সংস্থা লাইসেন্স প্রদান না করা এবং রাসায়নিক ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় ফায়ার সার্ভিসের অনাপত্তি গ্রহন করা। তথা ফায়ার সার্ভিসের অন্তর্নিহিত দায়িত্ব পালনে সকল সংশ্লিষ্ট দপ্তর অধিদপ্তরের সহায়তা কামনা করা হয়েছে। তাছাড়া বিস্ফোরক অধিদপ্তর এর তদন্ত কমিটি সব ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের নাম ও তালিকা সংরক্ষণ প্যাকেজে সতর্কীকরণ চিহ্ন ও ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডেটা শিট সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য যে অগ্নিনিরাপত্তার ব্যাপারে লিড সংস্থা হিসাবে ফায়ার সার্ভিসকেই সকলের সহায়তা প্রদান বাঞ্ছনীয়। আর সকল রাসয়নিক

কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণান্তে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে প্রচার করেছে। এই গাইডলাইনে বলা হয়েছে, বাংলায় ম্যাটিরিয়াল সেফটি ডেটা শিট লিখতে হবে যাতে সকল শ্রেণির রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারী এবং সংরক্ষণকারী এই নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম প্রথমে শ্যামপুর ও গাজীপুরের টঙ্গিতে এবং পরবর্তীতে স্থায়ী নিরাপত্তা বলায়ের মধ্যে অবস্থিত "কেমিক্যাল পল্লি"তে স্থানান্তরিত করাই যথেষ্ট হবে না। এ সব উচ্চ দাহ্যবস্তু যখনই শহর এলাকায় প্রবেশ করবে তখনই নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস থেকে স্কটের (পাহারা) ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন শোরুম, দোকান ইত্যাদিতে আইনের বিধি অনুযায়ী অনুমোদনকৃত পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য যাতে যথাযথ নিরাপত্তার আওতায় পরিবেষ্টিত থাকে তাও নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া যারা এসকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার প্রক্রিয়ায় অংশ নিবেন তাদের যথাযথ ব্যক্তিগত নিরাপদ পোশাক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। এতসঙ্গে কারখানা সেফটি কমিটি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। তবেই আশা করা যায় এমন দুর্ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। অপরদিকে এ সকল তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে এ সকল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণে উপায় বের করে সেগুলো যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে না পারলে আবারও অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটবে।

কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনার পর গঠিত তদন্ত কমিটির দফায় দফায় সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় বটে। তবে এগুলি বাস্তবায়ন কে বা কারা করবে এবং তা সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখার কেউ থাকে না। বরং বিভিন্ন দপ্তর-বিভাগ একে অপরের ওপর দোষারোপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। তাই সুপারিশের কোন কোন বিষয় বাস্তবায়নের জন্য কোন দপ্তর বা সংস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া সমীচীন হবে তার দিক নির্দেশনাও সুপারিশের অংশ হিসাবে থাকা দরকার বলে অনেকে মনে করেন।

তাই আজ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৯ কে উপলক্ষ করে জাতীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হবে এই বলে যে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরির প্রত্যাশায় আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি কলকারখানা ও স্থাপনায় অন্যান্য নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্য যথাযথ নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে রাখা হয় যাতে অগ্নিকাণ্ডসহ কোন দুর্ঘটনায় আর একটিও প্রাণ হারাতে না হয় এবং জাতীয় সম্পদও অযথা বিনষ্ট না হয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

ডাঃ শফিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
পেশা ও পরিবেশ স্বাস্থ্য বিভাগ
জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) মহাখালী, ঢাকা।

শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে অথচ দেশের অধিকাংশ শিল্প-কারখানায় শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মালিক পক্ষের যে ব্যয় হয় সেটা খরচ হিসেবে না দেখে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। বড় শিল্প মালিকেরা বিষয়টি বুঝতে পারলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মালিকেরা বিষয়টি এখনো অনুধাবন করতে পারেননি। কর্মক্ষেত্রে ভালো ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিদ্যমান থাকলে শ্রমিকের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। শ্রম আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো হলো : পরিচ্ছন্নতা, বায়ু চলাচল এবং তাপমাত্রা ব্যবস্থা, কৃত্রিম আর্দ্রকরণ, জনবহুলতা, আলোর ব্যবস্থা, অগ্নি সংক্রান্ত ঘটনা, অতিরিক্ত ওজন, বিল্ডিং এবং যন্ত্রপাতির সুরক্ষা, যন্ত্রপাতিকে ঘেরাও করা, চলমান যন্ত্রপাতির উপর বা কাছাকাছি কাজ করা, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস ও ধুলা, বিপজ্জনক ধোয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা। (শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৫১-৯৯, সংশোধিত ২০১৩)।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান হচ্ছে নীতিমালা, পরিকল্পণা প্রণয়ন, সংগঠন ও বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং তা উন্নয়নের জন্যে প্রচেষ্টা বা ক্রিয়া।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মজীবীদের দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে কর্মক্ষেত্রে। কাজেই প্রতিষ্ঠান ছোট-বড় যাই হোক না কেন, কর্মীদের ইতিবাচক, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ দিতে হবে। কর্মীদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ না হলে যথাযথ কাজের পরিবেশ তৈরি হয় না কর্মক্ষেত্রে। সব কারখানার মালিক এই নীতিতে বিশ্বাস করে যে, একটা নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও আরামদায়ক কর্ম পরিবেশ টেকসই উন্নয়ন এবং উচ্চতর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কোম্পানীর লক্ষ্য শুধুমাত্র মুনাফা বৃদ্ধি নয় বরং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ও সামগ্রিক উন্নয়ন। কর্তৃপক্ষ এ জন্যে কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানে সংশ্লিষ্ট এবং কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভুত সকল ধরনের দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি কমাতে সচেষ্ট থাকবে। এভাবে কোম্পানী মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে কোম্পানী এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হবে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বের যেসব দেশ পিছিয়ে আছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ঝুঁকিমুক্ত নয়। জাতিসংঘ, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের সার্বিক পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ করার বিষয়ে ব্যাপক জোর দিয়েছে। বাংলাদেশও ইতোমধ্যে ঐ মিছিলে শরীক হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য আলাদা টয়লেট, সাবান, বিশ্রাম নেওয়ার কক্ষ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাপ্য সব সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের অধিকার সচেতনতাও প্রয়োজন। এসব নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক মানসিকতা যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন কর্মীদের সহযোগিতা। প্রতিষ্ঠানের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য নিয়মগুলোও সহজ হতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে বেতন বেশি, ঝকঝকে চকচকে পরিবেশ ও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ফিকে হয়ে যাবে যদি কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা না দেওয়া হয়। এছাড়া কর্মচারীদের সঙ্গে যে কোনো দুর্ঘটনার সময় কী করণীয়, সেসব বিষয়েও আমাদের আলোচনা এবং অনুশীলন করতে হবে।

শ্রম আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করা। তাই শ্রম আইনের আলোকে বলা যায়, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিকের বৈধ এবং আইনগত অধিকার। শ্রম আইন ২০০৬-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত পেশাগত স্বাস্থ্সেবা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো হলো---

১. পরিচ্ছন্নতা	২.পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল এবং তাপমাত্রা ব্যবস্থা
৩. আলোর ব্যবস্থা	৪. অগ্নি সংক্রান্ত ঘটনা
৫. কৃত্রিম আর্দ্রকরণ	৬. জনবহুলতা
৭. অতিরিক্ত ওজন	৮. বিল্ডিং ও যন্ত্রপাতির সুরক্ষা
৯. যন্ত্রপাতিকে ঘেরাওকরণ	১০. বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিষয়ে সতর্কতা
১১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার	১২. ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

মালিক, শ্রমিক এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর একযোগে তৎপর হলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন কিছু নয়। শুধু একটু সদিচ্ছা থাকলেই আমরা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে সারাবিশ্বে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারব।

'নিরাপদ কর্মপরিবেশ, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ ' - এই প্রতিপাদ্য নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দেশব্যাপী 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯' পালন করছে। এজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাস এবং টেকসই উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, বাংলাদেশ ৮৩ লাখ ইকোনমিক ইউনিট রয়েছে। সবক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে গণসচেতনতা প্রয়োজন।

রিহ্যাব নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ইনস্টিটিউটে তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্বুদ্ধকরণ ক্লাসও নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে পাবলিক হেলথ এ সরকারী পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান "জাতীয় রোগ প্রতিরোধ সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)" অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মতো পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিপসম এর অন্যতম অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি। এইসব বহুমাত্রিক তৎপরতা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় বাংলাদেশকে একটা পর্যায় উন্নীত করেছে। কিন্তু তাই বলে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই। এখনও অনেক কাজ বাকি। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে শিল্পের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিও টেকসই হবে না।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিক কর্মচারীর আইনগত অধিকার। শ্রমিকদের একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ প্রদান এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশের অনুশীলন করা প্রত্যেক মালিকের নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। শ্রম আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করা।

শ্রম আইনে উল্লেখিত পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো হলো: পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল এবং তাপমাত্রা ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, অগ্নিসংক্রান্ত ঘটনা, কৃত্রিম আর্দ্রকরণ, জনবহুলতা, অতিরিক্ত ওজন, বিল্ডিং ও যন্ত্রপাতির সুরক্ষা, যন্ত্রপাতিকে ঘেরাওকরণ, বিস্ফোরক দাহ্য গ্যাস ও বিপদজনক ধোঁয়ার বিষয়ে সতর্কতা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি। মালিক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর একযোগে কাজ করলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। ৮০'র দশকে গড়ে ওঠা পোশাক কারখানাগুলোতে শুরু থেকেই শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় কাজ করেছে। পোশাক কারখানাগুলো প্রথমত আবাসিক এলাকায় এবং পরবর্তী সময়ে বহুতল ভবনে গড়ে তোলা হয়। বেশীরভাগ ভবনই ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মেনে নির্মাণ করা হয়নি। যেসব আবাসিক ভবনে পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলোর অধিকাংশ ভবনেরই কারখানার যন্ত্রপাতির ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে না এবং ছিল না। অগ্নিনির্বাপনের কোন ব্যবস্থাও ছিল না।

নিরাপদ কর্মস্থল কর্মপরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরাপদ কর্মস্থলের অভাবে আমাদের দেশে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন প্রচুর শ্রমিক হতাহত হয়। কিন্তু তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে কর্মস্থগুলো বেশীরভাগই একতলা যেমন পাটকল, সুতাকল, রিরোলিং সবগুলোই একতলা কিংবা দোতলায় ছিল। ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহত কম হতো। নির্গমন পথ ছিলো সুগম। ফলে শ্রমিকরা দ্রুততার সঙ্গে কারখানা থেকে বের হয়ে যেতে পারতো এবং সহজে আগুন নেভানো যেতো।

আমাদের দেশে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস পালিত হয়। এটা বিশ্বজনীন স্বীকৃত সত্য যে, শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সুস্থ এবং নিরাপদ থাকলে শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যয় কোন খরচ নয় বরং বিনিয়োগ- এই উপলব্ধি বাংলাদেশের শিল্প মালিকদের মধ্যে এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে শ্রমিকরা এখনো কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাহিরে উভয়াবস্থাতেই বিপদগ্রস্ত। রানা প্লাজা ধসের পর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে পেশাগত নিরাপত্তা নিয়ে কাজ বেড়েছে। শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়ে একগুচ্ছ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হয়নি।

আমাদের দেশের শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে তাদেরকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তা খুবই অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত। আমাদের দেশের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন থেকে আইএলও কনভেনশন ১২১ ধারা অনুযায়ী 'লস অফ ইয়ার আর্নিং, পেইন এন্ড সাফারিং' ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি করে আসছে। কিন্তু সরকার ও মালিকরা এখনো শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত এই দাবিকে আমলে নেয়নি। কর্মস্থলে আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনেরও কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ ঐ শ্রমিকদের উপার্জন দিয়েই তার পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো হত। মোট কথা শ্রমিক ও তার পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তাই যখন কোন কারখানা গড়ে তোলা হবে তখন অবশ্যই তার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি কারখানায় যথাযথ অগ্নিনির্বাপকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জরুরী নির্গমনের পথ থাকতে হবে। যে ভবনে কোন কারখানা গড়ে তোলা হবে সে ভবনটি ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী করা হয়েছে কি না তা পরখ করে দেখতে হবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১ কোটির বেশী মানুষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। বার্ষিক গড় আয়ের বড় অংশ আসে শিল্প খাত থেকে। তাই এসব শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকদের নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এমন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব। যদি এই দিকটায় সঠিক এবং যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে অব্যাহতভাবে উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে এবং এগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে কাজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। নিরাপদ কর্মস্থল সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের জন্য একটি পূর্বশর্ত। এর মধ্য দিয়ে শিল্পের বিকাশ এবং আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতিও গড়ে তোলা সম্ভব।

শ্রমিকদের সবধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা করার এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের শর্তাবলী শুধু শ্রম আইন ও বিধিমালায় থাকলেই চলবে না তা বাস্তবায়নের জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পেশাগত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও নিয়োগ কর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে।

দুনিয়ার মজদুর এক হও।

শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ঃ সকল কর্মক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম সময়ের দাবি

এ. আর. চৌধুরী রিপন
নির্বাহী পরিচালক, ওশি

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী কারখানায় নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ছিলো ১ (এক) লাখ টাকা। অন্যদিকে আহতদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা হারালে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ ছিলো ১ (এক) লাখ ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা। সর্বশেষ ২০১৮ সালের সংশোধীত শ্রম আইনে মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ ২ লাখ টাকা এবং স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বাইরে সরকারের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে নিহত ও স্থায়ী কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা প্রদানের বিধান রয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা বিবেচনায় এই অর্থের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। একজন শ্রমিক সারা জীবন কত টাকা আয় করতেন, আহত হওয়ার পর তাদের ক্ষতি হিসাব করে ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর সরকারের অঙ্গীকার ছিল নিহত বা আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর নীতিমালাকে সামনে রেখে ক্ষতিপূরণের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। শুধু তৈরি পোশাক বা রপ্তানীমুখী কারখানাকে বিবেচনায় না নিয়ে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের শ্রমিককে এর আওতায় নিয়ে আসা সময়ের দাবি।

আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে 'লস অব ইয়ার আর্নিং' নীতিতে। শ্রমিকদের চাকরিকালীন হিসাব ধরে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানই ক্ষতিপূরণের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড। ফলে একটি স্থায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আর কোনো বিরোধ সৃষ্টি হবে না।

রানা প্লাজায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ১২শ' এর মতো শ্রমিক নিহত ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক আহত হওয়ার পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য কারখানাগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকারের পরিদর্শন ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়। রানা প্লাজায় দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ স্কিম ছিল খুবই জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। এর বাইরে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কেবল বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটলে পুরো দেশসহ সারা বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং এই খাতের দৈন্য দশা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ছোট ছোট দুর্ঘটনাগুলো থেকে যায় অন্তরালে। ফলশ্রুতিতে বেশির ভাগ শ্রমিকই ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন। বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে হতাহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ নিয়ে অনেকদিন থেকে কাজ করছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। আইএলও নীতিমালা অনুযায়ী একটি মানদণ্ড তৈরি এবং এর আলোকে আহত বা কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত স্কিম চালু করার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছিলো।

এসব পেক্ষাপট বিবেচনায় সরকারের পক্ষ থেকে ২০১৩ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নি নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ইস্যুতে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং পর্যালোচনার নিমিত্তে জাতীয় ত্রিপাক্ষিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সে লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে শুধু রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের জন্য একটি তহবিল গঠন করার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০১৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা একটি স্থায়ী জাতীয় এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। আইএলও কনভেনশন ১২১ এর ওপর ভিত্তি করে এরকম স্কিম কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সময়মতো যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করবে। এর আওতায় অক্ষম এবং কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকদের ওপর

নির্ভরশীলদের জন্য থাকবে দীর্ঘস্থায়ী পারিতোষিক, স্বাস্থ্য সেবা এবং আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে অভিযোজনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আপাতত এই স্কিমের আওতাভূক্ত করা হয়নি, যেখানে দেশের মোট শ্রম শক্তির ৮৫ শতাংশ শ্রমিক নিয়োজিত। উক্ত স্কিমে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার মধ্যে হারানো বেতন, চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা অন্যতম।

এক্ষেত্রে শুধু আইএলও কনভেনশন বিবেচনায় নিয়ে কাজ করা সমীচীন হবে না। সেই সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মালিকদের সক্ষমতাও বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। খসড়া বিধানে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিককেই বহন করার প্রাথমিক বিধান রাখা হয়েছে। তবে এটি আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনার পক্ষে নন মালিকপক্ষ। কেননা তাদের দাবি, শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে রপ্তানি মূল্যের (এফওবি) উপর ০.০৩ শতাংশ হারে তারা অর্থ প্রদান করছেন। আহত শ্রমিকদের জন্য বাড়তি অর্থ পরিশোধের প্রশ্নে এখনও তারা নারাজ। সেক্ষেত্রে অর্থের সংকুলান আসবে কোথা থেকে তা নিয়ে ভাবছে সরকার। কেননা, আইএলও মানদণ্ড অনুযায়ী স্কিম করতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এত টাকা প্রদানে মালিকপক্ষ সহজেই রাজি হবে না।

দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন ও শ্রমিকদের বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে আইএলও। সরকার, আন্তর্জাতিক পোশাক ক্রয়কারী কোম্পানি, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠনগুলোর উচিত সাম্প্রতিক ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনাগুলির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত ইন্সুরেন্স স্কিম তৈরি করা।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ স্কিম (ই.আই.আই) একটি সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি যার আওতায় পেশাগত দুর্ঘটনার জন্য যেই দায়ী হোক না কেন হতাহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়া তার অধিকার। কলকারখানায় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলে এই স্কীম হতাহত শ্রমিক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং শিল্প মালিককে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করবে। ই.আই.আই স্কীম এ পুনর্বাসন সেবা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মালিকরা আহত হওয়া দক্ষ শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) সুরক্ষা নিশ্চিতে উৎসাহী হবেন। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে ভূমিকা পালন করবে।

আইএলও'র প্রস্তাবনায় রয়েছে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ই.আই.আই স্কিম এর তহবিলে প্রত্যেক শ্রমিকের বেতনের ০.৩৩ শতাংশ জমা দিতে হবে। অর্থাৎ, কোনো শ্রমিকের মাসিক মজুরী ১০,০০০ টাকা হলে মালিককে সেই শ্রমিকের জন্য তহবিলে প্রতি মাসে ৩৩ টাকা প্রদান করবেন। তবে এই ৩৩ টাকা শ্রমিকের বেতন থেকে কেটে নেয়া যাবে না।

পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে প্রতিবন্ধী হওয়া কোন শ্রমিক উপার্জনে অক্ষম হলে ই.আই.আই স্কিম এর অধীনে তার বাকি জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। অন্যদিকে মৃত শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরাও এই স্কিমের আওতায় ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই আর্থিক সুবিধার পরিমাণ দুর্ঘটনার পূর্বে শ্রমিকের সর্বশেষ বেতনের ৬০% পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ার পূর্বে কোনো শ্রমিকের বেতন যদি প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা হয়, তবে তিনি তার বাকি জীবনের জন্য প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা করে পাবেন। পেশাগত দুর্ঘটনা পরবর্তী দায়িত্ব পালনে কোনো মালিক ব্যর্থ হলেও ক্ষতিগ্রস্তশ্রমিক ই.আই.আই স্কিম এর আওতাভূক্ত সুবিধা পাবেন।

ই.আই.আই স্কিম এর বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- শ্রমিকরা পেশাগত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এই স্কিম।
- পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে কোনো শ্রমিক স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তার জন্য যথাযথ পুনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে।
- গুরুতর আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নততর চিকিৎসা এবং সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।
- এই স্কিম চালু হলে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে ব্র্যান্ড এবং ক্রেতারা অধিক আগ্রহী হবে।
- এই স্কিম শ্রমিকদের পাশাপাশি মালিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিবে।
- এই স্কিম এর আওতায় ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের খরচ শুধু সংশ্লিষ্ট মালিকই নয়, সকল মালিক সম্মিলিতভাবে বহন করবেন।

কিন্তু এত এত সুবিধার কথা বলা হলেও এই স্কিমে বেশ কিছু দুর্বলতা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ই,আই,আই এর দুর্বলতার জায়গাটি হচ্ছে-শুধু শতভাগ রফতানিমুখী শিল্প খাতকে এই বীমার আওতায় রাখা হয়েছে কিন্তু এর বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্যান্য যেসব সাপ্লাই চেইন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত এবং রপ্তানী আয়ে অবদান রাখছে সেসব সেক্টরকে এই স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি বীমা হবে, নাকি ক্ষতিপূরণ হবে, নাকি সামাজিক সুরক্ষা স্কিম হবে সে সম্পর্কে এখনো কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। আবার তহবিলের অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে টাকা কোথা থেকে আসবে, কে কত শতাংশ অবদান রাখবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই খসড়া স্কিমে। আবার যদি বীমার কথা বলা হয়, তবে শ্রমিকদের মনে এ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা আসতে পারে। তারা ভাবতে পারে যে, যেহেতু বীমা সেহেতু হয়তো তহবিলে তাদেরও অবদান রাখতে হতে পারে, যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রদান করার কথা বলা হচ্ছে, যা পক্ষান্তরে মালিককে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে। এই স্কিমের আওতায় যেহেতু দুর্ঘটনা ঘটলে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ আসবে, সেহেতু মালিকরা এখন শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য-রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব প্রদান করবে। এছাড়া বহুজাতিক ব্র্যান্ড এবং ক্রেতা সংস্থা যেসব কারখানা থেকে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী আমদানি করে থাকে, সেখানে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক হতাহত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা দায়ী থাকবে না।

এই স্কিমকে আরো শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে কতিপয় সুপারিশমালা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে :

সর্বশেষ বাংলাদেশ শ্রম শক্তি জরিপ (২০১৭) অনুযায়ী দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির ৮৫.১ শতাংশ। এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে প্রাথমিকভাবে এই স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়নি। দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে কিভাবে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কীমের আওতায় আনা যায় সে সম্পর্কে কৌশলপত্র নির্ধারণ করা উচিত অথবা তাদের জন্য বিকল্প কোনো স্কীম চালু করা যেতে পারে। আবার দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি খাতকে এই স্কিম থেকে বাদ দেয়া যৌক্তিক হবে না।

- তহবিলের অর্থে কার কতটকু অবদান থাকবে সে সম্পর্কে একটি সুষম বণ্টন নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন।
- এই স্কিম ক্ষতিপূরণ হবে নাকি বীমা সে সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।
- এই স্কিমের আওতায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য সমন্বিত স্বাস্থ্য বীমা স্কিম নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে
- একাডেমিক কোর্স এমনকি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল অতি দ্রুত স্থাপন করে সেখান থেকে যুগোপযোগী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চত করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসনে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে নীতিমালায় দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
- এই স্কিমকে আরো কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের শক্তিশালী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড যারা পণ্য আমদানি করে, তাদেকে এই তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, গেলে কিভাবে তারা অবদান রাখবে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রয়োজন।
- দেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ জাহাজভাঙ্গা শিল্পে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর ইআআই প্রণয়ন প্রয়োজন।

নারী নির্মাণ শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

-সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

নারী নির্মাণ শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

নির্মাণ বাংলাদেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ একটি খাত। বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী এই খাতে ৩৪ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এর মধ্যে ৯৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৬ শতাংশ নারী শ্রমিক রয়েছে। নারী নির্মাণ শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় বেশি ঝুঁকি মোকাবিলা করে থাকে। যদিও নারী ও পুরুষ শ্রমিক নির্বিশেষে উভয়েরই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নারী পুরুষের সম অধিকার সত্ত্বেও নারী বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। নির্মাণ খাতে নারী শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তারা পুরুষদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে অথচ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো বিধান মানা হয় না। নারী হওয়ার কারনে তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

	প্রাতিষ্ঠানিক		অপ্রাতিষ্ঠানিক	
নির্মাণ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
	৫.৩%	৮.৩%	৯৪.৭%	৯১.৭%
সূত্র: লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-১৭, পৃষ্ঠা ২৩৯				

এই চার্ট অনুযায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিক বেশি কাজ করছেন। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য নির্মাণ খাত খুবই সম্ভাবনাময় এবং প্রয়োজনীয়। বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, হাসপাতাল ইত্যাদি আরও অনেক কিছু নির্মাণ বা মেরামতের দরকার হয়। এই নির্মাণের সাথে ব্যক্তি, রাষ্ট্র সবাই জড়িত। মালিক, ডেভেলপার, প্রকৌশলী, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ এবং শ্রমিক এর সমন্বয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর তারই একটি অবহেলিত অংশ হলো শ্রমিক আর তার মধ্যে আরো অবহেলিত হলো নারী শ্রমিক।

নারী নির্মাণ শ্রমিকের কাজের ধরন

নির্মাণের বিভিন্ন কাজের সাথে শ্রমিকরা নিয়োজিত থাকেন। নির্মাণ সামগ্রী মজুদ, স্তুপকরণ, সরান, বোঝাইকরণ, খালাস, মাটি কাটা, মাটি বহন, ইট ভাঙ্গা, ইট পরিষ্কার, পাইলিং, রড বাইন্ডিং, সাটারিং, রাজ, স্যানিটারি, প্লাম্বারিং, বিদ্যুত, কাঠ, ওয়েল্ডিং, টাইলস, থাইগ্লাস, এ্যালুমিনিয়াম, রং, পলিশ, লিফট ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ নির্মাণ শ্রমিকরা করেন। এইসব কাজের মধ্যে নারী শ্রমিকরা সব কাজই মোটামোটি করে থাকেন কিন্তু বেশিরভাগ সময় নারীরা মাটি কাটা, মাটি বহনের কাজ, ইট ভাঙা, ইট পরিষ্কার, টাইলস লাগানো ও পরিষ্কার করার কাজ, ছাঁদ ঢালাই এবং যোগালি হিসেবেই বেশি কাজ করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনী বিধি-বিধান

মালিক, ডেভেলপার, ঠিকাদার ও নিয়োগকর্তাগণকে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) রয়েছে। নিরাপত্তা বিষয়ে বিএনবিসি এবং অপরদিকে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয় শ্রম আইন ও বিধিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিএনবিসি, শ্রম আইন ও বিধিমালা সম্পর্কিত বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা মালিক ও শ্রমিকের উভয়ের উপরই ন্যস্ত।

বিএনবিসি বিল্ডিং নির্মাণ, ভেঙ্গে ফেলা, মেরামত, অলঙ্করণ, অপসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিল্ডিং এর সাথে জড়িত সকল প্রকার কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কোড মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রপার্টির মালিকের ওপর মূল দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, যিনি কোন ব্যক্তি, কোম্পানী বা সরকারের এজেন্সিও হতে পারেন। এছাড়া ‘মালিক’ এর সংজ্ঞায় ডেভেলপার কোম্পানীকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কোড মেনে চলার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ও প্লানারদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

সম্পূর্ণ বিএনবিসি কে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর সপ্তম ভাগে ৪টি অধ্যায় রয়েছে যার তৃতীয় অধ্যায়ে নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে যেসব নিরাপত্তা বিধান মেনে চলতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের পঞ্চম অধ্যায় এ স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে বিবৃত রয়েছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা, ধূলা-বালি ও ধোঁয়া, আলোর ব্যবস্থা, পান করার পানি, টয়লেটের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে।

তাছাড়া প্রসূতিকালীন নারী কর্মীদের কি ধরনের কাজ করানো যাবে এবং প্রসূতিকালীন সুবিধা কি হবে তা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিরাপত্তা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা, অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা, যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখা, চলমান যন্ত্রপাতির নিকট কাজ, ক্রেন এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি, ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত ওজন, চোখের নিরাপত্তা ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে আইন ও বিধিমালায় পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে।

চলমান পরিস্থিতি

নির্মাণ কাজ খুবই কষ্টকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ। পুরুষদের পাশাপাশি নারী শ্রমিকরা কাজ করছেন। অনেকে মনে করেন নারীর শ্রমের মূল্য কম এবং নারী পুরুষের তুলনায় কম কাজ করেন। তাছাড়া নারীদেরকে কাজের ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিতে হয় বলে অনেকে নারীদেরকে কাজে নিতে চান না। আইনে নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও বিশ্রাম কক্ষের বিধান থাকলেও তা মানা হয় না। মজুরি বৈষম্য তো রয়েছেই। পুরুষ সহকর্মীরা মনে করেন তাদের তুলনায় নারীরা কম কাজ করেন। আইনে নারীদের ওজন বহনের পরিমাপ পুরুষের তুলনায় কম বিধায় তারা তা মনে করেন। নারী শ্রমিকরা অতি দক্ষতার সাথে কাজ করেন কিন্তু তারা স্বীকৃতি পান না।

নারী শ্রমিকরা মূলত দুই ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। প্রথমত শ্রমিক হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত নারী হিসেবে। নারীরা কাজের দর-কষাকষি করতে না পারার কারনে মজুরি কম পান। সর্দারের মাধ্যমে কাজ করার কারনে ন্যূনতম মজুরির থেকে কম মজুরিতে কাজ করেন এবং তারা জানেন না যে তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি গেজেট বা আইনি সুবিধা রয়েছে। তারা সর্দার, ঠিকাদার এবং মালিকের কাছ থেকে গালাগালির শিকার হন। কখনো শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ এবং কুপ্রস্তাবেরও শিকার হন।

শ্রম আইনে নারীদেরকে রাত দশটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত তার অনুমতি ছাড়া কাজ করানো যাবে না এই বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে রাতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর্থিক দৈন্যতার কারনে এইসব নারীরা নির্মাণ এর মতো কষ্টসাধ্য কাজ করতে আসেন এবং গুটিকয়েক লোভী সহকর্মী পুরুষ শ্রমিক, ঠিকাদার ও মালিকদের কারনে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান না মানার কারণে তারা অনেক রোগে ভোগে থাকেন। অনিরাপদ পানি পানের কারনে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হন। আবার অনেক সময় খাবার পানির ব্যবস্থা না থাকার কারনে অথবা টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকার কারনে পানি পান থেকে বিরত থাকেন। এই কারণে অনেক সময় কিডনিতে সমস্যা এবং মূত্রনালীর সংক্রমণে ভোগে থাকেন। তাছাড়া নারীর জন্য প্রযোজ্য বিশেষ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মানা সম্ভব হয় না বিধায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন।

নারী নির্মাণ শ্রমিকরা সন্তান সম্ভবা হলে আর কাজ করতে পারেন না। তারা এই সময়ের জন্য মালিকের কাছ থেকে কোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা পান না। তবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যানে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করেন। কিন্তু তা পেতে অনেক সময় লাগে এবং এইসব বিষয়ে নারী শ্রমিকরা জানেন না।

আইনে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। নিয়োগপত্র থেকে শুরু করে চাকুরির কোন শর্তই পুরাপুরি অনুসরণ করা হয় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে মালিকদের শক্তিশালী সংগঠন থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ তাদের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে এ অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে এনজিওরাও এগিয়ে এসেছে।

এসআরএস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা মান উন্নয়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, আইনি সহায়তা, এডভোকেসি এবং অনুরূপ ধরনের সেবার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। নির্মাণ খাতের শ্রমিকদেরকে এবং ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শ্রম আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময় আলোচনা সভার আয়োজনও করছে। নির্মাণ খাতের নারী শ্রমিকদের অবস্থা বিবেচনা করে এসআরএস ২০ জন করে নারী শ্রমিককে নিয়ে ৫টি গ্রুপ গঠন করেছে। এই গ্রুপের সাথে আলোচনা সভা করা হয়। সেইসব আলোচনাতে তাদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা এবং ব্যক্তিগত অনেক বিষয় উঠে এসেছে। তাদের আলোচনায় পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় কম মজুরি পাওয়া অন্যতম একটি বিষয়। তাছাড়া কাজ করতে গিয়ে পুরুষ সহকর্মী, লেবার সর্দার, ঠিকাদার ও অনেক সময় সরাসরি মালিকের অসহযোগিতা, কটুক্তি, কুপ্রস্তাবের শিকার হতে হয়েছে বলে জানান। আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে যা কিছু থাকার নিয়ম তা তারা কখনই দেখেননি বা পাননি। অনেক সময় মজুরি দেওয়ার সময় ইচ্ছাকৃত দেরী করা, বসিয়ে রাখা এবং টাকা দেওয়ার সময় হাতে স্পর্শ করার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। এসব আলোচনা সভার মাধ্যমে নির্মাণ কাজে করণীয়, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, সচেতনতা, আইন ও অধিকার বিষয়ে জানতে পেরেছেন।

ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে কীভাবে একত্রিত হয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করবে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এসআরএস এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এসআরএস বিশ্বাস করে নির্মাণ শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্মাণ খাতের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সুপারিশ

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে নির্মাণ এলাকায় পরিদর্শন এর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;
- নারী শ্রমিকদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে;
- সরকার এবং মালিক যৌথভাবে প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা নীতিমালা থাকতে হবে;
- ডেভেলপার কোম্পানিসহ প্রত্যেক মালিককে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, সুপারভাইজার ও অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে বা প্রশিক্ষিতদেরকে নিয়োগ দিতে হবে;
- সেইফটি কর্মকর্তা বা সেইফটি কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করতে হবে;
- রিহ্যাবসহ অন্যান্য মালিক বা ডেভেলপার সংগঠনকে তাদের সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা গঠন করতে হবে যেখানে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি জোর দিতে হবে এবং এ সংগঠনসমূহের নিজস্ব পরিদর্শক বা অডিটিং ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- সরকারের প্রকিউরমেন্ট বা টেন্ডার পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যাতে শুধু সেসব প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে যেসব প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথেষ্ঠ ব্যবস্থা রয়েছে;
- প্রত্যেক নির্মাণ কাজ শুরুর আগে 'সেইফ্‌টি প্লান' সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- বিএনবিসি অনুসরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ত্বরিত গতিতে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে শাস্তির বিধানে পরিবর্তন আনতে হবে এবং ভ্রাম্যমান আদালতের বিধান চালু করে তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সকল শ্রমিকের অধিকার। নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ শিল্প বিধায় এই শিল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য যে কোন সেক্টরের তুলনায় নারী নির্মাণ শ্রমিকরা খুবই অবহেলিত এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে শোভন কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে এসআরএস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্র বৈষম্যহীন ও নিরাপদ হবে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে এই আমাদের সবার প্রত্যাশা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমজীবী মানুষের সক্ষমতা উন্নয়নে দু'দশক ধরে কাজ করছে বিল্‌স

মোঃ ইউসুফ আল-মামুন
উপ-পরিচালক (তথ্য ও প্রকাশনা),
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডজ (বিল্‌স)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মক্ষেত্রের জন্য বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয়, বিশেষতঃ শ্রমিকের জীবনের সুরক্ষা ও তার শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা অনেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা মনে করতে পারি, যা আমাদের শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তবে আশার কথা হলো, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশে যথাযথ আইন, বিধি ও নীতিমালা রয়েছে, যার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর জন্য চাই আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, শিল্পসম্পর্কের সঠিক চর্চা ও সামাজিক সংলাপ এবং সর্বোপরি সচেতনতা জোরদার করা।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এর আলোকে একটি জাতীয় পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় জাতীয় সেইফটি কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এই নীতিমালাকে কার্যকর করতে সহায়ক রয়েছে শ্রম আইন ও বিধিমালা। সে অনুযায়ী কারখানা পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেইফটি কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম), যেটি জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল যে ইস্যুটি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ।

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স মূলতঃ জাতীয় পর্যায়ের প্রধান ১২টি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সমর্থন ও অংশগ্রহণে পরিচালিত হচ্ছে, যা শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সক্ষমতা বিনির্মাণে কাজ করে আসছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মূলত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন, কার্যকর শ্রম পরিদর্শন নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রভিত্তিক যুগোপযোগী স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন, মালিকপক্ষের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা, আইন ও নীতি বাস্তবায়নে মালিকপক্ষের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার ও মালিকপক্ষের অংশীদার হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নকে সক্ষম করে তোলার কাজে সহযোগিতা করে আসছে বিল্‌স। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক তৈরী করার কাজেও সহযোগিতা করছে বিল্‌স।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা বিবেচনায় রেখে বিল্‌স যে নীতি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শ্রমিকের জীবন রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা, এ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও সংশোধনীর সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সংশ্লিষ্টতা, নীতি নির্ধারনী ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটির সঙ্গে বৈঠক ও সামাজিক সংলাপ, শ্রমিক-অংশীদার-সমাজকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে

সচেতন করে তোলা, ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বিনির্মাণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং আইনী সহযোগিতার ওপর।

বিল্‌স নীতি গ্রহণের পাশাপাশি একে এগিয়ে নিতে যে কৌশলগত পরিকল্পনা করেছে তার মধ্যে রয়েছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কার্যকর সমন্বয় কমিটি গঠন করা, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিশেষায়িত টিম গঠন, সেক্টরভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন টিম গঠন যার মধ্যে প্রধাণত রয়েছে নির্মাণ, রি-রোলিং, তৈরী পোশাক ও বিদ্যুৎ খাত, অসংগঠিত খাতসমুহকে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সহায়তা করতে অঞ্চলভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম গঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

এ সমস্ত নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনার ফলে সেক্টরভিত্তিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে। যেমন, জাহাজভাঙ্গা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিল্‌স এর উদ্যোগে ২০১০ সালে চট্টগ্রামে বিভিন্ন শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহবায়ক কমিটি, যেটি উক্ত শিল্পে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, অ্যাডভোকেসি ও লবিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। একই সময়ে সীতাকুন্ডে বিল্‌স এর উদ্যোগে স্থাপিত হয় একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যক্যাম্পের নিয়মিত আয়োজন করে থাকে। এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে জাহাজভাঙ্গা কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা কমে এসেছে, শ্রমিকদের সচেতনতাও জোরদার হয়েছে। তবে শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্থায়ী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন পরিদর্শন কার্যক্রমকে নিয়মিত ও জোরদার করা। সে লক্ষ্যেও বিল্‌স সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

এর আগে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও তাদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে গঠিত হয় খুলনা চিংড়ি শিল্প শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ সমন্বয় কমিটি। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও ন্যায্য মজুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এই কমিটি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করেছে। এর ধারাবাহিকতা বিল্‌সকে পরবর্তীতে মৎস্যশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে।

একই সময়ে চালকল ও চাতাল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দিনাজপুর, খুলনা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে গঠিত হয় চাতাল শ্রমিক সহায়তা কমিটি (চাসক)। চাতাল শ্রমিকদের ওপর গবেষণা পরিচালনা, শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, সরকারের সাথে এডভোকেসি ও লবি, ক্যামপেইন পরিচালনা, চাতালের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, আইন সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসনে এই কমিটি কাজ করেছে। কমিটির মাধ্যমে বিল্‌স নিরাপদ চাতালের একটি মডেল ও প্রস্তাবনা করে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সাথে নিয়মিত বৈঠকের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে বয়লার বিস্ফোরণে হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার বিষয়েও বিভিন্ন পক্ষের সাথে কাজ করেছে এই কমিটি।

নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১০ সালে নির্মাণ শ্রমিকদের সকল ইউনিয়ন, ফেডারেশন মিলে গড়ে তোলে নির্মাণ শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। বিল্‌স এর সহযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ের একটি সম্মেলনের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিক ঐক্য পরিষদে ৫ দফা দাবীনামা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং এটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এতে পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত যে দাবীটি ছিল তার মধ্যে কর্মস্থলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে যথোপযুক্ত নিরাপত্তা সামগ্রী নিয়োগকর্তা কর্তৃক সরবরাহ করাসহ শক্ত মাঁচা, সিঁড়ি, সেফটি নেটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ, দূর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিক নিহত হলে তাঁর পরিবারকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদান, আহত হলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, স্থায়ীভাবে অঙ্গহানী হলে কমপক্ষে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান, পেশাগত রোগের কারণে শ্রমিক আংশিক/সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারালে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও দুর্ঘটনার ন্যায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, পুরুষ শ্রমিকদের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ কেজি এবং মহিলা শ্রমিকদের জন্য ২০ কেজির বেশী ওজন বহন নিষিদ্ধ করা, সরকার কর্তৃক নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারী হাসপাতাল সমূহে নির্মাণ শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা, কর্মস্থলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক পৃথক পর্যাপ্ত শৌচাগার ও ধৌতাগারের ব্যবস্থা করা এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দাবীগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে আইএলও'র সহযোগিতায় নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য

আইডি কার্ড প্রদান সংক্রান্ত একটি পাইলট প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে বিল্স। এ ছাড়া নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা স্কিম চালু করার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করে বিল্স। এর ফলে কোনো নির্মাণ শ্রমিক কোনো ধরনের দুর্ঘটনায় পড়লে, অসুস্থ হলে বা মারা গেলে দুই লাখ টাকা দেবে সরকার। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য চালু করা এ বীমার প্রিমিয়াম বছরে ১ হাজার ৩০০ টাকা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে দু'বছরের একটি প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে বিল্স, যার মাধ্যমে নির্মাণ, রি-রোলিং, ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন, ওএইচএস টিম গঠন, গবেষণা, তথ্য সেবা, ডকুমেন্টেশন এবং প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে হতাহত শ্রমিকদের স্মরণে কোমেমরেশন ডে পালন করা। এখনও প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল দিনটিকে কেন্দ্র করে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে বিল্স, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিবছর বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে হতাহত শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য, গবেষণা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মিডিয়াতে প্রকাশ করে জনমনে সচেতনতা তৈরী করা।

পেশাগত কারণে অসুস্থ এবং দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদেরকে চিকিৎসা সেবা, বিকল্প প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় কর্মক্ষম করার লক্ষ্যে বিল্স ঢাকার কল্যাণপুরে ২০১১ সালে একটি ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ৮৭ জনকে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন ও ২৬ জন কে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ প্রদান করা হয়। এই কেন্দ্রের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার্থে স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে রানা পাজা দুর্ঘটনার পর এই কেন্দ্রটি সাভারে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে পরবর্তী দু'বছর রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক চিকিৎসাসেবা, ফিজিওথেরাপি, রানা প্লাজায় আহত গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের সার্বিক সেবা ও পরিচর্যা এবং আহত শ্রমিকদের পূনর্বাসনে এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়।

বিল্স এর গবেষণা টিম ২০১২ সালে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারীতে পাথর গুঁড়ো করার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি গবেষণার মাধ্যমে তাদের দেহে মরণব্যাধি সিলিকোসিসের উপস্থিতির সন্ধান পায়। পেশাগত এই মরণব্যাধী রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ও এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিরোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিল্স লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী এলাকায় সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের সুরক্ষায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে ছিল স্বাস্থ্যক্যাম্প ও সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য নিবিড় পরিচর্যা ও চিকিৎসা, কৌশলগত নীতি প্রণয়নে জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমিয়ে আনতে করণীয় নির্ধারণে মালিকপক্ষ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচার ও প্রকাশনা।

শ্রমঘন এলাকা হিসেবে চট্টগ্রামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা জোরদার করতে ২০১৭ সাল থেকে সেখানে নিয়মিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলার আয়োজন করে আসছে। এই মেলায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণ, নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদর্শন ও পরিচিতি, কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনার মাধ্যমে পরিদর্শনকারীদের মধ্যে সচেতনতা জোরদার করা সম্ভব হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ইস্যু নিয়ে বিল্স এর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সরকার ও মালিকপক্ষের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি ও লবিং করে থাকেন থাকেন, যার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার ফলপ্রসূ সমাধানে উদ্যোগ নেয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। এ বিষয়ে সম্যক অবগত হতে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনও করে থাকেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য অংশীদারদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে বিল্স শুরু থেকেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রেখেছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ, যুব নেতৃবৃন্দের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও ফলোআপ প্রশিক্ষণ, আইএলও ও 'এনসিসিডবিউইর' সাথে এবং শ্রম পরিদর্শন বিভাগের সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে প্রচার, প্রকাশনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি শ্রমজীবী মানুষ ও জনমনে তুলে ধরা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় প্রকল্পসমূহের আওতায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে হ্যান্ডবুক, লিফলেট, স্লোগানসমৃদ্ধ ফেস্টুন, স্টিকার, ব্যাগ, টি-শার্ট, ক্যাপ, ছাতা ইত্যাদি তৈরী ও বিতরণের মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা তৈরীতে বিল্‌স প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিভন্ন দিবস উপলক্ষে র‌্যালি ও বিভিন্ন সময়ে কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে বিল্‌স।

এভাবে শ্রমজীবী মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি আরও এগিয়ে নিতে ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, যার সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে বিল্‌স। এই ফোরাম কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখে ও তা পর্যালোচনা করে শ্রমিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরকার, মালিকপক্ষ ও মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে।

উপরোল্লেখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিল্‌সের যে অর্জন হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মজীবী মানুষের জন্য একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, যার অংশীদার সরকার, মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও নাগরিক সমাজ। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রণয়নে সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যুক্ত থেকে বিল্‌স তার ভূমিকা পালন করেছে, জাহাজভাঙ্গা কর্মক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছে, টাম্পাকো দুর্ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত কমিটিতে যুক্ত থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিকপক্ষের বক্তব্য তুলে ধরেছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পক্ষসমূহের সমন্বয়ে গঠিত রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বন্টন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করেছে- এই ভাবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা এবং তাদের জন্য নিরাপদ কর্ম ক্ষেত্র ও শোভন কাজ নিশ্চিত করতে প্রতিনিয়িত কাজ করছে বিল্‌স। তাই নিরাপদ কর্মক্ষেত্র বিষয়ে বিল্‌স এর নীতিগত শ্লোগান হচ্ছে "নিরাপত্তা শ্রমিকের মানবাধিকার, দরকষাকষির বিষয় নয়"। আর ক্যাম্পেইনের জন্য শ্লোগান "নিরাপদ কর্মক্ষেত্র জীবন বাঁচায়, উৎপাদন বাড়ায়"।

শ্রমিকের জন্য বিল্‌স এর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে- এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

Thoughts of Ethical Issues in Occupational Safety and Health

A.K.M Masum Ul Alam
Adjunct Faculty
Department of Occupational and Environmental Health
Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
Email:akmmasumulalam@gmail.com

At the workplace or on the enterprise level, the issues of productivity and safety and health involve the employer and those employed both as a collective and as individuals. There are also situations where public interests are involved, represented by government agencies or other institutions claiming a legitimate need to know.

The question which immediately arises is how these needs are to be reconciled and what conditions should be satisfied before the needs to know of the enterprise or society can legitimately override the individual's right to privacy. There are ethical conflicts needing to be resolved in this reconciliation process. If the needs to know of the enterprise or employer are not compatible with the needs to protect the privacy of the employees, a decision has to be made as to which need, or right to information, is paramount. The ethical conflict arises from the fact that the employer is usually responsible for taking preventive action against occupational hazards. To exercise this responsibility the employer needs information on both working conditions and the safety and health of the employees. The employees may wish some types of information about themselves to be kept confidential or secret, even while accepting the need for preventive measures.

Moral Perspectives

The ethical issues and conflicts in the occupational safety and health sphere may be approached using the two classical ethical paradigms- consequentialist ethics or deontological ethics. Consequentialist ethics focuses on what is good or bad, harmful or useful in its consequences. As an example, the social ambition expressed as the principle of maximizing benefits for the greatest number in a community is a reflection of consequentialist ethics. The distinctive feature of deontological ethics is to regard certain actions or human behaviour as obligatory, such as for example the principle of always telling the truth-the principle of veracity-regardless of its consequences. The deontologist holds moral principles to be absolute, and that they impose an absolute duty on us to obey them. Both these paradigms of basic moral philosophy, separately or in combination, may be used in ethical assessments of activities or behaviours of humans.

Human Rights

When discussing ethics in occupational safety and health, the impact of ethical principles on human relationships and the questions of needs to know at the workplace, it is necessary to clarify the main underlying principles. These can be found in international human rights documents and in recommendations and guidelines stemming from decisions adopted by international organizations. They are also reflected in professional codes of ethics and conduct.

Ethical Principles

The principle of autonomy focuses on the individual's right to self-determination. According to this principle all human beings have a moral obligation to respect the human right to self- determination so long as it does not infringe on the rights of others to determine their own actions on matters concerning themselves. One important consequence of this principle for the practice of occupational safety and health is the moral duty to regard some types of information on individuals as confidential.

The second principle, the principle of care, is a combination of two ethical principles-the non-maleficence principle and the beneficence principle. The first prescribes a moral obligation for all humans not to cause human suffering. The beneficence principle is the duty to do good. It dictates that all humans are under a moral obligation to prevent and to eliminate suffering or harm and also to some extent to promote well-being. One practical consequence of this in the practice of occupational safety and health is the obligation to seek in a systematic way to identify risks at the workplace, or instances where safety health or life quality are disturbed as a result of workplace conditions, and to take preventive or remedial action wherever such risks or risk factors are found. The beneficence principle may also be evoked as a basis for occupational health research.

The principle of equity implies the moral obligation of all human safety beings to respect each other's rights in an impartial way and to contribute to a distribution of burdens and benefits in such a way that the least privileged members of the community or the collective are given particular attention. The important practical consequences of this principle lie in the obligation to respect the right to self-determination of everyone concerned, with the implication that priority should be given to groups or individuals at the workplace or in the labour market who are most vulnerable or most exposed to risks at the workplace.

These trends have supported the emergence of the concept of integrity as an important value, intimately related to autonomy. Integrity in its ethical meaning signifies the moral value of wholeness, constituting all human beings as persons and ends in themselves, independent in all functions and demanding respect for their dignity and moral value. The concepts of autonomy and integrity are related in the sense that the integrity is expressing a fundamental value equivalent to the dignity of the human person.

Privacy and Confidentiality

Respect for the privacy and confidentiality of persons follows from the principle of autonomy. Privacy may be invaded and confidentiality violated by revealing or releasing information that can be used to identify or expose a person to unwanted or even hostile reactions or responses from others. This means that there is a need to protect such information from being disseminated. On the other hand, in the event the information is essential to discover or prevent risks at the workplace, there is a need to protect individual employees and indeed sometimes the health of a larger collective of employees who are exposed to the same workplace risks.

It is important to examine whether the need to protect information on individuals and the need to protect the health of the employee collective and to improve working conditions are compatible. It is a question of weighing the needs of the individual versus the benefits of the collective. Conflicts may therefore arise between the principles of autonomy and beneficence, respectively. In such situations it is necessary to examine the questions of who should be authorized to know what and for what purposes.

It is important to explore both these aspects. If information derived from the individual employees could be used to improve working conditions for the benefit of the whole collective, there are good ethical reasons to examine the case in depth. Procedures have to be found to deny unauthorized access to information and to use of the information for purposes other than those stated and agreed on in advance.

Ethical Analysis

In an ethical analysis it is essential to proceed step by step in identifying, clarifying and solving ethical conflicts. However, vested interests of various kinds, and of various actors at the workplace or in the labour market, can present themselves as ethical interests or stakeholders.

The first elementary step is therefore to identify the main parties involved and to describe their rational interests and to locate potential and manifest conflicts of interests. It is an essential prerequisite that such conflicts of interests between the different stakeholders are made visible and are explained instead of being denied. It is also important to accept that such conflicts are quite common. In every ethical conflict there are one or several agents and one or several subjects concerned by the action undertaken by the agent or agents.

The second step is to identify the relevant ethical principles of autonomy, beneficence, non-maleficence and equity.

The third step consists in identifying ethical advantages or benefits and costs or disadvantages for those persons or bodies who are involved in or affected by the problem or the occupational health issue. The expressions ethical gains or ethical costs are here given a rather broad meaning. Anything which may reasonably be judged to be beneficial or to have a positive impact from an ethical point of view is a gain. Anything which may affect the group in a negative way is in an analogous way an ethical cost.

These basic principles of ethics (autonomy, beneficence and equity) and associated steps of analysis apply both for handling of information in the day-to-day practice of professional occupational safety and health work and for handling and communication of scientific information.

This is another way of saying that the authority of ethical principles, as referred to earlier in this text, is determined by the individual person or group of persons, who may or may not agree as to what is intellectually or emotionally acceptable.

This means that in solving ethical conflicts and problems the dialogue between the different interests involved assumes significant importance. It is essential to create a possibility for everyone concerned to exchange views with the others involved in mutual respect. If it is accepted as a fact of life that there are no objectively correct solutions for ethical conflicts, it does not follow that the definition of ethical positioning is entirely based on subjective and unprincipled thinking. It is important to keep in mind that issues related to confidentiality and integrity may be approached by various groups or individuals with points of departure based on widely differing norms and values. One of the important steps in an ethical analysis is therefore to design the procedure for contacts with and between the persons and collective interests concerned, and the steps to be taken to initiate the process ending in agreement or disagreement with respect to the handling or transfer of sensitive information.

Lastly, it is emphasized that ethical analysis is a tool for examination of practices and optional strategies of action. It does not provide blueprint answers to what is right or wrong, or to what is thought to be acceptable or not acceptable from an ethical point of view. It provides a framework for decisions in situations involving the basic ethical principles of autonomy, beneficence, maleficence and equity.

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রম আইন এবং সেইফটি কমিটির ভূমিকা

মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া
উপমহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১. পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ঃ

১.১ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝি ঃ

কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকির সাথেই মানুষের বসবাস। আর নিরাপত্তা ও নিয়ম নীতির ব্যত্যয় হতে ঝুঁকির সৃষ্টি। কলকারখানা, নির্মাণক্ষেত্র, যানবাহন, কৃষিক্ষেত্র, এমনকি গৃহস্থালী কাজের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি ও এর পরিণতির সাথে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। এসব ঝুঁকি হতে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের কর্মক্ষেত্র, পেশা এবং ও তার পারিপার্শ্বিক প্রভাবে সৃষ্ট ঝুঁকি হতে "পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য" বিষয়টির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা পেশার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকির সুব্যবস্থাপনার দ্বারা শ্রমিকের দৈহিক নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বুঝে থাকি। মূলত কলকারখানা, নির্মাণক্ষেত্র, অফিস আদালত, যানবাহন ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং এসবের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

১.২ বাংলাদেশ শ্রম আইনে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধান ঃ

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন আইন। বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এ (২০১৩ সালে সংশোধিত) অন্যান্য বিষয়ের সাথে শ্রমিকের কল্যাণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, কর্মঘণ্টা, মজুরী, চাকুরীর শর্তাবলী, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আইনের ২১টি অধ্যায়ের মধ্যে এ বিষয়ে ৭টি অধ্যায়ে ৯১টি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আইনে অন্তর্ভুক্ত মোট ৫টি তফসিলই স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে প্রণীত হয়েছে । এছাড়া লঙ্ঘন ও ক্রটির ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রদানের জন্য অপর একটি অধ্যায়ের ৮টি ধারায় শাস্তির বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে । এ সকল অধ্যায়, তফসিল ও ধারার পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো ঃ

অধ্যায়	বিষয়	ধারার সংখ্যা	ধারার ক্রমিক
১। তৃতীয় অধ্যায়	কিশোর শ্রমিক নিয়োগ	১১	৩৪ হতে ৪৪
২। চতুর্থ অধ্যায়	প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা	৬	৪৫ হতে ৫০
৩। পঞ্চম অধ্যায়	স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা	১০	৫১ হতে ৬০
৪। ষষ্ঠ অধ্যায়	নিরাপত্তা	১৮	৬১ হতে ৭৮
৫। সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্য,স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান	১০	৭৯ হতে ৮৮
৬। অষ্টম অধ্যায়	কল্যাণমূলক ব্যবস্থা	১১	৮৯ হতে ৯৯
৭। দ্বাদশ অধ্যায়	দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ	২৫	১৫০ হতে ১৭৪
৮। উনবিংশ অধ্যায়	অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি	৮/৩৪	২৮৪,২৮৫,২৮৬,২৮৮, ২৯০,৩০ ২,৩০৭ ও ৩০৯

বাংলাদেশ শ্রম আইন ছাড়াও ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা-২০০৬, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০০৬, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩, বয়লার আইন, পরিবেশ আইন, বিদ্যুৎ আইন প্রভৃতিতে পরিবেশ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে শ্রমিকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আমাদের আলোচ্য বিষয়টি মূলত শ্রম আইন কেন্দ্রিক।

২. কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি ও তার প্রতিকার ঃ

২.১ ঝুঁকির উৎস ও কার্যকারণ ঃ

আমরা জানিয়ে, ঝুঁকির প্রকাশ ঘটে দুর্ঘটনার মাধ্যমে। আর কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি ও কাজের ধরনের উপর ঝুঁকির প্রকৃতি ও প্রকাশ নির্ভর করে। আমাদের সমাজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত কর্মক্ষেত্রের মধ্যে– বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প, কৃষিক্ষেত্র, নির্মাণক্ষেত্র, পরিবহন সেক্টর ও পরিসেবা সেক্টর গুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক কিছু কিছু কর্মক্ষেত্র রয়েছে-যেগুলিতে বিভিন্ন প্রকৃতির কম বেশি ঝুঁকি রয়েছে। সেক্টর নির্বিশেষে সকল কর্মক্ষেত্রে যেসব উপাদান ও কার্যকারণ ঝুঁকির কারণ হয়ে থাকে সেগুলির মধ্যে মেশিন বা কর্মযন্ত্রের অনিরাপদ পরিচালনা, ত্রুটিযুক্ত ভবন ও অবকাঠামো, নির্মাণ সেক্টরের কর্মপ্রক্রিয়ার অব্যবস্থাপনা, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইনের ত্রুটি ও অব্যবস্থাপনা, হাউজকিপিংয়ে অব্যবস্থাপনা, ত্রুটিপূর্ণ কর্মপ্রক্রিয়া, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশগত অব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যতম। আর ঝুঁকির নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে আমাদের অসচেতনতা ও অসতর্কতা। এর প্রধান দায়ভার সাধারণত: মালিক ও শ্রমিকের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের উপরও বর্তায়।

২.২ ঝুঁকি হতে যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটে ঃ

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি হতে শ্রমিকরা যেভাবে দুর্ঘটনা ও শারীরিক ক্ষতির শিকার হন সেগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

ক. যন্ত্র বা মেশিনারী হতে দুর্ঘটনা ঃ মেশিনের কর্মপদ্ধতির কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনাকে চিহ্নিত করার জন্য যন্ত্রশ্রেণীকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়:

ক.১ মূখ্য চালক যন্ত্র ঃ যেমন- পাট কলের সফনার মেশিন, টেক্সটাইলের ড্রইং সিমপ্লেক্স মেশিন, যান্ত্রিক কারখানার মোল্ডিং মেশিন বা গার্মেন্টসের সুইং মেশিন ইত্যাদি।

ক.২ ঘূর্ণায়মান/চলমান যন্ত্রাংশ ঃ যেমন শ্যাফ্‌ট, হুইল, পুলি বেল্ট, পিনিয়াম ইত্যাদি।

ক.৩ উত্তোলক যন্ত্র ঃ যেমন ক্রেন, হয়েস্ট, লিফ্‌ট, কপিকল ইত্যাদি।

ক.৪ বিবিধ মেশিনারী।

খ. পড়ন্ত বস্তু হতে দুর্ঘটনা ঃ যেমন নির্মাণ শিল্পে বস্তুর পতন, স্ট্যাকিংয়ের সময় গাইট বা কার্টুন পতন ইত্যাদি। বস্তুর পতন তিনভাবে ঘটতে পারে। যথা:-

খ.১ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজের কর্ম প্রক্রিয়া হতে,

খ.২ অন্য ব্যক্তির কর্ম প্রক্রিয়ার কারণে এবং

খ.৩ অপ্রত্যাশিতভাবে।

গ. ব্যক্তির পতনজনিত দুর্ঘটনা ঃ এটি তিনভাবে ঘটতে পারে। যথা :-

গ.১ উঁচু অবস্থান হতে ব্যক্তির পতন ঃ যেমন নির্মাণ শিল্পে মাঁচা ভেংগে বা রশি ছিড়ে পতন,

গ.২গহ্বর বা কূপে পতন ঃ যেমন জাহাজের পিটে পতন,

গ.৩ মেঝে বা চলাচলের পথে পতন ঃ পিচ্ছিলজনিত কারণে বা ধাক্কা/হোচট খেয়ে পতন।

ঘ. ঘূর্ণমান বা চলমান বস্তুর আঘাতজনিত দুর্ঘটনা ঃ

ঘ.১ লাইনের উপরে চলমান ঃ যেমন ট্রলি বা যানবাহনের আঘাত,

ঘ.২ লাইন বহির্ভূত চলমান ঃ যেমন কাগজ বা কাপড়ের চলমান রোল।

ঙ. হ্যাণ্ড টুলস ও পরিত্যক্ত বস্তু হতে দুর্ঘটনা ঃ যেমন হ্যামার, নাইফ, লিভার ইত্যাদির আঘাত, কাচ, পিন বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি।

চ. গতিশীল ও উড়ন্ত বস্তু হতে দুর্ঘটনা ঃ

চ.১ নিজের প্রক্রিয়াধীন কাজ হতে উড়ন্ত বস্তু, এবং

চ.২ অন্যের প্রক্রিয়াধীন কাজ হতে উড়ন্ত বস্তু' । যেমন- টার্ণিংয়ের কাজে উৎক্ষিপ্ত বস্তুকণা, তাঁতের উড়ন্ত মাকু ।

ছ. বিস্ফোরণ ও অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা ঃ

ছ.১ সরাসরি অগ্নিদগ্ধ,

ছ.২ গরম বাষ্প, ধোঁয়ায় আক্রান্ত,

ছ.৩ ক্ষতিকর রশ্মিতে আক্রান্ত,

ছ.৪ উত্তপ্ত বস্তু বা গলিত ধাতু দ্বারা দগ্ধ,

ছ.৫ বিস্ফোরণ জনিত আঘাত ও দগ্ধ।

জ. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঃ যেমন– বৈদ্যুতিক লাইন, সরঞ্জাম বা মেশিন হতে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুর্ঘটনা।

ঝ. রাসায়নিক ও বিষাক্ত বস্তু এবং ক্ষতিকর ধূলাবালি হতে দুর্ঘটনা ঃ

ঝ.১ সরাসরি শারীরিক সংস্পর্শে আক্রান্ত ঃ যেমন এসিড, কস্টিক ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত ;

ঝ.২ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আক্রান্ত ঃ যেমন বিষাক্ত গ্যাস, ফিউম হতে পেশাগত ব্যাধি

ঝ.৩ ধূলাবলি, পণ্যের গুড়া ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত ঃ যেমন তামাক, সিমেন্ট, ধাতব ডাস্ট ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত।

ঞ. ভবন/স্থাপনার কারণে দুর্ঘটনা ঃ যেমন ভবন ধস বা ছাদ, দেয়াল, স্তম্ভের ভেংগে পড়া।

ট. বিবিধ উপায়ে দুর্ঘটনা ঃ

ট.১ শারীরিক অবসাদের ফলে দুর্ঘটনা ;

ট.২ সহিংস ঘটনার শিকার ;

ট.৩ শ্রেণীবিহীন দুর্ঘটনা ঃ যেমন দায়িত্বরত অবস্থায় মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে দুর্ঘটনা।

২.৩ দুর্ঘটনার দায়িত্ব নির্ধারণ ঃ

সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান পূর্বক এর দায় দায়িত্বকে নিম্নোক্ত ৫ টি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায় ঃ

ক. অপ্রত্যাশিত বা দৈব দূর্বিপাক ;

খ. ব্যবস্থাপনার ভুলের কারণে ;

গ. আক্রান্ত ব্যক্তির নিজের ভুলের কারণে ;

ঘ.অন্য কর্মীর ভুলের কারণে ;

ঙ. কারণ অস্পষ্ট ।

২.৪ আঘাতের মাত্রা ঃ

আঘাতের ধরন ও দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার আলোকে সংঘটিত দুর্ঘটনাকে নিম্নোক্ত ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

ক. প্রাণঘাতি বা মারাত্মক আঘাত (দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে) (Fatal Injury)

খ. গুরুতর আঘাত (Serious Injury)

গ.সামান্য আঘাত (MinorInjury)

২.৫ ঝুঁকি প্রতিরোধে করণীয়ঃ

"Accident never comes accidentally, it is always caused."

অর্থাৎ প্রতিটি দুর্ঘটনার পিছনে সুনির্দিষ্ট কার্য কারণ থাকে। এবং তা দূর করা গেলে দুর্ঘটনাটি এড়ানো সম্ভব। স্বত:সিদ্ধ এ কথাটি মেনে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও তার প্রতিকারে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। দুর্ঘটনার প্রকাশভঙ্গীর আলোকে উৎস মূলেই ঝুঁকি প্রতিরোধ করা সম্ভব হলে দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুশীলন করা উচিৎ ঃ

(১) কাজ শুরু ও মেশিন চালু করার পূর্বে কাজের উপকরণাদি, মেশিন ও পারিপার্শ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ভালভাবে পরীক্ষা করে নিন ;

(২) যন্ত্রের On/Of control ও বৈদ্যুতিক সংযোগ যথাযথ রয়েছে কিনা পরীক্ষা করুন ;

(৩) মেশিনের বিপজ্জনক অংশ ও চলমান/ঘূর্ণায়মান অংশে ঘেরা, ঢাকনা বা গার্ড রয়েছে কিনা পরীক্ষা করুন এবং ত্রুটি থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে দূর করুন ;

(৪) প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করুন ;

(৫) বিশেষ কাজে নির্দিষ্ট পোশাক ও নির্ধারিত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করুন ;

(৬) মেশিনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও বাঁধামুক্ত রাখুন ;

(৭) পরিস্কার করা ও তেল দেওয়ার প্রয়োজনে মেশিন বন্ধ রাখুন ;

(৮) চলমান অবস্থায় তেল দেওয়ার প্রয়োজনে মেশিনের কভার যথাস্থানে রাখুন ;

(৯) বৈদ্যুতিক সুইচ বং, সার্কিট ব্রেকার, বৈদ্যুতিক লাইন, প্যানেল বোর্ড আবৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখুন ;

(১০) বৈদ্যুতিক সুইচ ও বৈদ্যুতিক লাইনে শিথিল সংযোগ ও ত্রুটি তাৎক্ষণিকভাবে দূর করুন ;

(১১) কর্মস্থলে ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তার ও ইনসুলেশন নষ্ট হওয়া তার তাৎক্ষণিকভাবে দূর করুন ;

(১২) মেশিনের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীকে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ দিন ;

(১৩) আপনার জন্য নির্দিষ্ট কাজ ও মেশিন ব্যতীত অতি উৎসাহী হয়ে অন্য মেশিন চালানোর ঝুঁকি নেবেন না ;

(১৪) চলাচলের পথ ও মেঝের পিচ্ছিলতা ও আর্দ্রভাব জরুরী ভিত্তিতে দূর করুন ;

(১৫) মেঝে ও প্রাংগণের ভাংগা অবস্থা দূর করুন ;

(১৬) ম্যানহোল ও নর্দমার উপর ঢাকনা ও স্ল্যাব যথাযথভাবে দিয়ে রাখুন ;

(১৭) চলাচলের পথ ও সিঁড়ি সর্বদা প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখুন ;

(১৮) কাজ চলাকালে কক্ষের দরজা ও বহির্গমন গেইট খোলা রাখুন ;

(১৯) অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র, স্পেয়ার্স, বালি-পানি ও বালতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যথাস্থানে কার্যকর রাখুন ;

(২০) অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রের ব্যবহার বিধি জেনে নিন ;

(২১) নিয়মিত অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করুন এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন ;

(২২) স্বাভাবিক বায়ুচাপের চেয়ে অধিক চাপে পরিচালিত ভেসেলের সর্বোচ্ছ ওয়ার্কিং প্রেসার যাতে অতিক্রম না করে তা নিশ্চিত করুন ;

(২৩) এ ধরণের অধিক চাপে পরিচালিত ভেসেলের ভিতর বাহিরের কার্যকারিতা যথাযথভাবে পরীক্ষা করুন ;

(২৪) ভবনের কোন অংশ (ছাদ, দেয়াল, স্তম্ভ, সিঁড়ি) ত্রুটিপূর্ণ বা ফাটলযুক্ত কিনা লক্ষ্য করুন ;

(২৫) কোন মেশিন চলার ফলে ভবনে অস্বাভাবিক কম্পন অনুভূত হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করুন ;

(২৬) ক্রেনসহ সকল উত্তোলক যন্ত্রের রোপ, কপিকলসহ সকল অংশ যোগ্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা নিয়মিত পরীক্ষা করান এবং ত্রুটিসমূহ দূর করুন ;

(২৭) গুদামে বেল, কাটুন, বস্তা ইত্যাদি স্তূপীকরণের (Stacking) ক্ষেত্রে নিয়ম ও সতর্কতা মেনে চলুন ;

(২৮) নির্মাণ কাঠামোর কাজে সকল মাচা মজবুতভাবে নির্মাণ ও বাঁধা রয়েছে কিনা যাচাই করে নিন ;

(২৯) খাচা আটকানোর রশি, রোপ উপযুক্ত মানসম্পন্ন এবং যথাযথভাবে আটকানো রয়েছে কিনা লক্ষ্য করুন ;

(৩০) শূন্যের উপর কাজে কোমরবন্ধ/বেল্ট ও সেইফটি লাইফ লাইনের ব্যবস্থা করুন ;

(৩১) হেলমেটসহ অন্যান্য দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করুন ও উহাদের ব্যবহার নিশ্চিত করুন ;

(৩২) নির্মাণ সামগ্রীসমূহ নিরাপদভাবে স্তূপ করা হচ্ছে কিনা নিয়মিতভাবে তদারকি করুন ;

(৩৩) নির্মাণাধীন অবকাঠামোর চারপাশে যথাযথ উচ্চতায় উপযুক্ত সেফটি নেট স্থাপন করুন।

৩.সেইফটি কমিটি ঃ

৩.১ সেইফটি কমিটি গঠনে আইনের বাধ্যবাধকতা ঃ

৫০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠন আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (ধারা-৯০.ক, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫)।

৩.২ সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ঃ

* প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা অনুপাতে কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬ হতে ১২ জন হবে এবং কমিটিতে শ্রমিক মালিক উভয়ের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকবে
* শ্রমিক সংখ্যা ৫০ হতে ৫০০ জন হলে সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৬ জন
* শ্রমিক সংখ্যা ৫০১ হতে ১০০০ জন হলে সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৮ জন
* শ্রমিক সংখ্যা ১০০১ হতে ৩০০০ জন হলে সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১০ জন
* শ্রমিক সংখ্যা ৩০০১ হতে তদূর্ধ্বে হলে সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১২ জন

৩.৩ কমিটি সদস্যদের পদবী ও মেয়াদ ঃ

* কমিটির সভাপতি একজন, সহসভাপতি একজন, সদস্য সচিব একজন এবং অবশিষ্টরা সাধারণ সদস্য হবেন
* সভাপতি মালিক কর্তৃক মনোনীত হবেন
* সহসভাপতি শ্রমিক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত হবেন
* সদস্য সচিব সদস্যগণ কর্তৃক সর্ব সম্মতভাবে নির্বাচিত হবেন
* সেইফটি কমিটির মেয়াদ হবে দু'বছর

৩.৪ সেইফটি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

* গাইড বই প্রণয়ন ঃ শ্রম আইনের ষষ্ঠ অধ্যায় (নিরাপত্তা) ও সপ্তম অধ্যায়ের (স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান) উপর গাইডলাইন বা নির্দেশনা বহি প্রস্তুত করবে। এ নির্দেশনা বহিতে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর নিজস্ব পদ্ধতি, কৌশল ও করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

১। প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা,

২। যন্ত্রপাতি ও কর্ম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা,

৩। বিপজ্জনক ধোঁয়া, বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা,

৪। অগ্নিকাণ্ডজনিত ব্যবস্থাপনা,

৫। দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থাপনা,

৬। বিপজ্জনক চালনা, পেশাগত ব্যাধি ও বিষক্রিয়াজনিত অসুস্থতার ব্যবস্থাপনা।

* সভা আয়োজনঃ কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর, প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আয়োজন করবে। আলোচনায় থাকবে OSH সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
* নিজস্ব চেকলিস্ট প্রণয়ন ঃ প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো ও সামগ্রিক কর্মপ্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব চেকলিস্ট প্রণয়ন করবে এবং আইনের লংঘন ও বিদ্যমান ত্রুটির বিষয়ে মালিকের নিকট সুপারিশ পেশ করবে
* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন ঃ OSH বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে এবং সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে
* মহড়া আয়োজন ঃ অগ্নিকাণ্ড, দুর্যোগ, ভূমিকম্প ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্যেমহড়ার আয়োজন করবে
* তথ্য ও ডেটাবেস সংরক্ষণ ঃ OSH সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ঠিকানা সংরক্ষণ ও যোগাযোগের জন্যে ফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে।
* চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে সুপারিশ পেশ ঃ দুর্ঘটনা কবলিতও পেশাগত ব্যাধি আক্রান্ত শ্রমিকদেরক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা প্রদান করবে
* নিরাপদ কর্মস্থল দিবস পালন করবে
* জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা ফালন করবে।

৩.৫ কমিটির সদস্যদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ঃ

* শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার বিশেষতঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় এবং শ্রম বিধিমালার তফসিল-৪ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা
* নিজ প্রতিষ্ঠানের সকল অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, কর্মক্ষেত্র ও কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা
* সকল পর্যায়ের শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থা
* নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও নিষ্ঠা।

নারী শ্রমিকের প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের গুরুত্ব এবং করণীয়

মোঃ মতিউর রহমান
উপমহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রজনন স্বাস্থ্যকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সংজ্ঞায়িত করেছে 'প্রজনন স্বাস্থ্য শুধুমাত্র প্রজনন তন্ত্রের কার্য এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না, এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থাকে বোঝায়'। প্রজনন অধিকার হচ্ছে সর্বজনীন মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত ICPD এর ঘোষণা অনুসারে প্রজনন স্বাস্থ্যের আওতাভূক্ত কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে প্রজনন বিষয়ে সকল দম্পতি বা ব্যক্তির যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে যেমন: তাদের সন্তানের সংখ্যা, দুই সন্তানের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান এবং সন্তান নেয়ার সময়, নিরাপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, নিরাপদ গর্ভপাত, নিরাপদ গর্ভধারণ, নিরাপদ সন্তান জন্মদান ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত সকল সেবা ও তথ্য পাওয়ার অধিকারও সকল দম্পতি বা একজন ব্যক্তির প্রজনন অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রজনন স্বাস্থ্য ও এ সংক্রান্ত সেবা সবার জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

সভ্যতার বাহক হিসেবে নারী গর্ভধারণ করেন, সন্তান জন্ম দেন, তাই প্রজনন স্বাস্থ্যের আলোচনায় নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরত্ব পায়। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ বেড়েছে। SDG এর ১৭টি লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে ৩ ও ৫ নং লক্ষ্যমাত্রার দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্রে ধরে রাখা ও তাঁর প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিত অত্যন্ত জরুরী। একজন নারী শ্রমিকের প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার যদি সুরক্ষা করা না হয় এবং এর ফলে যদি রোগে আক্রান্ত হোন বা অসুস্থতায় ভোগেন, তাহলে ভুক্তভোগী নারী শ্রমিক, নিয়োগকারী এবং রাষ্ট্র সকলকেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অসুস্থতার দরুন কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির জন্য বেতন কর্তনজনিত কারণে একজন নারীর আয় কমে যায়, তার নিজ পকেট হতে চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হয়। অন্যদিকে, শ্রমিকের অনুপস্থিতির কারনে নিয়োগকারীর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস পায়।

প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষায় কারখানা কর্তৃপক্ষ নারী-পুরুষ সকল শ্রমিককে ঋতুস্রাব পরিচ্ছন্নতা ও পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা ও নিরাপদ মাতৃত্ব , যৌন বাহিত বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করতে পারেন, উদ্বুদ্ধকরণসভা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন। শ্রম আইনসহ অন্যান্য আইনে প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় যে সব বিধি বিধান রয়েছে, নিয়োগকারী তা প্রতিপালন করবেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা কিংবা উত্তম চর্চা হিসেবে আমাদের দেশে কিছু কারখনা মালিক রয়েছেন যারা নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেমন অনেক কারখানা মালিক তাদের কারখানায় নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে পিড়িয়ডের সময় ব্যবহারের জন্য প্যাড (ন্যাপকিন) দেন, কোন কোন মালিক ভূর্তকি প্রদানপূর্বক স্বল্পমূল্যে প্যাড (ন্যাপকিন) দেন। এ সমস্ত কারখানায় পিরিয়ড চলাকালীন নারী শ্রমীকরা নোংরা কাপড় কিংবা উচ্ছিষ্ট কাপড় ব্যবহার না করে প্যাড ব্যবহার করার দরুন সুস্থ থাকছেন। মহিলা টয়লেটে ব্যবহৃত প্যাডগুলো রাখার জন্য ঢাকনাযুক্ত একটি ঝুড়ি রেখেছেন যাতে ব্যবহৃত কাপড় কিংবা প্যাড নারী শ্রমিকেরা টয়লেটের কমোডে না ফেলে দেয়। ফলে কারখানা মালিকগণের প্রতি বছর ঘন ঘন সেপটিক ট্যাংকি পরিস্কারের খরচ সাশ্রয় হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় এভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে মালিক ও শ্রমিক উভয়ই উপকৃত হতে পারেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ও নারীদের অন্যান্য স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যাবস্থা নিশ্চিতকরনে কাজ করছে।

এছাড়াও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর UNFPA ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "Gender Equality and Women's Empowerment at Workplace" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় গার্মেন্টস, লেদার গুডস ও টি গার্ডেন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা (Gender Based Violence), Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), HIV, AIDS ইত্যাদি বিষয়ে Advocacy and Motivational Meeting এর মাধ্যমে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মিডলেভেল ম্যানেজমেন্ট তথা ম্যানেজারদেরকে প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মালিক সংগঠনের সাথেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Orientation প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রকল্পের অধীনে সিলেট জেলায় একটি চা বাগানে অনুষ্ঠিত যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং এইচআইভি /এইডস বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা।

সরকারী, বে-সরকারী ও স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগি সংগঠনগুলো যদি সকলে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি, তবে আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে ও গৃহে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারব।

Towards a national employment injury insurance (EII) scheme for all

Noushin Shah
National Project Coordinator
Employment Injury Insurance Scheme Project
International Labour Organization CO Dhaka

Workplace accidents are inevitable under an industrialized system. Aself-financed, sustainable and affordable compensation scheme for the countrywill complement the continued efforts to ensure occupational safety and health, as well as widen resource base for taking OSH initiatives forward as seen in many other countries. Under an effective EII scheme, all major and minor accidents are reported which allows the employer to take preventive measures for frequently occurring accidents. Employers have incentives to report accidents as that ensures utilization of their contribution to the EII fund. On the other hand, workers also have incentives to submit claims as an EII scheme ensures medical care, adequate compensation and rehabilitation services.To ensure cost of business does not rise due to frequent accidents in the workplace resulting in rising contribution in the EII scheme fund, employers tend to be more cautious in taking preventive measures at their respective workplace.

Based on the government's positive experience of compensation arrangements for the workers of major industrial accidents and subsequent efforts to provide long term medical care for the injured workers, the Ministry of Labour and Employment (MoLE), with technical cooperation from the ILO isin the process of designing a National Employment Injury Insurance (EII) Scheme to support workers and their families in event of accidents or injury at work.

In addition to commitment under National Tripartite Plan of Action (NTPA) for development of a tripartite + protocol for compensation in line with the ILO Convention No. 121, a Letter of Intent was signed in 2015 among the Government of Bangladesh represented by the Ministry of Labour and Employment (MoLE), German Government and the ILO for introducing an Employment Injury Insurance (EII) System for Bangladesh. The proposed Scheme contributes to the development of National Social Insurance Scheme (NSIS) under the National Social Security Strategy. Above all, assurance from the Honourable Prime Minister of Bangladeshto the ILO Director General (DG) during his mission in Dhaka in December 2016 for introducing the EII scheme encourages all relevant partners working towards the scheme. In several public occasions, the Hon'ble Prime Minister has reiterated her wish for establishing such a scheme.

International and national experts of the ILO, in consultation with tripartite constituents, developed a benefit package for health care and rehabilitation of injured workers under EII scheme, a benefit package for physical and vocational training, a legal framework to incorporate the scheme into Bangladesh Labour Act and recommendations on financing strategy, costing and institutional feasibility of an EII scheme. Based on these through research including an establishment survey on work related injuries and diseases which was conducted in 2017 , ILO technical recommendation on the feasibility assessment of an EII scheme has been submitted to the High Level EII committee formed by the MoLE for taking the initiative forward.

It is not ageneral health insurance as it covers only workplace accidents or workplace related illnesses. Under proposed EII scheme workers who suffer from work related injuries or diseases will be compensated periodically for their loss of earnings regardless of negligence by them or by the factory management. The proposed scheme offers a ‘return to work objective’ and a rehabilitation component.

Fund for the scheme is proposed to be built on employer contributions where cost would be around 0.33% of each workers’ wages in the RMG and textile sector. E.g. If a worker earns 10,000taka /month the employer would contribute 33 taka to the EII fund (this is an employer contribution and not deducted from the workers’ wages). In several countries, workers contribute a token money to the scheme for covering non-work related injuries and diseases. Injured workers receive compensation for loss of earnings over their lifetime, and dependents of deceased workers receive compensation. Cash compensation can be up to 60% of the last wage of a worker. A permanent totally disabled worker with last monthly wage of 10,000 taka will receive 6,000 taka per month for the rest of the life.

Employers will be benefited by the scheme as the cost for prevention, rehabilitation and compensation will be borne collectively by them alleviating burden of any individual employer. It will give employers competitive advantage as almost all the sourcing countries in the RMG and textile industry already have a fully operational EII scheme. A progressive and incremental approach is proposed with the view of leading to a full-fledged system in compliance with the ILO standard, namely ILO Convention No. 121 and good international practices in a commonly agreed upon time line. A pilot EII scheme in the RMG sector is considered as the most appropriate tool to ascertain the feasibility of the programme.

A sustainable and self-financed EII scheme often funds OSH activities as prevention and rehabilitation are two integral parts of a compensation mechanism. As theGovernment aims to ensure the protection of the country’s workforce, establishing a national EII scheme is vital to achieve this goal. This will ultimately ensure safety and health at workplace which the ILO considers is at the heart of the future of work.

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মক্ষেত্রে যুব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনের এখনই সময়

নইমুল আহসান জুয়েল
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ
সদস্য, জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাবে অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা অথবা পেশাগত রোগের কারণে সারা পৃথিবীতে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে ১ জন শ্রমিক মারা যায়; একই কারণে প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করে ৬,৩০০ জন এবং সারা বছরে মৃতের সংখ্যা ২৩ লক্ষ। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং পেশাগত রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিকারের মাধ্যমে এ ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অমানবিক মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। বাস্তব বিবেচনাতেই আমাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে দ্রুত দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এখনো শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিকল্প তৈরি হয়নি। নিশ্চিত করা যায়নি শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৫ম , ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ের কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। ২০১৩ সালে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর করা হয়েছে "জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল"। আইএলও কনভেনশন ১৫৫ (কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) তাঁদের অনুসমর্থনকারী দেশগুলোর মধ্যে শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলোর সাথে সমঝোতা করে জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে এর কথা বলা হয়েছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং বিদ্যমান কর্ম পরিবেশ উন্নত করা । কিন্তু বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতে শ্রমিকদের সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি ৬ কোটি ২৫ লক্ষ, যার ৮৬.২% হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। বাংলাদেশে মোট যুব শ্রমশক্তি (১৫ বছর-২৯ বছর) ২ কোটি ৫ লক্ষ, যার ১ কোটি ৩৭ লক্ষ পুরুষ এবং ৭১ লক্ষ হচ্ছে নারী শ্রমিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা একটি স্পর্শকাতর ইস্যু হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা কোন কার্যকর উদ্যোগ দেখতে পাইনা। অথচ ক্রমবিকাশমান এই শ্রমগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত একটি অস্বাস্থ্যকর এবং অরক্ষিত কর্মপরিবেশের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের টয়লেট সুবিধা ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাও নেই। ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ দেখা যায় এবং উৎপাদন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য নারী শ্রমিক অংশগ্রহণ করছে, যাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পরিস্থিতি আরো নাজুক। বিশেষ করে কৃষি, চাতাল, ইটভাটা প্রভৃতি খাতে বিপুল সংখ্যক যুব ও নারী শ্রমিক কর্মরত থাকলেও তাঁদের প্রজনন স্বাস্থ্য সহ পেশাগত রোগব্যাধি এখানো সকলের দৃষ্টির বাইরে। ফলে বিপুল সংখ্যক এই নরী শ্রমিকরা রোগব্যাধি নিয়েই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই শ্রম বিক্রি করছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যৎসামান্য চিকিৎসা সুবিধা থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত এই শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসেবার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

শুধু উন্নয়নের স্বার্থেই এ সমস্ত প্রান্তিক নারী শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়টি মালিক এবং সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায় আনা জরুরী। এ পরিদর্শন ক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবচেয়ে কর্মক্ষম এই বিশাল যুব ও নারী শ্রমিকদের টার্গেট করে আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় দ্রুত দারিদ্র বিমোচন- এই শ্লোগান ব্যর্থ হতে পারে।

শ্রম আইন, ২০০৬ এ অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সরঞ্জাম সরবারহের কথা উল্লেখ থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের সরবরাহের রীতি আমাদের দেশে খুব একটা নেই। অথচ বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে চাইলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, আর এই উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ মনে করে চলমান উন্নয়নে এই প্রবাহ ধরে রাখতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের অনুমোদনযোগ্য প্রয়াস বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা। শ্রমিকদের শোভন কর্মক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠন সকলের দায়িত্ব। আমরা মনে করি বাংলাদেশকে আরো উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, আর শ্রমিককে অনিরাপদ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রেখে কোন ভাবেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে শ্রম বাজারে প্রতিবছর যে বিশাল যুব ও নারী শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন -এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে একটি সহনশীল ও নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার পরিবেম নিশ্চিত করার জন্য সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগ গ্রহণের এখনই সময়।

জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ বিশ্বাস করে-সুস্থ্য শ্রমিক ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, জীবন বাঁচায় উৎপাদন বাড়ায়

দুনিয়ার মজদুর এক হও।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস ২০১৯' সফল হোক।

Safe workplace and Sustainability

Sikder Mohammad Tawhidul Hasan
Assistant Inspector General (Safety)
Department of Inspection for Factories & Establishments

ILO says, every 15 seconds, 150 workers have an accident that is 317 million accidents in a year. Every 15 seconds a worker dies from a work-related accident that is 2.3 million deaths in a year. This statistics shows how vulnerable the workers are and those numbers undoubtedly claims the hidden voice of the workers that is “workplace has to be safe”.

Safety is linked with the proper execution of understanding of perception of risk, risk communication efforts and effective risk management approach. Combining those values will give an organization an edge in terms of a better safety culture.

The term risk should be comprehensible to all the personnel of the management hierarachy of an organization and to the workers as well. The management along with all the workers in a particular organization should be aware of the magnitude of the severity and consequences of the risk that might be life-threatening. Bridging the gap between known and unknown could reduce the accident and the consequences in the future.

Effective risk management approach is one of the most important aspects in this value chain. The key to success in bringing the safe and sound condition in the workplace depends on the proper implementation of the risk management standard. Risk management approach could comprise the combination of risk assessment, mitigation measurements and further monitoring and reviewing.

One of the paramount agendas of sustainable development goals is to establish decent workplace by ensuring safety and health in the workplace. In view of this, there had been a lot of challenges follwoing the Rana Plaza collapse back in 2013 which was held responsible for more than 1000 lives and more than 2300 severe injuries. It is worth-mentioning that the readymade garment industry is acclaimed as one of the top exporting nations in the world which still uplifts the image in the global area. Besides RMG, ensuring safety in the workplace in other industrial sectors has to be taken in to consideration with high priority. There should be strong ties and collaborations among all the stakeholders, i.e. government agencies, employers and workers to end up with a framework to achieve the sustainability in terms of bringing safety in the workplace. There should be absolute zero tolerance for the factory owners in case of any kind of safety intervention, if it is required, that should be implemented.

Sustainbility is linked up with economical and social consequences as well. Keeping unsafe condition and practicing unfair means in this regard would bring encocomical and financial hit alonge with the social imbalance that could put the whole industries, even the whole country in jeopardy in future.

Workers are the backbone of the success of any industry. Worker’s productivity depends on the surroundings in where they work in. Decent workplace adds more in the value chain and the successful value chain will bring more sustainability in a long run.

আধুনিক সভ্যতার উন্নয়নে প্রয়োজন সুস্থ্য শ্রমিক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ

মো. আব্দুর রাজ্জাক
সাধারণ সম্পাদক
ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত কয়েক বৎসরের ন্যায় এবারও ২৮ এপ্রিল ২০১৯ জাতীয়ভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে নির্মাণ শিল্প সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ খাত, এই শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ৩৭ লক্ষাধিক শ্রমিক। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকরা দক্ষতার সাথে কাজ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে আসছে। ইমারত নির্মাণ কাজটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ- এই বাস্তব সত্যটি সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কর্মস্থলে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। এখানে কাজের জন্য যে নিয়মনীতি মেনে চলার কথা কোন ইমারত নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বা মালিক পক্ষ কেউই মানেন না। পেটের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতে হয়। এর ফলে প্রায় প্রতিনিয়তই কর্মস্থলে প্রাণহানিকর দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। জীবন দিতে হচ্ছে অসহায় নিরীহ নির্মাণ শ্রমিকদের। আর একজন শ্রমিকের মৃত্যু মানে একটি পরিবার বা একটি সংসারের মৃত্যু।

বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলে জীবনের নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য, কর্মপরিবেশ সূচক ক্রমশ: নিম্নমুখী। উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদানে মালিকের অনীহা ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ কাজের জন্য কারিগরি জ্ঞান, অধিকতর ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, নির্মাণাধীন ভবনের মালিক কর্তৃপক্ষ ইমারত নির্মাণ আইন এবং শ্রম আইন অবমাননা করে শ্রমিকদের কর্মস্থলে কোন প্রকার নিরাপত্তা বেষ্টনী না দেওয়ার কারণে মূলত: নির্মাণ কাজ শ্রমিকদের দিন দিন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে বিদ্যুতায়িত হয়ে হরহামেশাই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। এর কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণাধীন ভবনের সাথে থাকে। এক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে লৌহজাত বস্তু দ্বারা যেকোন ভবন নির্মাণাধীন অবস্থায় বিদ্যুতের সংযোগ ঘটলে শ্রমিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এজন্য বিভিন্ন গ্রেডের বিদ্যুৎ সংযোগের তারের দূরত্বে প্রতিস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিধি লংঘন করে নির্মাণাধীন ভবনের মালিকেরা ভবন তৈরী করছে। এজন্য বিদ্যুৎ আইন ও বিধানাবলীর বিধি ৬৯ এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ৯ বিধি, বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনটির সঠিক ব্যবহার ও তদারকি করছে না। ফলে শ্রমিক হতাহতের ঘটনা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিবেশ, কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দেখভাল করার কথা। কিন্তু সারাদেশে যেভাবে নির্মাণ কাজ হচ্ছে তা দেখভাল করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে যথেষ্ট জনবল নেই। নির্মাণ শিল্প একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। এই শিল্পে শ্রমিকদের কর্মস্থল নিরাপদ, নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন এ্যাকশন প্ল্যান।

উক্ত অধিদপ্তরে জনবল বৃদ্ধি করে এ্যাকশন প্ল্যানে ত্রি-পক্ষীয় কমিটি প্রণয়ন করে প্রতিদিন নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে শ্রম আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিরাপদ হবে বলে আশা করি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার শ্রম বান্ধব সরকার। তাঁর নেতৃত্বেই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর ও শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহারে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, বিশেষ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার বাস্তবায়ন হলে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) আশা করে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর

জন্য নির্বাচিত পোশাক শিল্পের (বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত) ৫টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

প্লামি ফ্যাশনস লিঃ

উত্তর নরসিংহপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

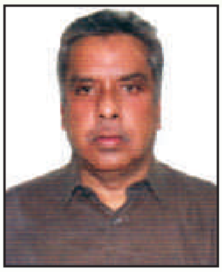

মোঃ ফজলুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালনীয় বিষয়

প্লামি ফ্যাশনস লিঃ একটি গ্রিণ ফ্যাক্টরী, বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের নিরিখে পরিচালিত হচ্ছে । আমরা কারখানার অপরিহার্য প্রতিপালনীয় বিষয় পালনসহ আরো নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে শ্রমবান্ধব ও পরিবেশবান্ধব ফ্যাক্টরী হিসাবে সারাবিশ্বেই আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছি । নিম্নে সংক্ষেপে পামি ফ্যাশনস লিঃ এর অপরিহার্য প্রতিপালণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

১. নির্ধারিত গ্রেড , বেতন উল্লেখসহ নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।
২. বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ উৎসব বোনাস, হাজিরা বোনাস, কর্মোদ্দীপনা বোনাস ও অর্জিত ছুটির টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৩. শ্রমিকের মৃত্যু ছাটাই, ডিসচার্জ, অবসান ও স্বেচ্ছা বসানজনিত কারণে সকল আইনগত পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৪. নারী শ্রমিকগণের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রাপ্য আর্থিকসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৫. শ্রমিকদের শিশু বাচ্চাদের জন্য অত্যাধুনিক শিশুপরিচর্যা কেন্দ্র, শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিশাল ট্রেনিং সেন্টার বিশ্রামাগার, নামাজের স্থান আলাদা আলাদা স্থাপন করা হয়েছে।
৬. শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো এলাকায় উন্নত ও সর্বাধুনিক অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৭. শ্রমিকদের আইনগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত পিসিকমিটি সর্বদা দায়িত্ব পালন করছে।
৮. কারখানার সকল শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি ভবনের সর্বত্র স্থাপন করা হয়েছে ধোয়া এবং হিট সনাক্তকারী ডিভাইস ।

পরিবেশগত প্রতিপালনীয় বিষয় :

বিশ্বের সেরা গ্রীণফ্যাক্টরী আমাদের প্লামি ফ্যাশনস লিঃ তাই পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এখানে স্থাপন করা হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইটিপি ব্যবস্থা। পামি ফ্যাশনস্ লিমিটেড অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সবুজ তৈরি পোশাক কারখানা এই কারখানা স্থাপনে ও অবকাঠামো নির্মানে পরিবেশের উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে মার্কিন LEED এবং মার্কিন গ্রীন বিল্ডিংকাউন্সিল (USGBC) এর নীতি অনুসরণ করে নির্মান করা হয়েছে এবং প্লামি ফ্যাশন্স LEED PLATINUM সার্টিফিকেট এ সবোর্চ্চ নাম্বার প্রাপ্ত।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনীয় বিষয়:

পামি ফ্যাশন লিঃ বাংলাদেশের অন্যতম লিড প্লাটিনাম সবুজ কারখানা। প্লামি ফ্যাশন লিঃ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনীয় বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্লামি ফ্যাশন লিঃ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনিয় নিম্ম বিষয় গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেঃ

১) পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ও দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করা।
২) শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৩) নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪) দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা ও আর্থিক সচ্ছলতা আনা।
৫) সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৬) উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
৭) প্রাকৃতিক শক্তির সুষম ব্যবহার (অপচয় হ্রাস)।
৮) দেশের শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিরপন।
৯) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা।
১০) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

১. ETP treatment plant জড় এর মাধ্যমে ৩০% পানি পুনরায় ব্যবহার করা হয়।
২. Green building concept ও অত্যাধুনিক পরিবেশবান্ধব উপাদান নিয়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ।
৩. CFC মুক্ত চিলার, এয়ার কুলার বসানো হয়েছে যাতে করে ওজোন স্তরের কোন ক্ষতি হয় না।
৪. কার্বন নিঃসরণ প্যান্ট আছে যাতে করে কার্বন নিঃসরণ করা হয় ।
৫. ফায়ার হাইড্রেন, ডিটেকশন প্রোটেকশন ব্যবস্থা আছে যাতে করে অগ্নিকান্ডে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যায় ।

উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ

দাপা, ইদ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ

এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি
চেয়ারম্যান

কারখানার উত্তমচর্চা সমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালনঃ

শ্রমবান্ধব বাংলাদেশে শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ কারখানাটির যাত্রা শুরু করে। এটি একটি গ্রিন ফ্যাক্টরী যা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর আলোকে, এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের নিরিখে পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়া-

- সরকার ঘোষিত গেজেটভুক্ত গ্রেড ভিত্তিক শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ যা নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্রে উল্লেখিত।
- বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি সুবিধা। সেই সঙ্গে উৎসব বোনাস, হাজিরা বোনাস ও অর্জিত ছুটির টাকা প্রদানের ব্যবস্থা।
- নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা ও ছুটির ব্যবস্থা।
- শ্রমিকদের ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত মানসম্মত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী কর্মচারী নিয়োগদান।
- মৃত্যু, ছাটাই, ডিসচার্জ, অবসান ও স্বেচ্ছাবসানজনিত শ্রমিকদের জন্য আইনগত পাওনাদির সুব্যবস্থা।
- আইনের বিধান অনুসারে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ছুটির (নৈমিত্তিক, পীড়া ও বার্ষিক ছুটি) ব্যবস্থা।
- নির্বাচিত পিসি কমিটি ও সেফটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সার্বক্ষণিক রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত নার্স এর ব্যবস্থা রাখা ও সেবা প্রদান।
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইটিপির মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা।
- সার্বিক নিরাপত্তা (স্টাকচারাল, ফায়ার , ইলেকট্রিকাল) ব্যবস্থা লিড, প্লাটিনাম মান ও বিএনবিসি মান বজায় রাখা ।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ

বাংলাদেশে যেসব সবুজ কারখানা আছে তার মধ্যে 'উইজ্ডম এ্যাটায়ার্স লিঃ' কারখানাটি অন্যতম। কারখানাটি প্রতিনিয়ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন বিষয়টিকে জোর দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কারখানাটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন বিষয়গুলো হলোঃ

- উন্নত শিল্পায়ন ও দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা।
- কর্মীদের সামাজিক মযাদা বৃদ্ধি করা, বহিবিশ্বের ন্যায় উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, দেশীয় আইনের প্রতি (শ্রম আইন ও অন্যান্য) আস্থা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
- নারী শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধাগুলোর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন, সর্বোপরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

পরিবেশগত প্রতিপালনঃ

তৈরী পোষাক জগতে সবুজ কারখানা হিসেবে পরিচিত 'উইজডম এ্যাটায়ার্স লিঃ' কারখানাটি অবকাঠামোগত ও স্থাপনা নির্মানে পরিবেশের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় কারখানাটি বদ্ধপরিকর। কারখানাটি "LEED" এবং মার্কিন গ্রীন বিল্ডিং কাউন্সিল (USGBC) এর নীতি অনুসরণ করে নির্মান করা হয়েছে। আবার শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে একটি মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন করেছে, যেখানে সার্বক্ষণিক একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার এবং দুইজন প্রশিক্ষিত সেবিকা নিয়োজিত থাকে। এছাড়াও কারখানাটিতে রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন বাগান, বৃষ্টির ও ভূ-উপরিস্থ পানির উভয় পুনঃব্যবহারে প্রাকৃতিক পানির ব্যবস্থাপনা পুনরায় রিসাইক্লিং সিস্টেম ইনস্টল, রয়েছে সুষম ইকোসিস্টেম ভিত্তিক প্রাকৃতিক লেক ও পরিবেশবান্ধব ক্যান্টিন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ

শ্রমিক ও কর্মচারীর মেধাবী ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার সু ব্যবস্থা করা। অদক্ষ শ্রমিকদের ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিকে পরিনত করে কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ। আগ্রহী সকল শ্রমিককে কর্মরত অবস্থায় কম্পিউটারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের দক্ষতা যাচাই করতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে কারখানার উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। আধুনিক ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে এনে প্রশিক্ষন প্রদান করা।

গাওহার সিরাজ জামিল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নাফিসা এ্যাপারেলস্ লিমিটেড

কালুরঘাট, চট্টগ্রাম

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালনঃ

নাফিসা এ্যাপারেলস্ লিমিটেড শতভাগ রপ্তানিমুখী একটি তৈরি পোশাক শিল্পকারখানা। এই কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রদত্ত ও ক্রেতা সাধারণের আচরণবিধি অনুসারে সকল আইন মেনে চলা হয়। কারখানার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার নিরাপত্তা যেমন বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল সেফটি নিশ্চিত করা হয়। কারখানার স্ট্রাকচারাল নিরাপত্তাই NBC এবং ACCORD এর নিয়মানুসারে করা হয়েছে। ACCORD সহ বিভিন্ন ক্রেতার Audit এবং Assesment এ ইতমধ্যে ১০০% ফলাফল অর্জন করেছে। আধুনিক ও মানসম্মত ফায়ার এলার্ম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। অত্র কারখানায় Auto Water hydrant system I Central Fire Alarm system স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া কারখানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক Fire Extinguisher ও Fire Door স্থাপন করা হয়েছে। সার্বক্ষনিক ০২ জন ফায়ার এন্ড সেইফটি অফিসার নিয়োজিত আছেন। ইলেকট্রিক্যাল নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি সরঞ্জাম, প্যানেল বোর্ড, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার, সাবস্টেশন ইত্যাদি ACCORD নিয়ম অনুযায়ী স্থাপন করা হয়েছে। সরকারী লাইসেন্সধারী দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান এবং ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার নিয়োজিত রয়েছেন।

এছাড়াও কারখানার কর্মীদেরকে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, বিনা মূল্যে সার্ভিস বহি প্রদান, অব্যয়িত ছুটি নগদায়ন করা হয়। সংগঠন করার স্বাধীনতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়, বৎসরে দুইটি উৎসব ভাতা, ঘূর্ণায়মান ও চলমান যন্ত্রসমূহকে নির্দিষ্ট বেষ্টনী দ্বারা নিরাপদ করা হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রক্ষালন কক্ষ ও সাবানের ব্যবস্থা রয়েছে, ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে । শিশুদের জন্য গুড়ো দুধ ও যাবতীয় খেলনা সরঞ্জামাদিসহ শিশু কক্ষ এবং দক্ষ শিশু পরিচর্যাকারী রয়েছে। মহাপরিদর্শক অনুমোদিত কারখানা লেআউট বা নকশা অনুমোদন গ্রহণ করা হয়, অতিরিক্ত কর্মঘন্টার জন্য রেগুলার মজুরীর দ্বিগুণ হারে প্রযোজ্য হয়, দূর্ঘটনা বা ব্যাধির ব্যাপারে তদন্ত করে Root Cause Analysis করে, তার প্রতিকার ও নির্মুলে কাজ করা হয় ।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ

সকল প্রকারের দুর্ঘটনার (প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য) বিষয়গুলি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ভাবে জানানো হয় এবং তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, মহাপরিদর্শক অনুমোদিত কর্মঘন্টা নথি সংরক্ষণ করা হয়। সার্টিফিকেটধারী বয়লার অপারেটর, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ডাক্তার এবং নার্স নিয়োগ করা হয়। ঠিকাদার/ চুক্তিভিত্তিক ঠিকাদার সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষন করা হয় । ঝুকিপূর্ন কাজের তালিকা তৈরি করে সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী কিভাবে সনাক্তকৃত ঝুঁকির পরিমাণ কমানো যায় সে ব্যপারে কাজ করে থাকে ।

পরিবেশগত প্রতিপালনঃ

নাফিসা এ্যাপারেলস্ লিঃ ISO ১৪০০১:২০১৫ অনুযায়ী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে। উৎপাদিত বর্জ্যের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রতি বছর খাবার পানির পরীক্ষা করা হয়। কারখানা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান, Noise level test , Ambient air emission and Stack emission test করা হয়। পানির পর্যাপ্ত ব্যবহার ও পানি সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জরুরী পরিবেশ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। Third Party Energy Audit অনুযায়ী শক্তি সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। প্রতি মাসে ব্যবহৃত পানি, শক্তির হিসাব, যথাযথ ব্যবহার ও শক্তি সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ করা হয়। নিরুপিত পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। মেডিকেল বর্জ্য ডিসপোজালের জন্য চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালের নিকট প্রেরণ করা হয়। ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় আলাদা কক্ষ প্রদান করা হয়েছে। বর্জ্য পুনরায় ব্যবহারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ

অপরিহার্য কার্যক্রমের বাহিরে ও বেশ কিছু উদ্ভাবনী কার্যক্রম রয়েছে। প্রতিবন্ধি শ্রমিক নিয়োগ প্রদান করা হয় । প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার বাইরে ও গর্ভবতী শ্রমিকদেরকে সহজ কাজ দেয়া হয় । বিনা মূল্যে যাতাযাত সুবিধা প্রদান করা হয়। মাসিক ১৫০০ টাকা হাজিরা বোনাস, শ্রমিকদের পোষ্য বা সন্তানদেরকে চাকুরী প্রদান করা হয় । বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সোলার এনার্জি গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্ঘটনা জনিত কারণে ক্ষতি গ্রস্ত শ্রমিকের সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণসহ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা এবং যদি দুর্ঘটনা জনিত কারণে কোন ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে উক্ত ব্যাক্তিকে পূর্বে চাকুরীর ধারাবাহিকতা নষ্ট না করে তার কর্মক্ষমতা বিচার করে কাজের সুযোগ প্রদান করে থাকে । BERDU (Blind Education & Rehabilitation Development Organization) তে মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান। নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ প্রশিক্ষণ We Women প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। এলাকার উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান। নতুন শ্রমিকরা সফল ভাবে শিক্ষানবিশ কাল শেষ করলে কাজের দক্ষতা অনুযায়ী তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় ।

মাদার কালার লিমিটেড

১৬০ শাসনগাঁও, এনায়েত নগর
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

মনসুর আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

মাদার কালার লিমিটেড পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে আইনের বিধান অনুযায়ী একটি কার্যকরী সেইফটি কমিটি গঠন করেছে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমনঃ শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে একজন রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল অফিসার ও একজন মেডিক্যাল সহকারী সার্বক্ষনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। তাছাড়া প্রত্যেক ফ্লোরে দুইজন করে প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মী ও প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স ও সরঞ্জামাদি রয়েছে। সম্পূর্ন কোম্পানীর বিভিন্ন স্থানে নিরাপদ পান করার পানির ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া শ্রমিকদের ধৌতকরনের জন্য আলাদাভাবে পৃথক পৃথক পানির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক শ্রমিক যাতে একসাথে সশৃঙ্খলভাবে খাবার গ্রহণ করতে পারে এজন্য আইনের বিধান অনুযায়ী ডাইনিং ও ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে। খাবার গ্রহণের পর যাতে বিশ্রাম নিতে পারে তার জন্য একটি বিশ্রাম কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আইনের বিধান অনুযায়ী পৃথক পৃথক শৌচাগার ও প্রক্ষালনকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সম্পূর্ন কোম্পানী সেইফটি নিশ্চিত কল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, ফায়ার ড্রিল, ফায়ার ডোর, ফায়ার হাইড্রেন্ট, স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার এলার্ম, এলপিএস ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সদৃশ্যমান রাখা, জরুরী বহির্গমন পথ সচল রাখার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

মাদার কালার লিমিটেড আইনের বিধান মোতাবেক তার ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করে থাকে। প্রত্যেক শ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিধি ২০১৫ এর নতুন সংস্করন ২০১৮ ও ২০১৯ এর বেতন কাঠামো মজুরি অনুযায়ী মাসিক বেতন প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শ্রমিক প্রতিমাসের বেতন তার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কার্যকারী অংশগ্রহণকারী কমিটি আছে। মহিলা শ্রমিকগন নির্দিষ্ট সময় মাতৃকালীন ছুটি ভোগ করে থাকেন। তাছাড়া শ্রমিকদের সন্তান-সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি শিশু পরিচর্যা কক্ষ রয়েছে। সেখানে শিশু পরিচর্যার জন্য একজন একজন নির্দিষ্ট নিয়োজিত পরিচর্যা কর্মী রয়েছে। তাছাড়া শ্রমিকদের জন্য একটি ডাইনিং ও কেন্টিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রমিকদের জন্য একটি গ্রুপ বীমা চালু রয়েছে। শ্রমিকগণকে আহার ও বিশ্রাম বিরতি ব্যতিত একাধারে ৫ ঘন্টার অধিক কাজ করানো হয় না। এবং কোন শ্রমিক যদি চাকুরিতে অব্যাহতি প্রদান করতে চায় বা মালিক যদি কোন শ্রমিককে চাকুরী হতে অব্যহতি দিতে চায় তাহলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী কার্যকর করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

মাদার কালার লিমিটেড পরিবেশ দূষণ নিশ্চিতকল্পে একটি পরিকল্পিত কার্যকরী ইটিপি স্থাপন করেছে যেখানে সমগ্র কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ ইটিপিতে পৌছানোর জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইটিপির বর্জ্য পানি পরিশোধন করার লক্ষ্য প্রতি ঘন্টার পি.এইচ, টি.ডি.এস, ডি.ও, তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা হয়। কেমিক্যাল পতন রোধ করার লক্ষে প্রতিটি কেমিক্যাল জার সেকেন্ডারি কন্টেইনার ও স্পিলেজ কিট ব্যাবহার করে যার দরুণ কেমিক্যাল মাটিতে মিশে যায় না। কোম্পানীর হেজার্ড ও নন হেজার্ড ওয়েষ্ট আলাদা আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করেছে যাতে নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকে। মাদার কালার লিমিটেড ই.জি.বি বয়লার প্রতিস্থাপন করেছে যা জেনারেটর এর অতিরিক্ত বাস্পকে কাজে লাগিয়ে আয়রন করার জন্য স্টিম উৎপাদন করতে কাজ করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। ডাইং-এ হোজ পাইপের সাথে নজেল টিগার লাগানো হয়েছে যাতে পানির অপচয় রোধ করা যায়। কোম্পানীর সকল স্থানের শব্দ, বায়ু, আলো, তাপমাত্রা পরিবেশ আইন মেনে চলে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

মাদার কালার লিমিটেড এ নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে তাদের কাজের বিনিময়ে ন্যায্য পাওনাদি পরিশোধের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। মাদার কালার লিমিটেড এবং লিডল বায়ার এর সহযোগীতায় গত ০১লা অক্টোবর ২০১৮ইং এবং ১৫ই অক্টোবর ২০১৮ইং তারিখ এবং ২৩ মার্চ ২০১৯ইং তারিখে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা ক্যাম্প কর্মসুচির আয়োজন করেছে যার দরুণ প্রতি কর্মসুচিতে ১৫০ জন শ্রমিককে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে চশমা সরবরাহ করা হয়েছে। মাদার কালার লিমিটেড পূর্বে GIZ PURE Project সম্পন্ন করেছে কেমিক্যাল সেফটি ম্যানেজম্যান্ট এর উপর এবং GIZ- SQP- 8 Project সম্পন্ন করেছে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার উপর এবং বর্তমানে GIZ- SQP-9 Project চলমান আছে। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় আরো উন্নয়নের জন্য এবং মাদার কালার লিমিটেড কর্তৃপক্ষ খুব শিগ্রই OEKO-TEX STeP Certification audit করবে Social, OH&S, EMS, CMS and QMS এর আরো উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য।

ফতুল্লা এ্যাপারেলস

বি-৬৮/১, ওয়াপদা রোড
জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

ফজলে শামীম এহ্সান
স্বত্বাধিকারী

অপরিহার্য প্রতিপালনঃ

ফতুল্লা এ্যাপারেলস শ্রমিক ও কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্র পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য সার্বোক্ষনিক তদারকি করে থাকেন। শ্রমিক ও কর্মচারীরা কাজ করতে গিয়ে কি ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন সে বিষয়ে সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরুপনের জন্য নিম্ন উল্লেখিত পদক্ষেপ গুলো মেনে চলার জন্য বলা হয়:

১. সকল শ্রমিককে তাদের কাজ শুরু করার সময় সেইফটি সরঞ্জামাদি পরিধান করে কাজ শুরু করতে হয়।

২. মেশিনে কাজ শুরু করার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য মেশিনের আই গার্ড, নিডেল গার্ড ও বৈদ্যুতিক সেফটি নিশ্চিত করতে হবে।

৩.কর্মক্ষেত্রে চলাচলের সকল রাস্তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও বাধামুক্ত রাখতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ

ফতুল্লা এ্যাপারেলস এ কর্মরত সকল শ্রমিক ও কর্মচারী তাদের প্রতিদিন কাজ করার সময় কোন প্রকার দূর্ঘটনার শিকার হলে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং চিকিৎসা সেবাসহ মালিকপক্ষ যাবতীয় খরচাদি বহন করেন। কাজ করতে গিয়ে কোন শ্রমিক ও কর্মচারী কেউ কোন প্রকার অঙ্গহানীর স্বীকার হলে মালিকপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, তফসিল-০১ এ বর্নিত ক্ষতিপূরনের হার অনুযায়ী অঙ্গহানীর ক্ষতিপূরন দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

পরিবেশগত প্রতিপালনঃ

নিরাপদ ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করি, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি" এ স্লোগান নিয়ে ফতুল্লা এ্যাপারেলস তার কারখানার পরিবেশগত প্রতিপালনীয় বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তাই পরিবেশকে সুস্থ্যরাখার জন্য পরিবেশগত প্রতিপালনীয় বিষয় নিম্নলিখিত কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন:

- পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারখানার সকল ধরনের পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ করে, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।
- অত্র প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে সকলের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ, ৫২ কি.ও. সৌর-বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্তকরণ, ডিজেল এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।
- উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রেখে বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিমাণ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করা হয়।
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সঞ্চয়ের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সৌরশক্তি বিদ্যুত ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশগত দায়িত্ব পালন, উন্নত প্রযুক্তি ব্যাবহার ও উৎপাদন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত নীতিমালার
- সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা অর্জন। (By implemating various 3rd party audit like as OEKO-TEX Standard 100, ICS, BSCI, SEDEX etc)
- পরিবেশ দুষণ ও সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- নিরাপদ রাসায়নিক পদার্থ পরিচালনের মাধ্যমে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।
- এছাড়া ও ফতুল্লা এ্যাপারেলস নিরাপদ মালামাল ক্রয় ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে কারখানার মিশন সফল করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতীজ্ঞাবদ্ধ।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ

ফতুল্লা এ্যাপারেলস তার শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তাই অত্র প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সন্তুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম সমূহ হাতে নিয়েছেন:

১.অদক্ষ শ্রমিক নিয়ে নিজস্ব সুইং ল্যাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরী করা।

২.আগ্রহী সকল শ্রমিককে কর্মরত অবস্থায় কম্পিউটারের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

৩. কর্মরত শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর

জন্য নির্বাচিত পোশাক শিল্পের (বিজিএমইএ-এর সদস্যভুক্ত) ৭টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

কমফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড
গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

রেজাকুল হায়দার
চেয়ারম্যান

অপরিহার্য প্রতিপালনীয় বিষয় ঃ
কম্‌ফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড তার স্বাভাবিক ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার জন্য কিছু অপরিহার্য বিষয়ের উপর জোর দিয়ে থাকেন। কারখানার সকল নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলা ও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। কোম্পানি সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসেন। এ পর্যন্ত তাদের ৩০টিরও বেশি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যেমন-স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, নতুন শ্রমিকদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, বৈষম্যহীনতা, ফায়ার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও মানব অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কোম্পানি নিয়মিত অগ্নি মহড়ার আয়োজন করেন (ডে ও নাইট অগ্নি মহড়া)।
স্বাস্থ্য বিষয়ক ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক মিটিং এর আয়োজন করেন এবং যা কোম্পানির সকল শ্রমিক ভাই-বোনদের মাঝে শেয়ার করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ
কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য কোম্পানি নিশ্চিত করেন। প্রয়োজনে শ্রমিকের পূর্ণ আরোগ্যর উদ্দেশ্যে দেশের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কুমুদিনি হাসপাতাল এবং শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কে.পি.জে স্পেসা-লাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে এর সাথে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এ্যাম্বুলেন্স বাবদ কোনরুপ কর্তন করেন না। কম্পোজিট নীট লিমিটেড প্যাথলজি সেবা নিশ্চিত করতে ভর্তুকি স্বরুপ ৫০% ব্যয় করেন এবং প্যাথলজি পরীক্ষার ব্যাপারে কর্তব্যরত শ্রমিক বহন করে শুধুমাত্র ৫০%।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনীয় বিষয় ঃ
কম্‌ফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড একটি ১০০% রপ্তানিমুখী পোষাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানির কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম রয়েছে যেমন- একর্ড সেইফটি, অভ্যন্তরীণ অডিট, সেইফটি কমিটি, অভিযোগ নিরসন কমিটি, সিসি টিভি মনিটরিং, হাইড্রেন্ড, স্প্রিংলার, ট্রেনিং ও অন্যান্য পরিবেশের উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার ইত্যাদি।
এছাড়াও কোম্পানি নিম্নোক্ত সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন যেমন -

- কম্‌ফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড তার যাবতীয় কার্যক্রম প্রযোজ্য দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে করতে বদ্ধ পরিকর।
- সকল শ্রমিক কর্মচারীদের সমভাবে মূল্যায়াত হচ্ছে কিনা সেক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখেন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বয়স, লিঙ্গ, সামজিক অবস্থান ও শারীরিক অক্ষমতার ভিত্তিতে কোন ধরণের ভেদাভেদ করে না।
- কর্মক্ষেত্র শ্রমিক কর্মচরীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে যাতে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস পায়।
- কম্‌ফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড পরিবেশের সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোম্পানিতে প্রযোজ্য সকল আইন মেনে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- শ্রমিক কর্মচারীদের শ্রমের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের মজুরী ও ভাতা ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে কোম্পানি প্রদান করে থাকেন এবং অতিরিক্ত কাজের ভাতাও মূল বেতনের দ্বিগুন হারে প্রদান নিশ্চিত করেন।
- হয়রানীমূলক আচরনের (শারীরিক নির্যাতন,গালিগালাজ ও হুমকি, মানসিক নির্যাতন, খারাপ ব্যবহার, যৌন হয়রানীমূলক আচরন, মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা এবং চলাচলের উপর বিধি নিষেধ) ব্যাপারে কম্‌ফিট কম্পোজিট লিমিটেড সব সময় সচেতন এবং এধরণের আচরণ কোনভাবেই গ্রহণ করে না।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম বিষয় ঃ
একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্ম পরিবেশ রক্ষার্থে কম্‌ফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড নিম্নোক্ত উদ্ভাবনী কার্যক্রম পালন করেন-ইনসেনারেটর ও ঝুট বয়লার, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, সোলার এলার্জি ব্যবহার, পানির ব্যবহার কমানো, সবুজ পরিবেশ, বৃষ্টির পানি ব্যবহার ইত্যাদি। সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে কারখানার অভ্যন্তরে সবুজ বনায়ন করা হয়েছে। এছাড়া কমফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড বাংলাদেশে প্রথম বারের মত অত্যাধুনিক মের্মরেন্সফিলট্রেমন সিস্টেম চালু করেছে।

লায়লা ষ্টাইলস লিঃ

বাহাদুরপুর, সিকদারবাড়ী, গাজীপুর।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

মোঃ ইমরানুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

আধুনিক ফ্যাশন চাহিদা ও কমপ্লায়েন্স সচেতন প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্ব পোশাক বাজারে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরী করে বিশ্বখ্যাত বায়ারদেরকে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহকরে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে এবং সেই সাথে শ্রমিকদেরকে একটি সুন্দর, সৌহার্দপূর্ণ ও আরামদায়ক কর্ম পরিবেশ প্রদান করতে লায়লা ষ্টাইলস সর্বদাইসচেষ্ট। ফ্যাক্টরীতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা মোতাবেক শ্রমিক নিয়োগ, নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, আইন নির্ধারিত কর্মঘন্টা অনুসরণ, শ্রমিকের মৃত্যু, ছাটাই, ডিসচার্জ, অবসান, স্বেচ্ছাবসান, অবসর, বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চাকরিছেদ জনিত প্রাপ্য পাওনাসমূহ আইন মাফিক পরিশোধ, নারী শ্রমিকগণের মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদানসহ মাতৃত্বকল্যাণ ছুটি প্রদান, বিধান মোতাবেক শিশুকক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থল, কর্মস্থলে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল, আলোক ব্যবস্থা, সহনীয় শব্দমাত্রা এবং আরামদায়ক উঞ্চতা, প্রতিষ্ঠানের চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তার জন্যে ঝুঁকিমুক্তকরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা বা সংরক্ষণ করা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের আইনানুগ সুবিধা ও অগ্রাধিকার প্রদান, বিধান মোতাবেক কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা (স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, রাসায়নিক পদার্থ যথাযথভাবে মজুদ করণ এবং ব্যবহার ও মজুদ সম্পর্কে নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমিকদের অবহিত করণের ব্যবস্থা, প্রজ্জলিত বা বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্লান্ট বা যন্ত্রপাতি কার্যকরভাবে ঘিরে রাখা, ৫ শয্যা বিশিষ্ট নিজস্ব স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।

পরিবেশগত প্রতিপালন

ফ্যাক্টরী পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসহ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল চাহিদা ও নির্দেশনা মেনে চলা হয়। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, পরিবেশ, বয়লার, ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া আছে। ফ্যাক্টরী নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রিনবিল্ডিং কনসেপ্ট এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ইউ.এস. গ্রিনবিল্ডিং কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত LEED GOLD সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য প্রযোজ্য সকল পরিবেশগত চাহিদা ও শর্তসমূহ পূরণ করে নির্মাণ ও অবকাঠামো সম্পন্ন করা হয়েছে। ফ্যাক্টরীর প্রায় ৫০ শতাংশ জমি সবুজায়ন ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক লেক, গাছ-গাছালি ও সবুজ শাক-সব্জির চাষাবাদ। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি সম্পন্ন ও স্বীকৃত থার্ড পার্টি অডিটফার্ম দ্বারা এই ফ্যাক্টরীতে এনভায়রন মেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং পরিবেশ বান্ধব সকল বিষয় স্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল চাহিদা ও নির্দেশনা মেনে এই ফ্যাক্টরীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরাপদ ও বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য অত্যাধুনিক রিভার্স অসমোসিস টেকনোলজির পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কারখানা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা মোতাবেক সকল প্রকার দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য) এবং বিপজ্জনক ঘটনার বিষয়গুলি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে রিটার্ন আকারে জানায়। কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আক্রান্ত শ্রমিকদেরপূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। কর্মকালীন যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে, প্রাথমিকভাবে কোম্পানীর ডাক্তার দ্বারা তার চিকিৎসা করানো হয় এবং প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ প্রদান করা হয়। যদি উক্ত ব্যক্তির কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার দরকার হয়, তবে সেটার ব্যবস্থা করা হয়। কোম্পানীতে কর্মরত প্রতিটি শ্রমিক ও ব্যক্তি যেন এই সুবিধা পায় সেজন্য নিয়োগের সাথে সাথেই তাকে গ্রুপ বীমার জন্য প্রযোজ্য বি.জি.এম.ই.এ.-এর ডাটাবেজে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানকরে রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টরীতে একটি ট্রেনিং সেন্টার এবং একটি ট্রেনিং লাইন আছে। যেখানে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ক্রিটিক্যাল মেশিন ও ক্রিটিক্যাল অপারেশন (অটো স্প্রেডার, কানসাই, ফিড-অব-দি-আর্ম, হাই-টেকনোলজির অটোমেটিক মেশিন, ফিনিশিং, আয়রনিং, ইত্যাদি) পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়, যেন তারা উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং অধিক উপার্জন করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন সময়ে এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীনভাবে এবং ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডাক্তার দ্বারা ফার্স্ট এইডারদের প্রফেশনাল ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। লায়লা ষ্টাইলস লিমিটেড ক্রেতাদের উচ্চমাণসম্পন্ন গার্মেন্টস পণ্য সরবরাহ করতে বদ্ধপরিকর, যা একটি অর্থপূর্ণ ও ভাল কর্মপরিবেশে তৈরী হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য একটি আদর্শ ফ্যাক্টরী পরিচালনা করা, যা শুধু ন্যায্য বেতনে ভাল চাকুরীই প্রদান করেনা, বরং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুন্দর পরিবেশে হাসিমুখে কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করে ও প্রতিনিয়ত উন্নতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

ইপিলিয়ন স্টাইল লিমিটেড

বাহাদুরপুর, বাওয়াল মির্জাপুর,
গাজীপুর সদর, গাজীপুর-১৭০৩

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

রিয়াজ উদ্দিন আল-মামুন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি, পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্য সম্মত নিরাপদ কর্মপরিবেশ এর সংমিশ্রণ হল ইপিলিয়ন স্টাইল লিমিটেড। ইপিলিয়ন স্টাইল লিমিটেড ইপিলিয়ন গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ইপিলিয়ন গ্রুপ বিশ্বাস করে মানব সম্পদই হল এই প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি। এই মানব সম্পদকে কার্যক্ষেত্রে সুদক্ষ কর্মশক্তিতে রূপান্তর করায় ইপিলিয়ন বদ্ধ পরিকর। এই প্রয়াস নিয়ে প্রতিষ্ঠান তার শ্রমিকদের নিয়োগ-পত্র এবং পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী দৈনিক কর্মঘন্টা, মৃত্যু, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অবসান, সেচ্ছায় অবসান, অবসর বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চাকরী ছেদ জনিত প্রাপ্য পাওনাসমূহ আইন অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়। নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন সকল সুযোগ সুবিধা এবং ছুটি প্রদান করা হয়। ইপিলিয়ন স্টাইল লিমিটেড এর নিজস্ব স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে যেখানে স্বাস্থসেবা প্রদান করা হয়। একর্ড আওতাভূক্ত এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের নানাবিধ ঝুঁকি সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

ইপিলিযন স্টাইল লিমিটেড বিদ্যুৎ, গ্যাস, বি.পি.সি, পরিবেশ, বয়লার বিএসটিআই, বিএনবিসি, এফএসসিডি, বিসিআইসি, বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। ইউ এস গ্রীন বিল্ডিং কাউন্সিল দ্বারা এ ভবনটি গ্রীণ বিল্ডিং' এর স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মার্কস এন্ড স্পেন্সারের পরিকল্পনা-'এ' অনুযায়ী ইপিলিয়ান স্টাইল লিমিটেড ইকো-ফ্যাক্টরি'র সম্মান পেয়েছে। প্রতিষ্ঠান পেশাগত ব্যাধি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথযথ পদক্ষেপ নিয়েছে কর্মরত শ্রমিকগণকে তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও প্রায় ১২০০ টি রাসায়নিক ড্রাম পূনরায় ব্যবহারযোগ্য করার লক্ষে 'প্লান্ট ফর প্লানেট' নামে ঢাকার ৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২০০টি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। বিধান মোতাবেক সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং শৌচাগার, প্রক্ষালন কক্ষ ও ধৌত-করণ সুবিধা এবং তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ফ্লোরে কর্মরত সকল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ সকল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মালিক ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সেফটি কমিটি গঠন করেছে। শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিকার শীর্ষক বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ও পোষ্টার সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সকল প্রকারের দুর্ঘটনা যেমন: প্রাণঘাতী, গুরুতর, সামান্য এবং বিপজ্জনক বিষয়গুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ সুবিধা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে কর্তৃপক্ষ সকল শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি আধুনিক মানসম্মত চিকিৎসাকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক রেজিস্টার্ড মহিলা এবং পুরুষ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানে সকল শ্রমিকদের সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তা বিধানে গ্রুপবীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে সকল শ্রমিকের ভবিষ্যত নিরাপত্তা সু-নিশ্চিত হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ইপিলিয়ন স্টাইল লিঃ কর্তৃপক্ষ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে যথাযথ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। এছাড়া অনভিজ্ঞ শ্রমিকদের দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শ্রমিক কল্যাণে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় ইপিলিয়ন স্টাইল লিঃ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী পদক্ষপে গ্রহণ করেছে যেমন শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি প্রকল্প (কেয়া), হাজিরা বোনাস, নবজাতক পুরস্কার, মাতৃত্বকালীন পুষ্টিভাতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, বাৎসরিক বনভোজন, ঈদ উপহার, বিনামূল্যে যাতায়ত সুবিধা, ন্যায্য মূল্যে পণ্য সংগ্রহের জন্য বিপনী কেন্দ্র 'রেনু' সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে চশমা সহ চক্ষু সেবা প্রদান করা ইত্যাদি। এছাড়া ও শ্রমিকদের সুস্বস্থ্যের প্রতি উৎসাহিত করতে 'হেল্থ চ্যাম্পিয়ান-স' এর মত অনুপ্রেরণামূলক পুরস্কার দেয়া হয়। শ্রমিকদের উদ্যম আর কর্ম প্রাঞ্জলতা বজায় রাখতে এই ধরণের উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠান নানাবিধ সৃজনশীলতায় উদ্ভাবনী কার্যক্রম চলমান রেখেছে। এছাড়াও প্রতি বছরের এপ্রিল মাস কে নিরাপত্তা মাস ঘোষণা করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়।

আহসান কবির খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইকোফ্যাব লিমিটেড

২২৮/১, যোগীতলা, বি.আর.আর.আই
গাজীপুর-১৭০১

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

ইকোফ্যাব লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। কর্মস্থলে একটি সুনির্দিষ্ট আচরন বিধি বজায় রাখতে ইকোফ্যাব লিমিটেড কর্তৃপক্ষ সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ। গোত্র, সংস্কৃতি, মুল্যবোধ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, বয়স, লিঙ্গ বা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদানে কর্তৃপক্ষ বিশ্বাসী। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, কর্মঘন্টা, মজুরি, ওভারটাইম, মৃত্যুজনিত সুবিধা, সেচ্ছাবসর সুবিধা, মাতৃকালীন সুবিধা এবং শিশুকক্ষ রয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, প্রাথমিক চিকিৎসা দল, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্য সেবার সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবন্ধী শ্রমিকদেরকে অগাধিকার সুবিধা প্রদান করা হয়। কারখানার স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং ইরেকট্রিক্যাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ সুনির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ এবং তা ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরিহার্য প্রতিপা-লন বিষয়ে যথাযথবাবে বাস্তবায়নে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকগণ সচেষ্ট রয়েছেন।

পরিবেশগত প্রতিপালন

পরিবেশগত স্থিতিশীলতার প্রতি ইকোফ্যাব লিমিটেড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিশ্ব পরিবেশগত নীতিগুলোর দ্বারা পরিচালিত। পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতার প্রথম করণীয় হিসেবে কারখানার সকল কার্যক্রমে পরিবেশগত প্রভাব সর্ম্পকে আমরা জানার চেষ্টা করি এবং সেই মোতাবেক প্রতিরোধ এবং প্রশমনগত ব্যবস্থ্য গ্রহণ করে থাকি। পেশাগত রোগ ব্যধি রোধ করার জন্য প্রযোজ্য ব্যক্তিদের নিয়মিত স্বস্থ্য পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থ্য গ্রহণ করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বর্জ্যের উৎস অত:পর বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক নিরুপন করে পৃথকীকরণ করা হয় যা সুনির্দিষ্ট স্থ্বনে সংরক্ষণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে বর্জ্য নিস্পত্তি করা হয়। বায়ুদূষণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়মিত নির্গমিত বায়ুর গুনাগুণ পরীক্ষা করে দেশের এবং আন্তর্জাতিক সমপর্যায়ের মান নিশ্চিত করা হয়। সর্বোপরি ইকোফ্যাব লিমিটেড সকল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবেশগত স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা সর্বদা করে যাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ উল্লেখিত সকল প্রতিপালন নির্দেশনা পালনে ইকোফ্যাব লিঃ কর্তৃপক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি শ্রমিক এর কাজে যোগদানের পূর্বে ওরিয়েন্টেশন এবং পুরোনোদের রিফ্রেশমেন্ট এর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৭৮ ক এর ১,২,৩ অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিত করণের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শ্রম বিধি ৬ষ্ঠ অধ্যায় এর বিধি ৬৮ এর (২) এর উপবিধি (১) অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেইফটি স্যুজ, হেলমেট, গগলস, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, ইয়ার মাফ ও ইয়ার প্লাগ, কোমর বন্ধ, এপ্রোন, চশমা, মেশিন গার্ড প্রভৃতিসহ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ ও উক্ত সামগ্রী ব্যবহার এর প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৯৯ ও শ্রম বিধি ৯৮ এর ১,২,৩,৪,৫,৬, ও ৭ মোতাবেক বাধ্যতামুলক গ্রুপ বীমা বিদ্যমান ও কার্যকরী করা হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টরীর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাকুরীকালীন সময়ে পূর্ণ মজুরী সহ ৩ মাস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যা উৎপাদন বৃদ্ধি সহ শ্রমিকদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শারিরীক প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত স্থনীয় ও শ্রমিক শিশুদের জন্য ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিকাশ স্কুল। প্রি-প্রাইমারী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে রয়েছে প্রায় ৩২৫ জন শিক্ষার্থী। এখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ালেখার পাশাপাশি নিয়মিত স্বস্থ্য চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছে ১ জন সার্বক্ষণিক ফিজিও থেরাপিষ্ট যার সচেষ্ট পরিশ্রমে চলাফেরায় অক্ষম কিছু প্রতিবন্ধী শিশু নিজ পায়ে হাঁটতে শিখেছে। শূণ্য থেকে ৫ বছর শ্রমিক শিশুদের জন্য করা হয় প্রতি বছর ০-৫ ক্লিনিক। যেখানে থাকে শিশু বিশেষজ্ঞ ও ফ্রি চিকিৎসা। বাৎসরিক আই ক্যাম্প। প্রতিবছর শ্রমিকদের ফ্রি চশমা, ঔষধ সহ অপারেশন সুবিধা প্রদান করা হয়। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবায় স্বেচ্ছায় রক্ত দান করা হয়। যেখানে থাকে শ্রমিক কর্মচারী, কর্মকর্তা মালিক পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। প্রশিক্ষিত ফায়ার ফাইটার ও ফার্ষ্ট এইডারদের প্রতি মাসে উৎসাহমূলক ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয় ৫০ টাকা। গর্ভবতী শ্রমিকদের বিনা মূল্যে প্রদান করা হয় ক্যালসিয়াম, আয়রণ ট্যাবলেট সহ আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষা। ইকোফ্যাব লিমিটেড শতভাগ রপ্তানীমূখী তৈরী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে শ্রমিক কল্যাণে দেশী ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড বিবেচনা করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত সাপেক্ষে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং ভবিষ্যতে ও তা অব্যাহত থাকবে।

ইনামুল হক খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনন্ত গার্মেন্টস লিঃ

নিশ্চিন্তপুর, আশুলিয়া
ডিইপিজেড রোড, সাভার, ঢাকা।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

অনন্ত গার্মেন্টস লি: সবসময় নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সামনে রেখে সব কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছুটি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টা বাস্তবায়ন করা হয়। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং মানসম্মত শিশু কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য নিজস্ব স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। কারখানাটিতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন কর্ম পরিবেশ বিরাজমান। কারখানাটির কোন ভবন, অংশ বিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তারজন্য ঝুকিপূর্ণ নয়। কারখানায় একটি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে। কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিধি মোতাবেক রয়েছে যা অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ দ্বারা ইতিমধ্যে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কর্মকালীন দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে অনন্ত গার্মেন্টস লিঃ এর পক্ষ থেকে আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য লাভ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং আইনানুগ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহন ও সহযোগীতা নিশ্চিত করতে কার্যকর কমিটি রয়েছে। কর্মীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

পরিবেশ দূষণ রোধে অনন্ত গার্মেন্টস লিঃ সর্বদা বদ্ধপরিকর। এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার সাথে সাথে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারেও সচেতন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য এনার্জী এফিশিয়েন্ট লাইট, ফ্যান, সুইং মেশিন, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গ্যাস সাশ্রয়ের জন্য ঝুট বয়লার এবং পানি সাশ্রয়ের জন্য রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং সিষ্টেম ব্যবহার করা হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

অনন্ত গার্মেন্টস লিঃ নানামূখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। আমাদের কারখানায় কার্যকর সেফটি কমিটি ও অংশগ্রহন কমিটি রয়েছে যার কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করে আইএলও এর মহাসচিব মি: গাই রাইডার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে অসহায় ও নির্যাতিত নারী এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিক কল্যাণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় রক্তদান কর্মসূচি, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃক্ষরোপণের মত উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উচ্চ পদে নারীদের নিয়োগ এবং পদায়নের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় যা জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

শোভন ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ক্রাউন ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড

স্কয়ার মাস্টারবাড়ি, জামিরদিয়া
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

উন্নয়নশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ক্রাউন ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড সর্বদা সচেষ্ট। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী নিয়োগ-পত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, অতিরিক্ত কাজের জন্য অধিকাল ভাতা, মাতৃত্বকালীন আইনানুগ সুবিধা প্রদান করা হয়। শ্রমিকের মৃত্যু, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অবসান, স্বেচ্ছাবসান, অবসর, বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারনে চাকরি ছেদজনিত প্রাপ্য পাওনাসমূহ আইনমাফিক পরিশোধ করা হয়। কারখানায় একটি আধুনিক শিশুকক্ষ রয়েছে। তিনজন রেজিষ্টার্ট ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড এবং একটি ছোট অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এ্যালায়েন্স এবং এ্যাকর্ড টিম দ্বারা ফ্যাক্টরীর স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেক্ট্রিক্যালের উপর নিরীক্ষা করানো হয়েছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রতি মাসে ফায়ার ড্রিল করানো হয়। বর্তমানে আমাদের কারখানায় বিভিন্ন শাখায় মোট ১৩ জন প্রতিবন্ধী কর্মী রয়েছে। এসব কর্মীদেরকে সব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

কারখানাটির কর্মক্ষেত্রে বিদ্যুত, গ্যাস, বয়লার, বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। কারখানায় সর্বদা পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, আরামদায়ক তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। কারখানার ছাদে স্থাপিত ১৫ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুত দ্বারা বাউন্ডারী ও সিড়িতে লাইটিং এর ব্যবস্থা করে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৃথক পৃথক বর্জ্য আইন অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিস্ক্বত্তির জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া বর্জ্য পরিশোধনাগার হতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পদার্থ আলাদা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছয় মাস সংরক্ষণ করা হয় এবং মনোনীত ইটের ভাটায় পোড়ানোর জন্য পাঠানো হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমোদিত একটি আত্যাধুনিক কার্যকর ১৫০ m3/hour বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) রয়েছে এবং আধুনিক একটি ল্যাবরেটরী রয়েছে। কর্মীদের জন জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মন-সিংহ হতে পরীক্ষিত সুপেয় পানির সরবরাহ করা হয়। গরমের সময় ঠান্ডা পানি ও শীতের সময় গরম পানি, ফিল্টার (আর.ও) এর মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবাহ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী যে কোন দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। কারখানাটিতে পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ পদান করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কারখানার খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন দিবস যেমন- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব এইডস দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করা হয়। কর্মীদের মধ্যে উক্ত দিবস গুলোর প্রতিপাদ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কারখানায় আইন অনুযায়ী ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্রাউন ওয়্যারস (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে BGMEA এর মাধমে প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় প্রিমিয়াম জমা দিয়ে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের জীবন বীমা সুবিধা প্রদান করে থাকে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ক্রাউন ওয়্যারস (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ভবিষ্যত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করনে বদ্ধপরিকর। মাল্টিস্কিল অপারেটর তৈরির জন্য নরমাল শ্রমিকদের কে বিশেষ বিশেষ সুইং প্রসেসের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। মহিলা শ্রমিকদের জন্য ৬০% ছাড়ে স্যানিটারী নেপকিন প্রদান করা হয়। দুপুরে খাবারের বিরতির সময় ডাইনিং হলে টিভির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয়। দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য খাবার প্রদান করা হয় এবং চাইল্ড কেয়ারের সকল বাচ্চাদের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। কারখানায় উচ্চতর পদে নারী কর্মীদের নিয়োগ প্রদান এবং উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সাধারণ শ্রমিকদের কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। প্রতিদিন সকালে ফ্যাক্টরীর কর্মের শুরুতে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে কোরআন তেলাওয়াত এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতি বছর বার্ষিক বনভোজন এর আয়োজন করা হয়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ১ম পর্বে ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা অংশগ্রহন করে থাকেন।

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ

পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

এ.এস.এম রফিকুল ইসলাম নোমান
চেয়ারম্যান

অপরিহার্য প্রতিপালন

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ একটি স্বনামধন্য টেক্সটাইল পন্য রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১৯৯৪সাল হতে ব্যবসায়িক কর্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশের টেক্সটাইল পন্য রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের সকল আইনকানুন এবং সন্মানীত ক্রেতাসাধারণের আচরনবিধি মেনে এ প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, চাকুরী স্থায়ীকরণ পত্র, মূলায়ন পদ্ধতি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, দূর্ঘটনা ও মৃতুজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির আইনানুগ পাওনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ সকল আইন ও বিধি অনুসরন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটিতে একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত শিশু কক্ষ রয়েছে। কারখানার সার্বিক ফায়ার নিরপত্তার জন্য মোট ১৫ কোটি টাকা খরচে ফায়ার হাইড্রেন্ট, ডিটেনশন এবং ফায়ার সেপারেশন এর কাজ করা হয়। ফায়ার প্রেটেশশন এর জন্য আমাদের কারখানয় দুই সেট ১২৫০ জি.পি.এম পাম্প স্থাপন করা হয়েছে উক্ত পাম্প এর সাথে মোট ৩০৪টি হোস কানেকশন করা হয়েছে। প্রতি ১০০ফিট এর মধ্যে একটি করে মোট ৩৪৭৬টি ফায়ার অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। আগুন সনাক্ত করার জন্য মোট ১৫টি ফায়ার কন্ট্রোল প্যনেল এর সাথে ৪০০০টি আগুন সনাক্তকারী যন্ত্র এবং ৪১টি এয়ার সেম্প্লিং পেনেল দ্বারা ২৪ ঘন্টা মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিবেশগত প্রতিপালন

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ পরিবেশগত প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর। অত্র কোম্পানী প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এই লক্ষ্যে বিদ্যুৎ/ গ্যাস/ বি.পি.সি/ পরিবেশ/বয়লার/বিএসটিআই/বিএনবিসি/ বিসিআইসি/ বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ করেছে। গ্রীন বিল্ডিং এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে নিশ্চিতকরনের লক্ষে কারখানার অভ্যন্তরে এবং চারপাশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য ৪,১০,০০০লিটার ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। কারখানায় তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ০৩টি বায়োলজিকাল ই.টি.পি (ক্যাপসিটি-৭,৫০০০০০লিটার/প্রতিদিন, ৬,০০০০০০লিটার/প্রতিদিন এবং ২,৭০০০০০ লিটার/প্রতিদিন) স্থাপন করেছে যা বাংলাদেশে বৃহত্তম বায়োলজিকাল ই.টি.পি। এছাড়া নিঃসরনকৃত তরল বর্জ্যের মান তদারকি করার লক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তরল বর্জ্যের মান পরীক্ষা করা হয় যা পরিবেশ আইন অনুযায়ী সহনশীল সীমার মধ্যে রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

বাংলাদেশ শ্রম আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল দূর্ঘটনার প্রতিবেদন (প্রাণঘাতি, গুরুতর ও সামান্য) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তার যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দূঘর্টনা এড়াতে কোম্পানী বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে। এরপরও কোন শ্রমিক দূর্ঘটনার শিকার হলে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছে যেখানে সার্বক্ষনিক রেজিস্টার্ড ডাক্তার, দক্ষ নার্স দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইনের নির্দেশনা অনুযয়ী শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সেফটি কমিটি গঠন রয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ একটি শতভাগ রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমিকরাই এর মূল চালিকা শক্তি। অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় শ্রমিকদের পেষাণামূলক প্রশিক্ষণ, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, অংশগ্রহন কমিটিতে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন, অভিযোগ অনুযোগের সঠিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষতার ভিত্তিতে মান নির্ণয়ের মাধমে পদোন্নতি ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রেষনা দিয়ে থাকে। জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ একটি শতভাগ রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান এবং যেহেতু শ্রমিকরাই এর মূল চালিকাশক্তি, তাই তাদের কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে অত্র প্রতিষ্ঠান বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান হতে শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বাৎসরিক বনভোজন আয়োজন করা হয় যেখানে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে এবং পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নও করে। এতে শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকতাদের মধ্যে অংশগ্রহনমূলক মানসিকতা গড়ে ওঠে যা তাদের পারস্পারিক সম্পর্কের মানোন্নয়ন ঘটায় এবং পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আচরণ করতে সহায়তা করে।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর

জন্য নির্বাচিত ৩টি ফার্মাসিউটিক্যালস্ কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

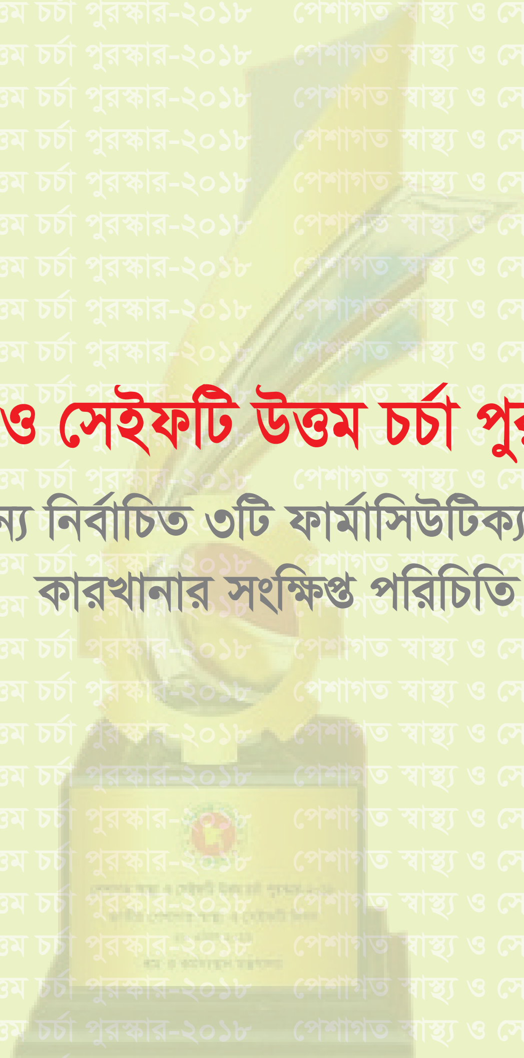

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

ঢাকা ইউনিট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-১৭৫০

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

তপন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

দেশের প্রচলিত শ্রমআইন ২০০৬ ও শ্রমবিধিমালা ২০১৫ সহ দেশের ও বিদেশের অন্যান্য কঠোর মাননিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, ইউএস-এফডিএ, ইউকে-এমএইচআরএ, টিজিএ-অষ্ট্রেলিয়া, এমসিসি-দক্ষিণ আফ্রিকা-এর বিধি বিধান অনুসরণ করে পরিচালিত পরিবেশ ও শ্রমিকবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, চাকুরী স্থায়ীকরণ পত্র, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস দূর্ঘটনা ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির আইনানুগ পাওনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ সকল আইন ও বিধি অনুসরণ করে থাকে। কারখানার অগ্নি নিরাপত্তার জন্য স্থাপন করা হয়েচে স্মোক ডিটেক্টর, হিট ডিটেক্টর, বিম ডিটেক্টর, কন্ট্রোল প্যানেল এবং অগ্নি নিরধোক তার। এছাড়া রয়েছে কার্যকরী ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম, ২১৯টি হোস পাইপ ও ২১০টি ফায়ার এক্সটিংগুইস-ারসহ পর্যাপ্ত জরুরী নির্গমণ পথ।

পরিবেশগত প্রতিপালন

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড শুরু থেকেই জীববৈচিত্র ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে অত্র কারখানায় রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, বয়লার ব্যবহারের ছাড়পত্র এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য রয়েছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪ সাল থেকে শিল্প পরিবেশ রক্ষায় এবং স্বচ্ছ বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (ইউএনজিসি) এর শর্ত প্রতিপালনে রাজী হওয়া অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় দেশের প্রথম সিএফসি এবং কার্বন বিহীন জীবন রক্ষাকারী ইনহেলার তৈরির প্লান্ট স্থাপন করেছে। কারখানাটিতে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য রয়েছে প্রতি ঘন্টায় ২০ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার বায়োলজিক্যাল বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট বা ইটিপি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে ইনসিনারেটর। পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড-কে জাতীয় পরিবেশ পদক-২০১৭' প্রদান করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড শ্রমিক কর্মচারীদের সুরক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিকদের জন্য পূর্ণ চিকিৎসা খরচ বহন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রমিকদের পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিরোধমূলক সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া প্রতিটি মেশিনের সুষ্ঠু পরিচালনা পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য রয়েছে গ্রুপবীমা, ভবিষ্যৎ তহবিল এবং কোম্পানীর মুনাফায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা। কারখানার অভ্যন্তরে ছয় শয্যা বিশিষ্ট স্থায়ী নিজস্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে যেখান থেকে শ্রমিকেরা বিনামূল্যে শতভাগ চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। এই কেন্দ্র কর্মীদেরকে সার্বক্ষণিক (২৪/৭দিন) চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

মানব সম্পদ বিভাগ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর একটি পরিকল্পিত কর্মসূচী প্রণয় করে থাকে। এচাড়া উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের রয়েছে আলাদা প্রডাকটিভিটি ইউনিট। সরাসরি ডিরেক্টর, টেকনিক্যাল অপারেশনস এর তত্ত্বধায়নে প্রোডাক্টিভিটি ইউনিটের সদস্যরা প্রতিটি প্রডাকশন প্ল্যান্টের উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারখানার শ্রমিকদের অংশগ্রহন ও নেতৃত্বে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, বিনামূল্যে সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের খাবার ও পরিবহন ব্যবস্থা, বিনামূল্যে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা, শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য উৎপাদন মূল্যে ঔষধ ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয় সেবা প্রদান করা হয় এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য সারা বছর ধরে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ফ্যামেলী ডে ইত্যাদি উদযাপন করা হয়। নিষ্কাশিত বর্জ্যের রিইউজ, রিসাইক্লিং ও রিডিউস নিশ্চিত করার জন্য তরল বর্জ্যকে ইটিপিতে শোধন করে জলাধারে জমানো হয় যা সারা বছর ধরে রাস্তা পরিস্কার এবং বাগান করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

টঙ্গী, গাজীপুর।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

নাজমুল হাসান পাপন এমপি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আইন অনুযায়ী লোকবল নিয়োগের সাথে সাথে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কর্মঘন্টা অনুসৃত হয়। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ওভারটাইম, বোনাস, ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অন্যান্য সুবিধা সমূহ এবং সকল পাওনা সমূহ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী যথাসময়ে প্রদান করে। প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য ও কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত কর্মস্থল পরিষ্কার করা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য লোকবল নিয়োগ করা হয়। কর্মস্থলে আরামদায়ক তাপমাত্রা, যথাযথ আলো ও বাতাস এবং নিরাপদ চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত রাস্তার ব্যবস্থা বিদ্যমান ও তা সক্রিয় কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। আইন অনুযায়ী আধুনিক ফায়ার ডিটেকশন, ফায়ার হাইড্রেন্ট, এক্সটিংগুইশার ব্যবস্থা বিদ্যমান ও তা সক্রিয় কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। নিয়মিত ফায়ার ফাইটিং সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে বেক্সিমকো ফার্মাসি-উটিক্যালস লিমিটেড অকুপেশনাল হেলথ এবং সেইফটি ব্যবস্থাপনার উপর OHSAS 18001:2015 সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোম্পানী।

পরিবেশগত প্রতিপালন

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেক্সিমকো ফার্মা জিরো ডিসচার্জ প্লান করেছে এবং তা বাস্তাবায়নের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করছে। ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জি কম ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন এনার্জি সেভিং বাল্ব, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন ধরনের ইন্সট্রাকসন প্রদর্শন করছে। কারখানার চারিপাশে ফুল ও বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো আছে। সূর্যের আলো ব্যবহারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়। কারখানার উৎপাদিত তরল বর্জ্য আধুনিক বর্জ্য শোধনাগারের মাধ্যমে রাসায়নিক ও জৈবিক পরিশোধনের মাধ্যমে পরিশোধন করা হয়। কারখানায় উৎপাদিত ডাস্ট আধুনিক ইন্সিনারেটরের মাধ্যমে দুই চেম্বর পদ্ধতিতে পোড়ান হয়। বেক্সিমকো ফার্মা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পার্শ্ববর্তী জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কিনা তা বিভিন্ন পরিবেশগত উপাদান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্মরত শ্রমিকদের কাজের ঝুঁকি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদান করা হয় এবং তা ব্যবহারের নিয়ামবলি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য জীবন বীমা, ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্রাচুইটি, মুনাফার অংশ, মেধাবি সন্তানদের বৃত্তি দিয়ে থাকে। পেশাগত রোগ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন জায়গাগুলোতে যাথাযথ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল, এডমিনিস্ট্রিভ কন্ট্রোল এবং পিপিইর ব্যবস্থা রয়েছে। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক শৌচাগার, ধৌতকরণ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ধৌত সামগ্রী রয়েছে। শৌচাগার নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। কর্মকালীন দুর্ঘটনা ঘটলে অসুস্থ শ্রমিককে দ্রুত চিকিৎসার জন্য বেক্সিমকোর কর্মরত ডাক্তার দ্বারা সেবা দেয়া হয়। কর্মকালীন দুর্ঘটনা ঘটলে আক্রান্ত শ্রমিককে চিকিৎসা ও পরিচর্যার যাবতীয় খরচ বেক্সিমকো বহন করে। কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করার পরিবেশ আরও উন্নত করার জন্য শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষর সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেইফটি কমিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রত্যেক বিভাগ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়ে ইমারজেন্সি রেসপন্স কোর টিম (ERCT) গঠন করা হয়ছে। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক EHS Culture উন্নয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট দ্বারা EHS কমিটি গঠন করা আছে। তারা বিভিন্ন সময় আলোচনা করে EHS Culture উন্নয়নে কাজ করা যাচ্ছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

OSH কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষে উচ্চ পর্যায়ের EHS কমিটি বিদ্যমান। কমিটির সদস্যদের নিয়ে মিটিং হয় এবং মিটিং থেকে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। দিক নির্দেশনা বাস্তাবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোম্পানিতে প্রয়োজন ও কাজের ধরণ অনুযায়ী ফর্ক লিফট, হয়েস্ট, হাইড্রলিক ট্রলি, কাভার ভ্যান, ইলেক্ট্রিক ভ্যান ও বিভিন্ন ট্রলি রয়েছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও আরগনমিক্স সম্বন্ধে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন স্থানে সাইনেজ প্রদর্শন করা আছে। বেক্সিমকো ফার্মা শ্রমিকও তার পরিবারের জন্য বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি, খেলাধুলা ও বিভিন্ন দিবস পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। বেক্সিমকো ফার্মা শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষ করার লক্ষে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শ্রমিকদের কর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য প্রতি বছর বেস্ট ওয়ার্কার পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়াও মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। কোম্পানির মুনাফার একটি অংশ শ্রমিকদের মাঝে সমানভাবে প্রদান করেন।

সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড

স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

মুহাঃ মুঈন উদ্দিন মজুমদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের একটি স্বনামধ্য বহুজাতিক ঔষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বিগত ষাট বছর ধরে গৌরবের সাথে সানোফি বাংলাদেশ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের প্রচলিত শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রমবিধিমালা ২০১৫ সহ দেশের ও বিদেশের অন্যান্য কঠোর মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, চাকুরী স্থায়ীকরণপত্র, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, দূর্ঘটনা ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির আইনানুগ পাওনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ সকল আইন ও বিধি অনুসরণ করে থাকে কারখানার অগ্নি নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি স্থাপনায় রয়েছে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। জরুরী অগ্নি বহির্গমন রয়েছে প্রতিটি ফ্লোরে।

পরিবেশগত প্রতিপালন

সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ নীতিমালা আছে যা সিইও কর্তৃক অনুমোদিত। সানোফিকে একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র হিসেবে নিশ্চিত করার সাথে সাথে আমাদের পন্য এবং কার্যকলাপে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সমূহ নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের প্রতিশ্রুতি। বিদ্যুৎ/গ্যাস/পরিবেশ/বয়লার/বিএনবিসি ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। নতুন কোন সম্পদ ক্রয় করার সময় পরিবেশ বান্ধব কিনা নিশ্চিত করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ৬০ ভাগ সবুজ অরণ্য। যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল ফুল ঔষধি বনজ বৃক্ষ আছে। কারখানা ও তৎসংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। পেশাপত ব্যধি রোধে কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ আছে। এজন্য উপযুক্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেশন করা হয়। সেই সাথে পরিবেশগত মাটি দূষিত হয়েছে কিনা সেটা নিয়মিত দেশী বিদেশী পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়। সেখানে কোন দূষণ পরিলক্ষিত হয়নি। কর্মরত শ্রমিকগণকে তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড একটি স্বনামধন্য বহুজাতিক ঔষদ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষায় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও একজন পেশাদারী সেবিকা সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করে এবং একটি পূর্নাঙ্গ চিকিৎসা কেন্দ্র বিদ্যমান। এছাড়া আমাদের কারখানায় প্রতি বছর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার এবং বিশেষ স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেমন- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, কিডনি দিবস, হার্ট দিবস, উচ্চ রক্তচাপ দিবস, ডায়াবেটিস দিবস, ক্যান্সার দিবস, সহ সচেতনতা প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা করা হয়। প্রতি বছর শ্রমিকদের Health Screening করা হয়। প্রত্যেকের জন্য একটি মেডিক্যাল ফাইল সংরক্ষণ করা হয়, যাহা মেডিকেল সেন্টারে অতীব গোপনীয় ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। 'গ্লোবাল থেল্থ পলিসি' মোতাবেক শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকি।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারখানার শ্রমিকদের অংশগ্রহন ও নেতৃত্বে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। সেইফটি কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে শ্রমিকরাই তাদের কাজের জায়গার ঝুঁকি নিরুপন করে ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ এবং নতুন পন্য প্রবর্তন করার সময় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত ঝুঁকি সমূহকে মূল্যায়ন করা হয়। সানোফির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্মিলিত করণ, যোগ্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি সমূহের উন্নয়ন এবং পণ্যের জীবনচক্র এ সবকিছুই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ। দৈনন্দিন শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সমূহ পরিচালনায়, গবেষণাকালে এবং নতুন পণ্য প্রস্তুত বা বিপনণ কালে, সানোফি পানি এবং শক্তির পরিমিত ব্যবহার, শিল্পবর্জ্যের যথোপযুক্ত পরিশোধন এবং ক্ষতিকর নির্গমনকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সানোফি জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

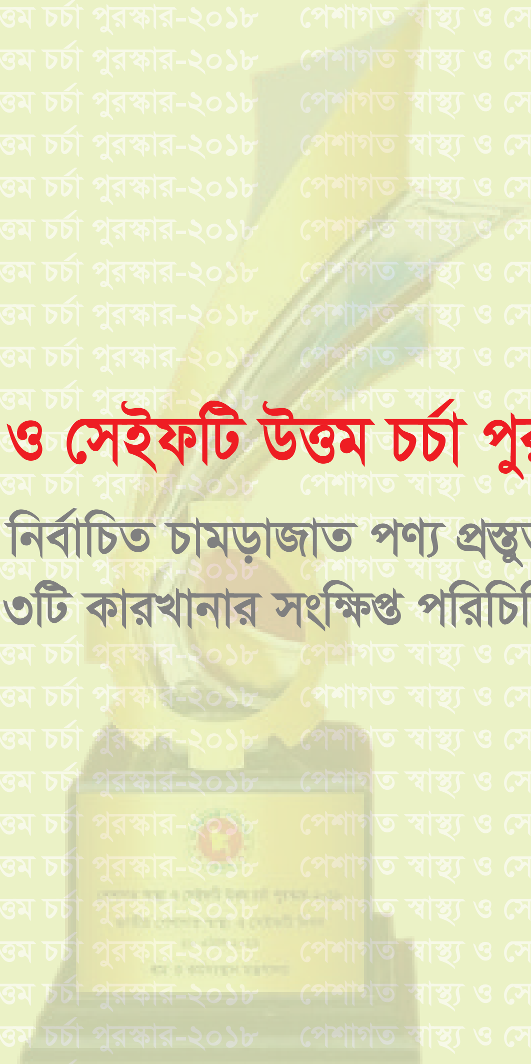

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর

জন্য নির্বাচিত চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী
৩টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

ম্যাফ সুজ লিমিটেড
চান্দগাঁও শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

হাসনাত মোঃ আবু ওবাইদা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন
উন্নয়নশীল বিশ্বে ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ম্যাফ সুজ লিমিটেড সর্বদা সচেষ্ট। আমাদের এই কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম মজুরী, মৃত্যুজনিত সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা এবং শিশুকক্ষ রয়েছে।
অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে প্রাথমিক চিকিৎসা দল, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্য সেবার সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবন্ধী শ্রমিকদেরকে অগ্রধিকার সুবিধা প্রদান করা হয়।
কারখানায় স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেক্ট্রিক্যাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথযথ রয়েছে। কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ সুনির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ এবং তা ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরিহার্য পালনের প্রতিটি বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকগণ সচেষ্ট রয়েছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন
বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত ঝুঁকি নিরুপণ প্রশিক্ষণ প্রদান, অংশগ্রহণকারী কমিটি তত্ত্বাবধান, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেশিন নিরাপত্তা নির্দেশিকা ও জরুরী সুইচ সম্পর্কিত নিদেশিকা মেশিনের সাথে লাগানো আছে। ভবিষ্যৎ তহবিলের জমাকৃত অর্থ প্রাপ্যতার বিধান রয়েছে। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জরুরী ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে একজন এমবিবিএস ডাক্তারসহ অভিজ্ঞ নার্সের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা মনিটরিং এর ব্যবস্থা আছে।

পরিবেশগত প্রতিপালন
ম্যাফ সুজ লিমিটেড কারখানাটির কর্মক্ষেত্রে আলো, বাতাস, আরামদায়ক তাপমাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পরিবেশ বান্ধব মেশিন ও বিভিন্ন স্থাপনা করেছেন এছাড়াও কারখানার ছাদে ও কারখানার দুপাশে মনোরম বাগান আছে। শ্রমিকদের পেশাগত রোগ, ব্যাধি নিরাময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম
ম্যাফ সুজ লিমিটেড শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা, গ্রাচুইটি, ক্যান্টিনে খাবার ব্যবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, গর্ভবতী মহিলাদের স্যানিটারী ন্যাপকিনের সুবিধা, শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, উৎপাদন বোনাস, হাজিরা বোনাস, জীবন বীমা, বিবাহ বোনাস, পারফরমেন্সের ভিত্তিতে প্রমোশন ও মজুরী বৃদ্ধির সুবিধা এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অন্যান্য
ম্যাফ সুজ লিমিটেডে শ্রমিকদের কাজের ফাঁকে আনন্দ বিনোদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক বছর কারখানা অভ্যন্তরে মাস ব্যাপি খেলাধুলা ও কারখানার বাহিরে এনুয়েল ডে আউট বা পিকনিকের আয়োজন করা হয়। উক্ত পিকনিকে শ্রমিকদের পরিবারের লোকজন ও অংশগ্রহনের সুযোগ থাকে।

ম্যাফ সুজ লিমিটেড শ্রমিকদের একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের অনুশীলন উন্নত করার প্রত্যয় নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড
মৌজা-চন্দ্রা, সফিপুর
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড- এপ্রত্যেক শ্রমিক কে নিয়োগ এর সময় পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হয় না। শ্রমিকের প্রাপ্য পাওনাদি ও মাতৃত্বকালীন সুবিধাসমূহ যথাযথ ভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। কারখানাটিতে বাংলাদেশের শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম মজুরি, মৃত্যুজনিত সুবিধা, স্বেচ্ছাবসর সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং শিশুকক্ষ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসা বা নিয়মিত চেক করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রাসয়নিক পদার্থের মজুদ ও চূড়ান্ত পণ্য গুদামজাতকরণে যথাযথ নিরাপত্তা মেনে চলা হয়। সর্বপরি সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

সকল প্রকার পেশাগত ব্যাধি ও কর্মকালীন দূর্ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যেকোন দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সকল তথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ও ক্ষতিপূরন প্রদান করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত অংশগ্রহণকারী কমিটি ও সেফটি কমিটি সর্বদা কোম্পানী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। কারখানাটিতে পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত ঝুঁকি নিরুপণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেশিনে নিরাপত্তা নির্দেশিকা ইত্যাদি ঝোলানো হয়েছে।সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গ্রুপ বীমা ও ভবিষ্যত তহবিল চালু আছে। কোন শ্রমিক চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শ্রমিকের মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত বীমার ও ভবিষ্যত তহবিলের অর্থ প্রদান করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

কারখানার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (পরিবেশ অধিদপ্তর) অনুমোদন নেয়া হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠান ISO 14001:2015 সনদ প্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক নিরিক্ষণ সংস্থা Leather Working Group (LWG) এর নিরীক্ষা মানে অত্র প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ রেটিং Gold সনদপ্রাপ্ত। Chemical Management Module (CMM) নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পেশাগত ব্যধি রোধে ও চামড়া হতে উৎপন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রমিক এর জন্য সুপেয় পানি, সৌচাগার, ধৌতাকরণ সুবিধা, প্রক্ষালণ কক্ষ ও পি.পি.ই এর কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিক, সুপারভাইজার ও কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব , আচারণবিধি, শ্রমিকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার শ্রমিক কল্যাণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিভিন্ন প্রকার উদ্ভাবনী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।অত্র প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ডিজাইন ও স্টাইল এর মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার কর্মশালা চলমান রয়েছে।শ্রমিক কল্যাণে সুদ মুক্ত ঋণ, অনুদান, সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি, বিভিন্ন রোগের টিকা ইত্যাদি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বাৎসরিক বনভোজনে অনুদান প্রদান ও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড

বড় রাঙ্গামাটিয়া কাঠগড়া
আশুলিয়া, সাভার , ঢাকা।

মোঃ সায়ফুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানীকারক জার্মান-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬০০ লোক কর্মরত আছে। উন্নতমানের চামড়াজাত পণ্য রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন সহ ১১ বার চামড়াজাত পণ্য রপ্তানীকারক হিসেবে স্বর্ণ পদক পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে পিকার্ড পণ্য 'ইয়ার অব দা প্রডাক্ট' নির্বাচিত হয়েছে। চামড়াজাত পণ্য রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড নিঃসন্দেহে একটি নেতৃত্বশীল কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠান।

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড একটি সুন্দর পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক চর্চা করছে।

স্ট্রাকচারাল সেফটিঃ

প্রতিষ্ঠানটি স্ট্রাকচারাল সেফটি নিশ্চিতকরণে ২০১৩ ক্লেন্সি কনসালটিং নাম একটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অডিট করায় যার ফলাফল দেশীয় স্ট্রাকচারাল সেফটি নিশ্চিত করেছে।

ফায়ার সেফটিঃ

পিকার্ড বাংলাদেশ লিঃ অগ্নি নিরাপত্তায় স্থায়ী এবং বহনযোগ্য উভয় ধরণের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যেমন: স্প্রিংকলার, ফায়ার হাইড্রেন্ট, ফায়ার এক্সটিংগুইসার ইত্যাদি। নিয়মি ফায়ারড্রিল করানো হয়, কর্মকর্তা কর্মচারীদের ফায়ার প্রশিক্ষণ দেয়া।

ইলেকট্রিক্যাল সেফটিঃ

নিরাপত্তায় পিকার্ড বাংলাদেশ লিঃ সকল ওয়ারিং কনসিলড ওয়ারিং করেছে, নিয়মিত চেকিং ব্যবস্থা এবং সার্টিফাইড ইলেকট্রিশিয়ান রয়েছে।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তাঃ

প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত ডাক্তার এবং নার্স, প্যারামেডিকস, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মী, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ। এছাড়া চিকিৎসা ফান্ডের আর্থিক সুবিধা পাবার ব্যবস্থা, সকল কর্মী স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আছে, নিকটস্থ নারী ও শিশু হাসপাতালের সাথে চিকিৎসা প্রদানে চুক্তি রয়েছে এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারি ও প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড এ নিয়মিত ডিজিজ এনালাইসিস ব্যবস্থা, রক্তের গ্রুপ, বি ভাইরাস প্রতিরোধ ইনজেকশন, উৎপাদিত মূল্যে সেনিটারী নেপকিন সরবরাহ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা প্রদান, পানি, বায়ু, আলো পরীক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ বজায় রেখে পেশাগত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর

জন্য নির্বাচিত চা শিল্পের ৩টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

জেরিন প্লান্টেশন লিঃ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

মির্জ্জা সালমান ইস্পাহানি
চেয়ারম্যান

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সুস্থ শ্রমিক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ অপরিহার্য। সে লক্ষ্যকে সমনে রেখে জেরিন চা বাগান তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। দৈনিক ৮ ঘন্টা, অধিক-কাল কাজের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী অতিরিক্ত কাজের ভাতা দেওয়া হয়। নারী শ্রমিকগণের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধা প্রদান করা হয়। বাগানে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার স্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি কার্যকর মাদার্স ক্লাব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে একটি শিশু পরিচর্যা কক্ষ রয়েছে। কারখানা স্বাস্থ্য সম্মতভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহ পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় বজায় রাখা হয়। বাগানের প্রয়োজনী জৈব কীটনাশকসমূহের মজুদ আইনানুযায়ী করা হয় এবং এর ব্যবহার, মজুদ ও ঝুকি সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করা হয়। গবেষণাকার্য পরিচালনা করে উদ্ভাবিত “ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট মেনেজম্যান্ট” (IPM) এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জৈব কীটনাশক ও উপকারী পোকা বাগানে ব্যবহার করা হয়। প্রতিষ্ঠানে রেজিস্টার্ড ডাক্তার সহ শ্রমিকদের জন্য নিজস্ব স্থায়ী হাসপাতাল রয়েছে যেখানে প্রতিনিয়ত বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবেশগত প্রতিপালন

প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবেশ, ফায়ার সার্ভিস ও কারখানা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনকৃত। ভূগভীর নলকুপের বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম বাঁধ এবং লেক নির্মান করে প্রাকৃতিক পানি সংরক্ষণ করে সেচ পরিচালনা করা হয়। কৃত্রিম লেক এবং বাঁধ নির্মাণ করার দরুণ প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাগত ব্যাধি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে। বাগানের প্রতিটি শ্রমিকগৃহে শতভাগ পাকা স্যানিটেশন, বিদ্যুৎতায়ন ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব বন্ধুচুলা সরবরাহ করা হয়েছে কর্মরত শ্রমিকগণের কাজের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (চচঊ) সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং দেয়া হয়। গভীর নলকূপ হতে বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের সাহায্যে পানি বিশুদ্ধ করে প্রতিটি শ্রমিক গৃহে এবং কর্মরত শ্রকিদের নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হয়। বিধান মোতাবেক বাগানে ক্যান্টিন ব্যবস্থা আছে। বাগানের সেকশনে/কর্মক্ষেত্রে ১০টি পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে শ্রমিকরা দুপুরের আহার গ্রহণ করার পাশাপাশি বিশ্রাম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারে। কর্মরত অবস্থায় প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের জন্যে পুরুষ এবং নারা শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে আলাদা প্রক্ষালন কক্ষ/শৌচাগার এবং তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ লোকবল নিয়োজিত রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কর্মকালীন দুর্ঘটনা এবং পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা এবং আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। প্রতিবছর ফ্রী চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হয়। কার্যকর সেইফটি কমিটির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়িয়ে মানসম্পন্ন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।। নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে পরিবেশ বান্ধব এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের শারীরিক কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা পেশাগত রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাপদ জীবনমানের প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মেয়াদী পদক্ষেপ রয়েছে। বাগানের হাসপাতালে একটি অত্যাধুনিক অপারেশন কক্ষ নির্মাণ করে শ্রমিকদের শল্য চিকিৎসার ব্যবস্তা করা সহ শিশু পরিচর্যা কক্ষ আরো আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ প্রতিপালন করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারীর অংশগ্রহণকারী ভবিষ্যত তহবিল চালু আছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

শ্রমিকদের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিজস্ব রিসোর্স ও বহিরাগত রিসোর্সের সহায়তায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বাগানের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২৫৬৭ কে.জি. যা জাতীয় গড় উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুন। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের সহায়ক পরিবেশ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের গড় উপার্জন পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক কল্যাণে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় বাগানে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিবছর বাগানের শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বাগানের শ্রমিকসহ আশপাশের এলাকার ভুক্তভোগীদের জন্য বিশেষ রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়নে শ্রমিক লাইনে পয়:নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণ করে তা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটারী লেট্রিন ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছ। টিলায় অবস্থিত শ্রমিক লাইনে চলাচলের জন্য পাকা ফুট স্টেপ এবং সমতলে অবস্থিত শ্রমিক লাইনে আরসিসি পাকা পাথওয়ে তৈরি করা হয়েছে।

মধুপুর টি এস্টেট
বাহুবল, হবিগঞ্জ

লায়লা রহমান কবির
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাগান ও কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালনঃ

চা বাগানের শ্রমিকেরা বংশ পরম্পরায় চা বাগানে কাজ করে আসছে এবং তারা বাগানের মধ্যেই বসবাস করে আসছে। শ্রম আইন ও শ্রম চুক্তি মেনে তাদের প্রাপ্য পাওনা মেটানো হয় এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকের ওভারটাইম ও ছুটির দিনে কাজ করলে বিধি মোতাবেক সমস্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়। নারী শ্রমিকগণের মাতৃত্ত্বকালীন ৪ মাস ছুটি ও ভাতা প্রদান করা হয়। বাগানে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য ক্রেস হাউজ আছে সেখানে খেলাধুলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকদের প্রতি কেজি ২.০০ টাকা মূল্যে রেশন দেওয়া হয়, বাগান মালিক ও শ্রম চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক গৃহ দেওয়া হয় এমনকি প্রত্যেকটি ঘরের জন্য আলাদা আলাদা স্বাস্থ্যসম্পত সেনেটারী ল্যাট্রিন ও রান্নাঘর দেওয়া হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালনঃ

শ্রম আইন ও শ্রম চুক্তি অনুযায়ী সকল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য) এবং বিপদ জনক ঘটনার বিষয়গুলি যথাযথ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে জানানো হয়। কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এবং পেশাপত ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মাদার্স ক্লাব গঠন করা আছে। মাদার্স ক্লাবের প্রধান কাজ হলো শ্রমিকদের সমস্যা, সুবিধা, অসুবিধা এমনকি তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা এবং কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেই সমস্যাগু-লির তাৎক্ষণিক সমাধান করা।

পরিবেশগত প্রতিপালনঃ

আমাদের বাগানে বিদ্যুৎ/গ্যাস/পরিবেশগত/বিস্ফোরক ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে প্রতি বছর বাগান পরিদর্শন করে ছাড়পত্র প্রদান করেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সোলার ইরিগেশন ব্যবহার করা হয়।

উদ্বাবনী কার্যক্রমঃ

মাদার্স ক্লাবঃ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাগানের প্রত্যেক শ্রমিক লাইন থেকে শ্রমিক, পঞ্চায়েত, স্টাফ এবং সহকারী ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে মাদার্স ক্লাব গঠন করা আছে। মাদার্স ক্লাবের কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের লেবার ওয়েল ফেয়ার কোঅর্ডিনেটর এর তত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

স্বাস্থ্য সেবাঃ

শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবার জন্য বাগানে ৪শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মাসে ২ বার রেজিস্টার ডাক্তার আনা হয় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য। বাগানের শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা সরাসরি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধায়নে বিভিন্ন হাসপাতালে দেয়া হয়।

ক্রেস হাউজঃ

বাগানে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য ক্রেস হাউজ আছে। সেখানে খেলাধুলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে এবং শিশুদের পরিচর্যা ও খাবার দেওয়ার জন্য ৩জন আয়া ও ১জন স্টাফ নিয়োজিত আছে।

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণঃ

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট সহকারী ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু মধুপুর চা বাগানে আমরাই প্রথম Bangladesh Tea Research Institute এর প্রশিক্ষকদের মাঠে নিয়ে গিয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করি। এছাড়া সেচ প্রকল্পের জন্য Solar Lrriga-tion স্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিক গৃহের যেখানে বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে Solar panel দেওয়া হয়েছে।

ইমরান আহমেদ
সিইও

শমশেরনগর চা বাগান

শমশেরনগর, কমলগঞ্জ
মৌলভীবাজার।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

শমশেরনগর চা বাগান ব্রিটিশ মালিকানাধীন যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী ক্যামেলিয়া পি.এল.সি এর অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে শমশেরনগর চা বাগান তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান প্রতিপালন বা চর্চা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বাগানটি RFA (Rainforest Alliance) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে, যার মেয়াদ ৩১ আগষ্ট ২০১৭ থেকে ৩০ আগষ্ট ২০২০। কারখানাটিতে প্রতিটি শ্রমিককে স্থায়ীকরণের পর ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং Form-C প্রদান করা হয় যা তার নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এই বাগানে কোন শ্রমিককে দিয়ে দৈনিক আট ঘন্টার অধিক কাজ করানো হয় না। শ্রমিকের মৃত্যু, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অবসান, স্বেচ্ছাবসান, অবসর বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চাকরিছেদ জনিত প্রাপ্য পাওনাসমূহ আইন মাফিক পরিশোধ করা হয়। আইন মোতাবেক প্রত্যেক নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদানসহ মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটি প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য এবং বিপজ্জনক ঘটনা খুবই কম। যদি কোন ঘটনা ঘটে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন, ই-মেইল অথবা বিশেষ বার্তাবাহক দ্বারা (ক) মহাপরিদর্শক, (খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, (গ) সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক, (ঘ) নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, (ঙ) নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং (চ) মৃত্যু ও মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি যে থানা এলাকায় অবস্থিত সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত বা নোটিশ প্রদান করে থাকে। পেশাগত রোগ নাই বললেই চলে। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ মালিক বহন করে । সামাজিক নিরাপত্তা বিধানক্ষেত্রে গ্রুপ বীমা ও ভবিষ্যৎ তহবিল চালু আছে। অত্র বাগানে কার্যকর সেইফটি কমিটি আছে । অগ্নিনির্বাপন, জরুরী উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা দল গঠন এবং প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা করে থাকে। পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠানে বাগানের হাসপাতালে শ্রমিকদের ও পরিবারবর্গের ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ডিসপেনসারী বিদ্যমান। বাগানে একজন অভিজ্ঞ এম.বি.বি.এস ডিগ্রিধারী ডাক্তার সার্বক্ষণিক বিদ্যমান। এছাড়া পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, ড্রেসার, কম্পাউন্ডার ও ধাত্রী রয়েছে। এছাড়া অত্র বাগানে একটি গ্রুপ হাসপাতাল বিদ্যমান যেখানে চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুচিকিৎসার সকল আধুনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

পরিবেশগত প্রতিপালন

শমশেরনগর চা বাগানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কারখানা ও শ্রমিকদের জন্য বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র, বিস্ফোরক লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন করে থাকে। ডানকান ব্রাদার্স যেহেতু রেইন ফরেস্ট এলায়েন্স সার্টিফিকেট ধারী (RFA) তাই প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে সবধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কারখানায় বিধৌত পানি ইত্যাদি Affluent Tank এর মাধ্যমে পরিশোধন করা হয় যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি না হয়। যে সমস্ত শ্রমিক কীটনাশক দফায় কাজ করে তাদের বুট জুতা, গাউন, মুখের মাস্ক, মাথার ক্যাপ পরিধান করা বাধ্যতামূলক। Spraying কর্মীদের যন্ত্রপাতি ও কাপড় ধৌত করার আলাদা আলাদা ধৌতকরণ রুম বিদ্যমান আছে। যেহেতু চা শ্রমিকেরা কারখানার আশপাশে বসবাস করে তাই তাদের হতে কারখানার ভেতরে কেবিনের ব্যবস্থা করা হয় না। তারা যে পানি পান করে তা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের ভূমিকা অপরিসীম। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক ছাড়া সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টিতে অত্র প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ডানকান ব্রাদার্স কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে একটি স্বতন্ত্র (আরএন্ডডি) রিসার্স এবং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার পরিচালনা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের উন্নত জীবনমানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ মনে করে। এ লক্ষে ১৯৮৯ সালে সকল চা বাগান যাত্রা শুরু করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC) কার্যক্রম। ডানকান ফাউন্ডেশন হাসপাতাল (CDFH) ২৬ মার্চ ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে উন্নত চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানটির ১৬টি নিজস্ব প্রাইমারী স্কুলের সাথে রয়েছে ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। যাহা শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্তৃপক্ষ এসকল দোকান পাটের অনুমতি দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ফাঁড়ী বাগানে আছে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, গান ঘর, উন্নত কারিগরী দক্ষতায় তৈরি মন্দির ও মসজিদ, বড় বড় হিন্দু ধর্মীয় উৎসবগুলোতে রয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষের প্রায় শতভাগ অনুদান যা ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে গড়ে তুলেছে সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্ম পরিবেশ।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার-২০১৮ এর

জন্য নির্বাচিত জুট শিল্পের ৩টি কারখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

জনতা জুট মিলস লিমিটেড
পলাশ, নরসিংদী

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

মোঃ নাজমুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অপরিহার্য প্রতিপালন

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনতা জুট মিলস লিমিটেড তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছুটি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টা বাস্তবায়ন করা হয়। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং মানসম্মত শিশু কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য নিজস্ব স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কারখানাটিতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ বিরাজমান। কারখানাটির কোনো ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। কারখানায় একটি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া এখানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জনতা জুট মিলস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে আক্রান্ত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্যলাভ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং আইনানুগ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর সেইফটি কমিটি রয়েছে। কর্মীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয় এবং তা ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

পরিবেশ দূষণ রোধে জনতা জুট মিলস লিমিটেড সর্বদা বদ্ধপরিকর। এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগণ নিরাপত্তার সাথে সাথে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য Energy Efficient ফ্যান, স্কাই লাইট, এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

জনতা জুট মিল নানামূখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় রক্তদান কর্মসূচি, ফ্রি হেলথ ক্যাম্প, আই ক্যাম্প, বৃক্ষরোপন, শীতবস্ত্র বিতরণ, শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক আসবাবপত্র প্রদান আর্থিক সহযোগিতা করা, শিক্ষাবৃত্তি, শ্রমিকদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের লেখনী দ্বারা বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশের মতো নানা উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শেখ ফারুক হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ওহাব জুট মিলস্ লিমিটেড
ওয়াপদা রোড, লচনচরা
খুলনা।

কারখানার উত্তম চর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

ওহাব জুট মিলস্ লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী পাট সূতা উৎপাদক কারখানা। অত্র কারখানায় ১,০০০ এর অধিক শ্রমিক কর্মচারী কর্মে নিয়োজিত থেকে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগতমান রক্ষায় "কারখানার উত্তম চর্চা সমূহ" প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষেঃ-

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান সমূহ প্রতিপালনে কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।
- শ্রমিকদের নিয়োগ ও পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়।
- সরকার নির্ধারিত নূন্যতম বেতন নিশ্চিত করা হয়।
- সাপ্তাহিক, বাৎসরিক ও জাতীয় দিন সমূহের ছুটি প্রদান করা হয়।
- মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হয়।
- নিজস্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সর্বক্ষণিক চিকিৎসকের উপস্থিতি নিশ্চিত থাকে।
- দুর্ঘটনায় বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- অত্র কারখানার কোন ভবন/যন্ত্রপাতি ঝুঁকিপূর্ণ নয়।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা ও সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়।
- অগ্নি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

- কারখানায় শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধির মাধ্যমে কার্যকর সেইফটি কমিটি গঠন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়।
- কর্মকালীন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ওহাব জুট মিলস্ লিঃ এর পক্ষ থেকে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিকদের পূর্ণ আরোগ্য লাভ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- প্রত্যেক শ্রমিককে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।
- নিরাপত্তা মূলক সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

- পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর প্রদ্ধতি যথা ডাষ্ট কালেক্টর, তাপ অপরিবাহী ছাদ, স্কাই লাইট, এলইডি লাইটের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় আই ক্যাম্প, শীত বস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপন, শিক্ষা বৃত্তি, দুস্থ মহিলাদের আর্থিক সাহায্য ও সেলাই মেশিন প্রদান। পঙ্গু ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার, ক্রাচ সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে।

উজ্জ্বল কুমার নন্দী
চেয়্যারম্যান

নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড
বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া।

কারখানার উত্তমচর্চাসমূহ

অপরিহার্য প্রতিপালন

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারখানাটিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও ছুটি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টা বাস্তবায়ন করা হয়। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা প্রদান এবং মান সম্মত শিশুকক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিজস্ব স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কারখানাটিতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ বিরাজমান। কারখানাটির কোনো ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্রজীবন ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। কারখানায় একটি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া এখানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন

কর্মকালীন দুর্ঘটনার নক্ষেত্রে নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষ থেকে আক্রান্ত শ্রমিকদের পর্ণ আরোগ্য লাভ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং আইনানুগ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর সেইফটি কমিটি রয়েছে। কর্মীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়। এবং তা ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশগত প্রতিপালন

পরিবেশ দূষণ রোধে নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড সর্বদা বদ্ধপরিকর। এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার সাথে সাথে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য Energy Efficient ফ্যান, স্কাইলাইট, এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড নানামূখী উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় রক্তদান কর্মসূচি, ফ্রি হেলথ ক্যাম্প, আইক্যাম্প, বৃক্ষরোপন, শীতবস্ত্র বিতরণ, শ্রমিকদের অর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ পূর্বক আসবাবপত্র প্রদান, আর্থিক সহযোগিতা করা, শিক্ষাবৃত্তি ও শ্রমিকদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে নানা উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শতভাগ স্ট্রাকচারাল সংস্কার সম্পন্নকারী
পোশাক কারখানাসমূহ

National Initiative-এর আওতাধীনে ১৫৪৯ টি কারখানার প্রিলিমিনারি এসেসমেন্ট করা হয়। কারখানাগুলোর স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে মানউন্নয়ন উক্ত এসেসমেন্টের মূল উদ্দেশ্য। এ সকল কারখানার মধ্যে ৫৯৮ টি কারখানা বন্ধ আছে। ৮২ টি কারখানা নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। ১৬০ টি কারখানা Accord, Alliance সাথে কাজ করছে। অবশিষ্ট ৬৯৭ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রম ফলোয়াপের আওতায় আছে। এই কারখানাগুলোর মধ্যে ০৮ টি কারখানা ডাইফ কর্তৃক তালিকাভুক্ত কনসালটেন্ট ফার্মের তত্ত্বাবধানে স্ট্রাকচারাল সংস্কার কাজ ১০০% সম্পন্ন করেছে। কারখানার তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	কারখানার ঠিকানা	জেলা
১।	ফ্যাশন ডট কম লিমিটেড	জিরাবো, আশুলিয়া	ঢাকা
২।	ইউমি নিটিং বিডি লিঃ	চখিদিরপুর, পশ্চিমগোমন্দি, বোয়ালখালি	চট্টগ্রাম
৩।	সজীব ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ	সতীশ সরকার রোড, গেন্ডারিয়া	ঢাকা
৪।	এম বি এম গার্মেন্টস লিঃ	সেকশন-১৪, মিরপুর	ঢাকা
৫।	কোকা ইন্ড্রাস্টিজ লিঃ	বিসিক, কালুরঘাট	চট্টগ্রাম
৬।	বাকরাবাদ নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	ঝাজর, জাতীয়বিশ্ববিদ্যালয়	গাজীপুর
৭।	ল্যানোপিনো কোম্পানি লিঃ	মুন্নুনগর, টঙ্গী	গাজীপুর
৮।	নীট কনসার্ন প্রিন্টিং ইউনিট	এনায়েতনগর, সিদ্দিরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
৯।	ইমন ফ্যাশন লিঃ	৪২, মারিয়ালী, জয়দেবপুর	গাজীপুর
১০।	স্পাইরেক্স টেক্সটাইল ওয়াশিং এন্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	রাজবাড়ী, নিশাতনগর, তুরাগ	ঢাকা
১১।	আনিকা এ্যাপারেল্স প্রাইভেট লিঃ	সেকশন-২, মিরপুর	ঢাকা
১২।	কনভিন্স এ্যাপারেল্স লিঃ	সেকশন-২, রূপনগর	ঢাকা
১৩।	টেক্সমার্ক নিটওয়্যারস	জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার	ঢাকা
১৪।	মেক্সিম ফ্যাশন লিঃ	দক্ষিণ মধ্য হালিশহর, বন্দর	চট্টগ্রাম
১৫।	আর এস সোয়েটার্স (প্রাঃ লিঃ)	দক্ষিণ মধ্য হালিশহর, বন্দর	চট্টগ্রাম
১৬।	নিউ মদিনা ফ্যাশন্স	বিসিক, ফতুল্লা	নারায়ণগঞ্জ
১৭।	সফি নিট লিঃ	নতুন পাড়া, বৈপাল, সাভার	ঢাকা

উৎসঃ Structural Task Force এর সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশের গ্রীন কারখানাসমূহ

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	কারখানার ঠিকানা	জেলা
১।	রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড	আদমজি ইপিজেড	নারায়ণগঞ্জ
২।	তারাসিমা অ্যাপারেলস লিমিটেড	গ্লোরা, কাউা, সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
৩।	প্লামি ফ্যাশন লিমিটেড	কাসিপুর, ফতুল্লা	নারায়ণগঞ্জ
৪।	ভিন্টেজ ডেনিম স্টুডিও লিমিটেড	ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদী	পাবনা
৫।	কলম্বিয়া ওয়াসিং প্লান্ট লিমিটেড	ভোগরা, জয়দেবপুর	গাজীপুর
৬।	ইকোটেক্স লিমিটেড	চান্দুরা, পল্লিবিদ্যুৎ	গাজীপুর
৭।	এস কিউ সেলসিয়াস ইউনিট ২ লিমিটেড	জামিরদিয়া, ভালুকা	ময়মনসিংহ
৮।	কানিজ ফ্যাশন লিমিটেড	তেজগাঁও শিল্প এলাকা	ঢাকা
৯।	জেনেসিস ওয়াসিং লিমিটেড	কাদা বাজার, গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১০।	জেনেসিস ফ্যাশনস লিমিটেড	তিনরাস্তার মোড়, জয়দেবপুর	গাজীপুর
১১।	এসকিউ বিড়িকিনা লিমিটেড	জামিরদিয়া, ভালুকা	ময়মনসিংহ
১২।	এসকিউ কলব্লাংক লিমিটেড	জামিরদিয়া, ভালুকা	ময়মনসিংহ
১৩।	এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড	জামিরদিয়া, ভালুকা	ময়মনসিংহ

উৎসঃ rmg-study.cpd.org.bd/13-bangladeshi-factories-awarded-leed-green-factory-award/

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের কিছু স্থিরচিত্র

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্র

অসুস্থ শ্রমিক এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানকে অর্থ সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি. ।

বাংলাদেশের শিল্প-কলকারখানায় শ্রমিকবান্ধব কর্মপরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতাসীন দল অষ্ট্রিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, ফ্র্যাকশন এন্টি-চাইল্ড লেবার কর্তৃক প্রদত্ত "গ্লোবাল এওয়ার্ড ২০১৮ অব চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন এ্যাণ্ড ইমপ্রুভমেন্ট অব ওয়ার্কার্স সিচুয়েশনস" শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন। (১২ নভেম্বর ২০১৮)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি ঢাকায় বিজিএমইএ সম্মেলন কক্ষে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন। (৯ এপ্রিল ২০১৯)

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য টোল ফ্রি হেল্প লাইন উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (৩১ জানুয়ারি ২০১৯)

নৌ যান সেক্টরে উদ্ভূত শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি. ।

রাজশাহী নগরীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক, এমপি। (১ নভেম্বর, ২০১৮)

রাজধানীর চক বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তরের পূর্বে সাংবাদিকবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে "তৈরি পোশাক শিল্প খাতে সমন্বিত শ্রম-ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (৩১ জানুয়ারি ২০১৯)

দাপ্তরিক কাজে অফিস প্রধানদের সাথে আলোচনারত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি।

শ্রমিকদের কল্যাণে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল হতে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা এবং শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব উম্মুল হাছনা। (৯ এপ্রিল ২০১৯)

'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার'- প্রাপ্ত কারখানা মালিক প্রতিনিধিগণের সঙ্গে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ এর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। (২৮ এপ্রিল ২০১৮)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও দর্শক-শ্রোতাবৃন্দের একাংশ। (২৮ এপ্রিল ২০১৮)

তৈরি পোশাক শিল্পখাতে কর্মরত অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা এবং মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি।

৩৩৫ তম আইএলও এর গভার্ণিং বডির সভায় উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি।

স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর কো-অপারেশন (SSC) ডেনমার্ক-বাংলাদেশ প্রজেক্ট-এর দ্বিতীয় ধাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আফরোজা খান (১৫ নভেম্বর ২০১৮)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডাইফ-এর মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায়। (২৫ মার্চ ২০১৯)

"Labour Management, Productivity and Workplace Safety and Health Programme"- এর Media Event and Closing Ceremony অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি, শ্রম সচিব এবং Nanyang Polytechinc International-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায়। (১৭ মার্চ ২০১৯)

রাজধানীর একটি হোটেলে দেশি-বেদেশি স্টেকহোল্ডার এবং সাংবাদিকবৃন্দের সঙ্গে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-এর কারখানা সংস্কার-এর অগ্রগতি পর্যালোচনামূলক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকাট। (১৭ জুলাই ২০১৮)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৮ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন আইএলও বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর অ্যান্ড অফিসার ইনচার্জ গগন রাজভাণ্ডারী। (২৮ এপ্রিল ২০১৮)

৪৮তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ডাইফ-এর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ (২৬ মার্চ ২০১৯)

ডাইফ-এর প্রধান কার্যালয়ে "রিমেডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল-এ ন্যাস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প"-এর আওতায় নিযুক্ত ৬০ জন প্রকৌশলীর অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম (১ জুলাই, ২০১৮)

শ্রমিকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক শ্রমিককে প্রাপ্য পাওনাদি পরিশোধ (২০.০২.২০১৯)

ডাইফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জেন্ডার ইক্যুইলিটি এন্ড উইমেনস ইমপাওয়ারমেন্ট এট ওয়ার্কপ্লেস' প্রকল্পের অধীনে চল্লিশজন শিল্প পুলিশকে 'জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। (২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)

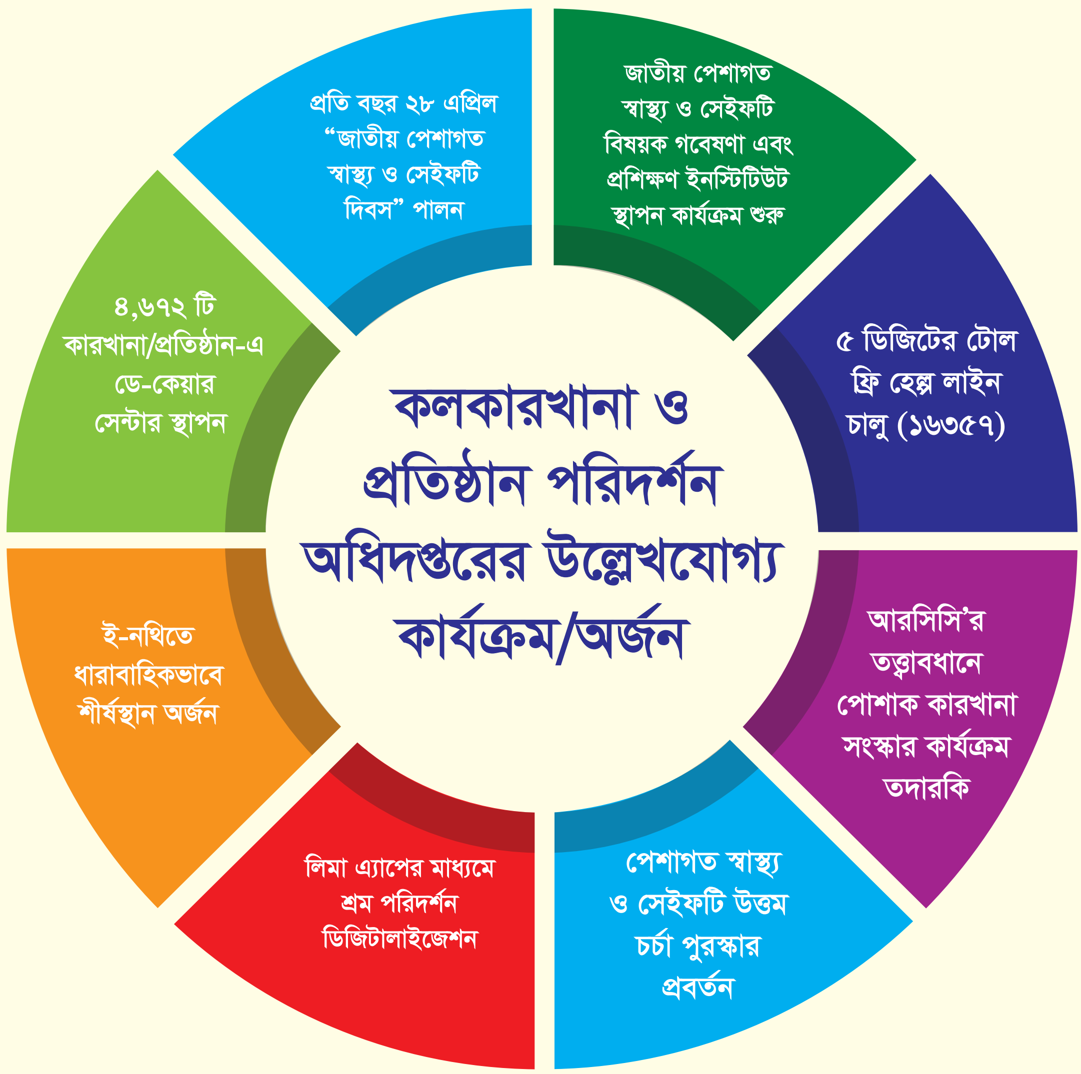

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রধান কার্যালয়: বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার (২য় ও ৩য় তলা) ঢাকা-১২০৫
ফোন : +৮৮০২-৫৫০১৩৬২৭, ওয়েব সাইট : www.dife.gov.bd

International Labour Organization 100 | Canada | Kingdom of the Netherlands | UKaid